কৃষ্ণতত্ত্ববিনির্ণয়
শ্রুতিমন্ত্র দ্বারা পরমতত্ত্ব নিরুপন
আবির্ভাব চক্রবর্ত্তী
বৈষ্ণব শাস্ত্র মন্দির

কৃষ্ণ তত্ত্ব বিনির্ণয়

আবির্ভাব চক্রবর্তী
(অর্জুনসখা দাস)

বৈষ্ণব শাস্ত্র মন্দির

এই গ্রন্থ রচনায় আমার কোনো কৃতিত্ব নেই,
কেবল ঋক মন্ত্র গুলি যুক্তির সঙ্গে সংকলন করেছি মাত্র।
ব্রহ্মাস্ত্র পাশুপতাস্ত্র যেমন কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র তেজে ভষ্ম হয়
তেমন এই যুক্তি সকল অহংগ্রহোপাসনা,ঈশ্বরসাযুজ্য যোগবাদ কে ভষ্ম করুক।
শ্রীনৃসিংহের সুতীক্ষ্ন নখ যেমন অসুর দের দম্ভ নষ্ট করে
তেমন এই সকল ঋক মন্ত্র বিষ্ণুদ্বেষীতা কে ছিন্ন করুক।

উৎসর্গ

যিনি তার সিদ্ধান্ত তত্ব পূর্ন ও রসবর্ষী প্রবচনের মাধ্যমে পুরুষোত্তম ও ভক্তিদেবীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়েছেন সেই পরমআরাধ্যতম ইসকন জিবিসি মন্ডলীর অন্যতম ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ এর কর কমলে।

সূচীপত্র

এই বই তে বেদ ও উপনিষদ মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ই যে স্বয়ং ভগবান তা দেখানো হয়েছে। ও বেদ, পুরাণ দ্বারা রাধারাণীর শাস্ত্রীয় প্রামানিকতা দেখানো হয়েছে। বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সায়ন ভাষ্য দ্বারা করা হয়েছে উপনিষদ গুলির মন্ত্রের অনুবাদ শঙ্কর ভাষ্য অনুযায়ী করা হয়েছে কোথাও বৈষ্ণব আচার্য্য দের ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হলেও সেখানে শঙ্কর ভাষ্য ও দিয়ে মন্ত্রার্থ নির্ণয় সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ভাবে করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী সংস্করনে পরিশিষ্ট অংশে মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ বেদের বিষ্ণুসূক্ত, রুদ্রসূক্ত, দেবীসূক্ত, দেওয়া হবে। এই সংস্করনে সময়াভাবে দিতে পারলাম না।

সত্যং পরং ধীমহি

সনাতন ধর্ম বহু উপাসক সম্প্রদায়ে বিভক্ত বৈষ্ণব শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ উপাস্য কে পরমতত্ব বলে ঘোষনা করে।
অথচ বেদ উপনিষদে বিষ্ণুতত্ব বা কৃষ্ণ কেই পরমতত্ব বলে নির্দেশ করা হয়েছে। বৈদিকযুগে পরমদেবতা ছিলেন বিষ্ণু। যেহেতু প্রতি কল্পে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ লীলা করেন না বা অবতীর্ন হন না তাই বেদ এ কৃষ্ণের কথা কমই আছে। কিন্তু যেখানে পরমগতি বা জীবের পরম প্রয়োজন নির্নয় করা হয়েছে সেখানে কৃষ্ণ সেবা লাভই নির্দেশ করা হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে বেদের সমস্ত মন্ত্র কেবল কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই, কৃষ্ণ কেই নির্দেশ করে। যথা-চৈ.চ মধ্য/২০
মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যাতিরেকে
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে। ২০/১৪৬
বেদ শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন। ২০/১৪৩
ভাগবতেও বলা হয়েছে বেদসমূহ কে যজ্ঞপর দেখা যায়, সেই যজ্ঞ ও কৃষ্ণের আরাধনার জন্য। তাই যজ্ঞেশ্বর বাসুদেবেই বেদের তাৎপর্য্য।
বাসুদেব পরা বেদা বাসুদেবপরা মখা।। **ভাঃ১/২/২৮**
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম **গীতা ১৫/১৫**
অনুবাদ:- সকল বেদের আমিই বেদ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়, আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদার্থজ্ঞাতা।
ভাঃ ১১/২১/৪২-৪৩ এ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য
কিং বিধত্তে কিম আচষ্টতে কিম অনুদিয বিকল্পয়েত
ইতি আস্যা হৃদয়ম লোকে নান্যো মদ বেদ কশ্চন।।
মাম বিধত্তে'ভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হি অহম
এতাবান সর্ব বেদার্থঃ শব্দা আস্থায় মাং ভিদাম
মায়া মাত্রম অনুদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি।।
অনুবাদ :-বেদ কর্মকান্ডে বিধিবাক্যের দ্বারা কাকে বিধান করেন, দেবতাকান্ডে মন্ত্রসমূহের দ্বারা কাকেই বা প্রকাশ করেন, জ্ঞানকান্ডে কাকে অবলম্বন করে বিচার করেন এইসকল বিষয়ে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ব্যাতীত আর কেউ জানেনা। এই বেদ কর্মকান্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকান্ডে মন্ত্ররূপে আমাকেই প্রকাশ করে, জ্ঞানকান্ডে নানারকম বাদানুবাদের দ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করে।
তবে যে বেদ এ ইন্দ্র অগ্নি বায়ূ যম রুদ্র প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতা দের উদ্দেশ্যে বহু স্তুতি রয়েছে তার কারন কি? স্বয়ং ভগবানের ঐশ্বর্য্য বোঝাতে তার শক্তিতে শক্তিমান বিভিন্ন দেবতা দের সম্পর্কে,ও ভগবান প্রদত্ত তাদের শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক পন্ডিতাভিমানী রা বলেন বেদ এ ইন্দ্র অগ্নি বরুনের উদ্দেশ্যে বেশী সংখ্যক সূক্ত রয়েছে তখন তারাই প্রধান বৈদিক দেবতা। মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য বিজয়েন্দ্র তীর্থ সুন্দর একটা উদাহরন দিয়ে বলেছেন রাজার ই একমাত্র হাতি ঘোড়া ছত্র চামর থাকে তাই নয় মন্ত্রী সান্ত্রী দের ও থাকে। আর যজ্ঞে যখন কোনো দেবতাকে আহ্বান করা হয় তখন তাকে স্তূতি করে ভগবান তুল্য বলে বলা হয়। তাই

পাশ্চাত্যদেশীয় পন্ডিত ও বেদ বিশেষজ্ঞ রা মনেকরেন বেদ এ সকলেই ভগবান। কিন্তু তারা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মে সম্মান জ্ঞাপনের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নয়। ভারতে অতিথিকে দেবতুল্য সম্মান দেওয়া হয়। আর সেই অতিথি যদি দেবতাই হন তবেতো স্তুতি বন্দনায় তাকে ভগবানতুল্য বলাই স্বাভাবিক। পুরানেও দেখা যায় নারদজী ব্যাসদেব শুকদেব সূতজী কেও ভগবান বলে বলা হয়েছে। বিষ্ণু পুরানে তা ব্যাখা করে বলা হয়েছে পরমতত্ব নির্দেশ করতে ভগবান এই শব্দ মুখ্যার্থে বাসুদেবের উদ্দেশ্যেই ব্যাবহৃত হয়। অন্যদের ক্ষেত্রে কেবল গৌনার্থে ব্যাবহৃত হয়।
যথা **বিষ্ণু পুরানে ৬/৫/৭৭** পরাশর মৈত্রেয় সংবাদে
এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ।। ৭৬
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি পরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোহয়ম নোপচারেণ অন্যত্র হি উপচারতঃ।। ৭৭
অনুবাদ:- এই রূপ অর্থসম্পন্ন ভগবৎ এই মহান শব্দ মুখ্য অর্থে কেবল মাত্র পরমব্রহ্মস্বরূপ সেই বাসুদেবের উদ্দেশ্যেই ব্যাবহৃত হয়। অন্য দের ক্ষেত্রে কেবল উপচারতঃ অর্থাৎ গৌন অর্থে ব্যাবহৃত হয়।
বেদ এ ইন্দ্র বা সূর্য বা যে দেবতা কে যখন যজ্ঞে আহ্বান জানানো হয়েছে তখন তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়েছে। একে বলা হয় বরকন্যা ন্যায়। বিবাহের দিন যেমন বর বা কন্যার গুরুজন রা উপস্থিত থাকলেও সবচেয়ে সুন্দর আসনটা সবচেয়ে সুন্দর বস্ত্রটা সবচেয়ে সুন্দর মালাটা বর ও কনের জন্যই, তেমন ইন্দ্রকে যখন যজ্ঞে আহ্বান করা হয়েছে তাকে সুন্দর সুন্দর বাক্যে স্তুতি করা হয়। যদিও তার চেয়ে পরব্রহ্ম সর্বশক্তিমান কিন্তু তাকেই সর্ব শক্তিমান বলা হয়। এগুলি অর্থবাদ। এই সব বাক্যের দ্বারা পরব্রহ্ম কে তা নির্নয় করা যায়না। এই জাতীয় কথা, সকল দেবতার উদ্দেশ্য ই বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও গীতায় বলেছেন বেদের অর্থবাদ বাক্যসকল মায়ার তিনগুনের কারনে। তাই এগুলিকে বর্জন করতে বলা হয়েছে। ত্রৈগুন্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুন্য ভবার্জুন।। গীতা ২/৪৫।
ছান্দোগ্য উপনিষদে ও সনতকুমার দের কে নারদ বলছেন হে ভগবন (সনতকুমার গন) আমি বেদচতুষ্টয় পাঠ করে বেদমন্ত্রবিদ হয়েছি বটে কিন্তু আত্মতত্ববিদ হতে পারিনি। অর্থাৎ বেদ মন্ত্র সমূহ জানলেও ব্রহ্ম কে? তা জানিনি।
ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭/১/৩
সোহহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ।।
এইসকল স্থানে ব্রহ্মকে জানার জন্য বেদ মন্ত্রের যেসব স্থানে অর্থবাদ আছে তা বর্জন করতে বলা হয়েছে। ও কর্মকান্ড কে নিরসন করা হয়েছে।

তবে পরব্রহ্ম কে তা কিভাবে নির্নয় করা যাবে? পরব্রহ্ম কে তার লক্ষন কি তা উপনিষদ বা বেদান্ত নির্নয় করেছে। তা পরে আলোচিত হয়েছে। (উপনিষদ অংশে) বেদ উপনিষদ মতে কে পরম তত্ব? কে বেদের উপাস্য পরমব্রহ্ম? এই গ্রন্থে তা নির্নয় করার চেষ্টা করব। ১ম অংশে কেবল বেদ এর মন্ত্র সমূহ বিচার করা হয়েছে। ২য় অংশে উপনিষদের মন্ত্র সমূহ বিচার করা হয়েছে।

যদিও বেদ এ শ্রীকৃষ্ণের নাম খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারত, বিষ্ণুপুরান, হরিবংশ ও শ্রীমদভাগবতম এ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান তা স্পষ্ট রূপে পাওয়া যায়। তাই অনেকে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ কে ভগবান হিসাবে উপাসনা করা পরবর্তী কালে শুরু হয়েছে। ইতিহাসে পাওয়া যায় কৃষ্ণ কে ভগবান বুদ্ধিতে উপাসনা বহুদিনের।

১৫০ খ্রীঃপূঃ **পতন্জলী মহাভাষ্য** ৪/৩/৯৮ বাসুদেব শব্দ ভগবান অর্থে ব্যাবহার করা হত।

খ্রীঃপূঃ ৪র্থ –৫ম শতকে **পাণিণীসূত্রে** বলছেন ৪/৩/৯৮ বাসুদেবের ভক্তদের বাসুদেবক বলা হত।

প্রাচীন কাল থেকেই বাসুদেবের প্রতি অর্জুনের ভক্তি প্রচলিত ছিল তাই পাণিনী এই সূত্রে–"ভক্তি" ৪/৩/৯৫ "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন" ৪/৩/৯৮তার উল্লেখ করেছিলেন।

হরিনামামৃত ব্যাকরনে ৭/৫৪৬ শ্রীজীবগোস্বামীপাদ পাণিণীর এই সূত্রটি সংরক্ষন করেছেন।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাভাষ্যকার পতন্জলী আশ্চর্য্য হয়েছেন আগের সূত্রে দ্বন্দ্বসমাস এর নিয়ম অনুসারে বেশী অক্ষর বিশিষ্ট পদ পরে বসবে তাই অর্জুনবাসুদেবাভ্যাং বুন হওয়া উচিত ছিল। তাই পতন্জলীর মতে বাসুদেব শব্দ শুধু ক্ষত্রিয় অর্থে ব্যাবহার করা হয়নি, কারন দ্বন্দ সমাসে বেশী সম্মানীয় ব্যাক্তির নাম আগে বসবে তাই যেহেতু বাসুদেব শব্দ ভগবান অর্থে ব্যাবহার করা হয়েছে তাই বাসুদেব পদ আগে এসছে বলে মহাভাষ্যকার পতন্জলী পাণিণি ৪/৩/৯৮-৯৯ সূত্রে টীকায় জানিয়েছেন।

বাসুদেব নামটিই ভগাবনের সংজ্ঞা "সংজ্ঞৈষা তত্রভবতঃ" মহাভাষ্য ৩/২/১১১ মতিলাল বেনারসীদাস সং পৃ ১৭৬

পতন্জলী ৩/১/২৬ সূত্রের টীকায় কৃষ্ণের কংস বধলীলা নাটকের উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণের কংসবধ খুব জনপ্রিয় নাটক ছিল। অভিনেতারা সব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত কংসপক্ষে যারা অভিনয় করত তারা হল কালামুখ, কৃষ্ণপক্ষে যারা অভিনয় করত তারা হল রক্তমুখ। কৃষ্ণের কংসহত্যা সম্পর্কে পতন্জলি যে জঘান ক্রিয়াপদ ব্যাবহার করেছেন যা থেকে বোঝা যায় তার সময়েই এই ঘটনা ছিল সূদূর অতীতের। "জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ"

গ্রীক পর্যটক মেঘাস্থিনিসের বর্ননায় শৌরসেনী লোকদের প্রধান দুটি নগরী ছিল। মেথোরা(মথুরা) ক্লিসোবোরা(কৃষ্ণপুরী বা গোকুল)। এই দুটি শহরের মাঝখান দিয়ে যোমনেস বা যোবরেস নদী (যমুনা) বইত। মথুরা নগরীর লোকেরা ভগবান হেরাক্লিসের (হরি কুলেশ বা কৃষ্ণ) ভীষন ই প্রেমের দৃষ্টিতে দেখত। উপাসনা করত

পানিণীর ও পূর্বে নিরুক্তকার যাস্ক খ্রীঃপূঃ ৫ম শতকে নিরুক্ত গ্রন্থে একটি মন্ত্র উল্লেখ করেছেন যা কৃষ্ণ ও স্যামন্তক মনি লীলা সম্পর্কিত। অক্রুর দদাতো মণি ২/১/২।।

আনন্দগিরি রচিত শঙ্কর দিগ্বিজয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরনে দেখাযায় আদি শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে ছয় প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল।

ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ
বৈখানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়বিধা বৈষ্ণবা মতা

বর্তমানে রামানুজ মত পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় সম্মত, মাধ্বমত ভাগবত সম্প্রদায় সম্মত।

১৭৫ খ্রীঃপূঃএ কৃষ্ণ যে ভগবান ও ভক্তিমার্গে তার উপাসনা হত তার প্রমান পাওয়া যায় **হেলিওডোরাসের শিলালিপি** তে। মধ্যভারতে গোয়ালিয়রের কাছে একটি গরুড়স্তম্ভে এই লিপি টি লেখা আছে

দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ং কারিতে ইয়.........হোলিওডোরেণ ভাগবতেন দিয়নপুত্রেণ

দেবাদিদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে এই গরুড়স্তম্ভ ভাগবত হোলিওডোরাস কর্তৃক উৎসর্গ করা হল।

বেদ মন্ত্র বিচার

বেদব্যাস বেদ কে চারভাগে ভাগ করেন ঋক, সাম, যজুঃ অথর্ব,। প্রতিটি বেদের আবার চারটি ভাগ আছে, ১) মন্ত্র বা সংহিতা –উপাসনা কান্ড, ২) ব্রাহ্মণ– কর্মকান্ড, ৩) আরণ্যক ও ৪) উপনিষদ –জ্ঞানকান্ড। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংহিতা স্বাধ্যায় করার জন্য, গৃহস্থ আশ্রমে সস্ত্রীক যজ্ঞ করার জন্য যজ্ঞের নিয়ম ও বেদ মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যা আছে ব্রাহ্মন অংশে। তারপর বানপ্রস্থ আশ্রমে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার জন্য আরণ্যক ও শেষ জীবনে মুক্তি লাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য উপনিষদ বা বেদান্ত।

ঋক বেদ– ঋকবেদ সংহিতা
ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মন
ঐতরেয় ও কৌষিতকী আরণ্যক
ঐতরেয় উপনিষদ, কৌষিতকী উপনিষদ

সামবেদ– সামবেদ সংহিতা
তান্ড্য, তলবকার, সামবিধান, আর্ষেয়, বংশ দেবতাধ্যায়ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ।
ছান্দোগ্য আরণ্যক
তলবকার বা কেণ উপনিষদ

শুক্লযজুর্বেদ– বাজসণেয় সংহিতা
শতপথ
বৃহদারণ্যক
ঈশ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ

কৃষ্ণযজুর্বেদ– তৈত্তীরিয় সংহিতা।
তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মন।
তৈত্তীরিয় আরণ্যক।
কঠ তৈত্তীরিয় উপনিষদ।

অথর্ববেদ– অথর্ববেদ সংহিতা
গোপথ ব্রাহ্মণ।
কোনো আরণ্যক নেই।

প্রশ্ন, মুন্ডক, মান্ডুক্য উপনিষদ।

বর্তমানে যে বেদের ভাষ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে সর্বপ্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ সায়ন ভাষ্য। সায়ণমাধবাচার্য্য (১৪শ শতকে) বেদের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। শৃঙ্গেরীমঠের আচার্য্য শঙ্করানন্দের কাছে বিদ্যাভ্যাস করেন। তাই তার বেদভাষ্য অদ্বৈতবাদী। যদিও তার ভাষ্য বহুলপ্রচলিত। এবং সমস্ত বেদমন্ত্রের ভাষ্য অন্য কোনও আচার্য্য করেননি তাই তার ভাষ্য অনুযায়ীই মন্ত্রের অনুবাদ করতে হবে। তার সাথে আমরা মাধ্বাচার্য্যের ঋকভাষ্য ও দেখব। ১১শ শতকে মাধ্বাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্য রচনা করেন, যদিও তিনি কেবলমাত্র প্রথম ৪০টি সূক্তের ব্যাখ্যাই করেছেন।

বেদভাষ্যের শুরুতে বেদানুক্রমনিকায় সায়নাচার্য্য বলেছেন
যস্য নিঃশ্বসিত বেদা যো বেদেভ্যোহখিলং জগত
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং
বেদ সকল যার নিঃশ্বাস স্বরূপ বেদের দ্বারা যিনি জগত সৃষ্টি করেন সকল বিদ্যার তীর্থ ক্ষেত্র স্বরূপ মহেশ্বরের বন্দনা করি।

মহাদেবের ভ্রুকুটি বিভ্রমে বুক্কনরপতি শিব রূপ ধারন করে সায়নমাধবকে বেদের ভাষ্য রচনা করতে নির্দেশ দেন। সায়নাচার্য্যের সময় বৈষ্ণব ও শৈব দের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল, মাঝেমাঝে যুদ্ধও বেঁধে যেত। তাই তার ভাষ্যে যে বিষ্ণু পরমতত্ত্ব বলে উল্লেখ থাকবে তা আশা করা দুষ্কর। বরং রুদ্র পরতত্ত্ব বলেই ঘোষনা থাকবে।

বেদার্থ নির্নয়ে ব্যাসের সিদ্ধান্ত কি তা ব্যাসরচিত শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। পুরান গুলি ব্যাসের রচিত কিনা তা নিয়ে মতানৈক্য আছে তবে মহাভারত যে ব্যাস রচিত তা সর্বজনসম্মত। তাই নতুন করে শ্রুতি মন্ত্রের কোন অর্থ নির্নয় না করে মহাভারতে ব্যাস কি বলছেন তার দ্বারা এই গ্রন্থে মন্ত্রার্থ নির্নয় করা হয়েছে । এছাড়া সায়নভাষ্য ও যথাসম্ভব উল্লেখ করা হয়েছে, সময়ের অভাবে যেসব মন্ত্রের সায়ন ভাষ্য দেওয়া হয়নি পরবর্তী সংস্করনে তা দেওয়া হবে। তিনটি ভাগে বেদ মন্ত্র সমূহ বিচার করা হয়েছে বিষ্ণুতত্ব, রুদ্রতত্ব, শক্তিতত্ব।

বেদ এ ভগবান কতজন

১) বৈদিক দেবতারা প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক, কেবল তাত্বিক অস্তিত্ব রয়েছে এরূপ পূর্বপক্ষ খন্ডন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২/৮

যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাত্তাং ধ্যায়েদ্বষটকরিষ্যন

অনুবাদ:- বষট ক্রিয়ার ও হবিদানের পূর্বে সেই সেই দেবতাকে মনে মনে ধ্যান করবে।

আধুনিক পন্ডিতাভিমানীরা মনে করে বিষ্ণু শব্দ ব্যাপক ব্যাপ্ত অর্থে, রুদ্র শব্দ বজ্রপাত অর্থে ইন্দ্র অগ্নি সূর্য প্রাকৃতিক শক্তি হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে। তা খন্ডন করা হচ্ছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই মন্ত্রে প্রত্যেক দেবতার যে রূপ রয়েছে। সেই রূপের ধ্যান করতে বলা হয়েছে।

২) বেদ এ পরম তত্ব ইন্দ্র, বা অগ্নি, বা মিত্রা, বরুণ, বা সোম বা সূর্য এরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর

ক) পরম পুরুষ থেকে সূর্য চন্দ্র ইন্দ্র অগ্নি বায়ূ সৃষ্টি হয়েছে –পুরুষ সূক্ত, **ঋগ্বেদ ১০/৯০/১৩।** অতএব পরম পুরুষ ই আদি। ইন্দ্রাদি দেবগন পরমপুরুষ নয়।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদবায়ূরজায়ত।। **ঋগ্বেদ ১০/৯০/১৩**
খ) ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।
উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্যমুষাসমগ্নিম।।**ঋগ্বেদ ৭/৯৯/১-২**
সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-হে বিষ্ণু যজ্ঞের জন্য আপনি এই বিস্তৃর্ন পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন। আপনি সূর্যকে উষাকে অগ্নিকে জন্ম দিয়েছেন।
গ) ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো বিদ্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ
ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৬
সায়ণ ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-এই আদিত্য কে মেধাবীগণ ইন্দ্র মিত্র বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও একে বহু বলে বর্ননা করা হয়। ইহাকে অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা ও বলে। **অর্থাত এক ই পরম তত্ব কে বেদমন্ত্রে ইন্দ্র অগ্নি যম মিত্রা বরুন বলে বর্ননা করা হয়েছে।**
সায়ন ভাষ্য: সুপর্ণ সুগতনঃ গরুৎমাম গবণবান পক্ষবান বা। সায়ন সুপর্ণ শব্দের অর্থ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট ও গরুত্মান অর্থ গমনশীল ধরেছেন। পুরানে সুপর্ণ শব্দে গরুড়কে বোঝায়।
পুরাণ অনুসারে ব্যাখ্যা: সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম গরুড়বাহন বিষ্ণু কে মেধাবীগণ ইন্দ্র অগ্নি মাতরিশ্বা, যম বলে থাকেন।
ঘ) **ঋগ্বেদ ৮/৪৫/৪** ইন্দ্র জন্মের পরেই যুদ্ধের জন্য ধনুক তুলে নিয়েছিলেন। **অর্থাৎ ইন্দ্রের জন্ম হয়েছিল।**
আ বুন্দং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছদ্বি মাতরম
ক উগ্রাঃ কে হ শৃন্বিরে।।
অনুবাদ:- বৃত্রহা ইন্দ্র জন্মগ্রহন করেই হাতে ধনর্বান তুলে নিলেন ও মাতা কে জিজ্ঞাসা করলেন কে আমার শত্রু

৩) বেদ এ বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র বরুণ সূর্য সকলকেই ভগবান বলা হয়েছে। বেদে বহু ঈশ্বর এরুপ পূর্ব পক্ষ খন্ডন:- বেদ এ বহু স্থানে বলা আছে সেই পরম দেব একজন ই যথা
ক) **ঋগ্বেদে ১০/৫১/১** মন্ত্রে:- দেব একঃ

মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসীদ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ
বিশ্বা অপশ্যদ্বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো **দেব একঃ**
খ) **ঋগ্বেদ ১০/১২৯/২**মন্ত্রে:- তদেকং
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ
আনীদবাতং স্বধয়া **তদেকং** তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- তখন মৃত্যুও ছিলনা অমরত্ব ও ছিল না। দিন ও রাত্রির প্রভেদ ছিলনা। **কেবল সেই একমাত্র বস্তু** বায়ুর সহকারিতা ব্যাতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বন করে অবস্থান করছিলেন। **তিনি ব্যাতীত আর কিছুই ছিলনা।**

গ) **ঋগ্বেদ ১০/১২৯/৬** ইন্দ্রাদি দেবতারা সৃষ্টির পর হয়েছেন।

কঃ অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্র বোচৎ কুতঃ আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ
অর্ব্বাক দেবাঃ অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- কেই বা প্রকৃত জানে কেই বা বর্ননা করবে কোথা হতে জন্ম হল, কোথা হতে এই সকল সৃষ্টি হল, দেবতারা এই সমস্ত সৃষ্টির পর হয়েছেন। কোথা হইতে যে হল তা কেই বা জানেন।

ঘ) **শুক্লযজুর্বেদ ৩২/১**

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ বায়ূ স্তদূচন্দ্রমা
তদেব শুক্রং তদ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-তিনিই আদিত্য, তিনিইঅগ্নি, তিনিই বায়ু চন্দ্র শুক্র বরুন প্রজাপতি।

এক ও পরম পুরুষ থেকেই ব্রহ্মান্ড এই জগত সব কিছুর সৃষ্টি। **পুরুষ সূক্ত ৩**

এতাবান অস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্যামৃতং দিবি (ঋগ্বেদ ১০/৯০/৩)

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অন্বয়:- এতাবান= অতীতানাগতবর্তমানরূপং জগদ্যাবদস্তি। অস্য= পুরুষস্য। মহিমা= স্বকীয়সামর্থ্যবিশেষঃ। অতো= ন তু তস্য বাস্তবং স্বরূপং জ্যায়ান= অতিশয়েনাধিকঃ। অস্য পুরুষস্য বিশ্বা সর্ব্বানি ভূতানি কালত্রয় বর্ত্তীনি প্রানিজাতানি পাদশ্চতুর্থোহংশঃ। ত্রিপাদ অস্যামৃতং = অস্য পুরুষস্যাবশিষ্টং ত্রিপাৎস্বরূপমমৃতং বিনাশরহিতং সৎ। দিবি= দ্যোতমানাত্মকে স্বপ্রকাশস্বরূপে ব্যাবতিষ্ঠত।

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- এই সারা ব্রহ্মান্ড সেই বিরাট পুরুষের মহিমা। তিনি স্বয়ং নিজ মহিমার থেকেও বড়। তার এক পাদেই বা এক অংশেই এই ব্রহ্মান্ড অবস্থিত। বাকি ত্রি পাদ বা বাকি অংশ দিব্যলোক, অমৃত বা অবিনাশী নিত্য ধাম।

গীতা ১০/৪২

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

অনুবাদ:- আমি আমার এক অংশের দ্বারা আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।

ঙ) **ঋগ্বেদ ১০/৮২/৩**- বেদ এ সকল দেবতা দের নাম ব্রহ্মের ই নাম। ব্রহ্মই সকলকে নাম সমূহ দিয়েছেন। দেবতারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে জানতে সেই ব্রহ্মের কাছে যান।

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভূবনানিবিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সম্প্রশ্নম্ভুবনা যন্ত্যন্যা।।

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভূবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম

ধারন করেন। ত্রিভূবনের অন্য জীব সকল (দেবতা রা ও) তার কাছে নিজেদের কর্তব্যকর্ম বিষয়ে জানতে আসে।

চ) **শতপথ ব্রাহ্মণে** বলা হয়েছে ব্রহ্মই দেবতা ও জীবসকলের অন্তর্যামী

যোহগ্নৌ তিষ্ঠন। অগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোহগ্নিমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ (শ.ব্রা ১৪/৬/৭/৯)

য আকাশে তিষ্ঠন। আকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ১৪/৬/৭/১০

যো বায়ৌ তিষ্ঠন। বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ১৪/৬/৭/১১

য আদিত্যে তিষ্ঠন। আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ১৪/৬/৭/১২

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন। চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ১৪/৬/৭/১৩

অনুবাদ:- যিনি অগ্নি, বায়ু, আকাশ, আদিত্য গন ও চন্দ্র তারকাদের অন্তরে অন্তর্যামী রূপে বিরাজমান। কিন্তু তারা তাকে জানেন না। তারা সেই পরমাত্মার শরীর। যিনি তাদের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রন করেন। তিনি ই তোমাদের অন্তর্যামী ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তিনিই অমৃত।

বেদ এ বিষ্ণুতত্ব

৩) বৈদিক বিষ্ণু সূর্য এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর।

ঋগ্বেদের ১ম মন্ডলের ২২ সূক্তে বিষ্ণু শব্দ কে নিরুক্তের টীকাকার দূর্গাচার্য্য সূর্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম রূপে তিনপদ বিক্ষেপ কে "ত্রেধা নিধদে পদম" সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহন, আকাশে বিচরন ও অস্তাচলে গমন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাই তার সিদ্ধান্ত বিষ্ণু শব্দে বেদ এ সূর্য কে নির্দেশ করা হয়েছে। বর্তমানে পন্ডিতাভিমানীরা ও তাই মানেন। এই মতের খন্ডন-

ক) নিরুক্তকার যাস্ক বিষ্ণু শব্দের অর্থ করেছেন "যদ্বিষিতো ভবতি তদবিষ্ণুর্ভবতি। বিষ্ণুর্বিশতের্বা, ব্যাপ্নোতের্বা" এর টীকায় দূর্গাচার্য্য বিষ্ণুর্বিশতে বাক্যে বিষ্ণু শব্দটি বাদ দিয়ে সূর্য পর ব্যাখ্যা করে লিখলেন

যৎ যদা বিষিতো ব্যাপ্তোহয়মেব সূর্যো রশ্মিভিঃ ভবতি তৎ তদা বিষ্ণু ভবতি। বিশতের্বা......বিষ্ণুরাদিত্যো ভবতি।

সূর্যের রশ্মি ব্যাপ্ত হয়ে থাকে তাই বিষ্ণু শব্দের অর্থ সূর্য। এরকম রুদ্র বা শিব কে তিনি আকাশে বজ্রপাত বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

খ) নিরুক্তকার যাস্ক পূর্বতন নিরুক্তকার দের বাক্য উদ্ধার করে লিখেছেন "যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপুনিঃ।সমারোহনে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্নবাভঃ"।। নিরুক্ত ১২/১৯

গ) বেদের সংহিতা অংশে যে মন্ত্র থাকে তার তাৎপর্য্য যাতে ভূল ব্যাখ্যা না হয় তাই ব্রাহ্মন অংশে বেদ নিজেই সেই স্থানের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যা আছে ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মনে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর ত্রিপাদবিক্ষেপ যে বামন অবতারের কথা তা বলা হয়েছে। ৬ষষ্ঠ পঞ্চিকা ১৫ মন্ত্র বা অষ্টবিংশাধ্যায়ের ৭ম খন্ড

ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথা ত্রেধা সহস্রং বিতদৈরয়েথাম। তস্য তাৎপর্য্য দর্শিয়তুমিতিহাসমাহ ইন্দ্রশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চাসুরৈর্যুযুধানে তান্হ স্ম। জিত্বোচতু কল্পামহা ইতি তে হ তথেন্যসুরা উচূঃ। সো'ব্রবীদিন্দ্র যাবদেবায়ং বিষ্ণুস্ত্রির্বিক্রমতে তাবদস্মাকমথ যুষ্মাকমিতরদিতি স ইমাঁল্লোকান্বিচক্রমে'থো বেদানথো বাচং তদাহুঃ কিং তত্সহস্রমিতীমে লোকা ইমে বেদা অথো বাগিতি ব্রুয়াত।।

সায়নভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-ইন্দ্র ও বিষ্ণু অসুরদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের জয় করে তাদের বলেছিলেন আস আমরা বিভাগ করে নি। অসুরগন বলেছিল তাই হোক। তখন ইন্দ্র বলেছিলেন বিষ্ণু যেসবস্থান তিনবার পদবিক্ষেপে অধিকার করবেন তা আমাদের বাকিসব তোমাদের। তখন বিষ্ণু এক পাদে লোকসকলকে, দ্বিতীয় পাদে বেদসমূহকে ও তৃতীয় পাদে বাক্যকে অতিক্রম (অধিকার করে তার ও অধিক হয়ে রইলেন) করলেন।

তৈত্তীরিয় সংহিতায় ২-১/৩/১ বামন অবতারের কথা আছে। দেবাসুরা এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত স এতং বিষ্ণুর্বামনমপশ্যত ত স্বায়ৈ দেবতায়া আ'লভত ততো বৈ স ইমাল্লোকানভ্যজয় দ্বৈষ্ণবং বামনমা লভেত স্পর্ধমানো বিষ্ণুরেব ভূত্বেমাল্লোকানভি জয়তি বিষম আ লভেত বিষমা ইব হীমে লোকাঃ সমৃদ্ধয়া ইন্দ্রায় মন্যুমতে মনস্বতে ললাভৈ প্রাশৃঙ্গমা লভেত সংগ্রামে(১)

অনুবাদ:- একবার তিনলোকের আধিপত্য উপলক্ষ করে দেবতা ও অসুর দের মধ্যে যুদ্ধ হয়। বিষ্ণু কে বামন রূপে তারা দেখেন। বামনরূপী বিষ্ণু তিন লোকসকল জয় করেন।বিষ্ণুর তিন পদ স্বর্গ পৃথিবী ও বায়ুতে অবস্থিত।

মহাভারত শান্তিপর্ব মোক্ষধর্মে ৩৪১/৪৩ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর বিচক্রমনের কথা পাওয়া যায়।

ক্রমণাচ্চাপ্যহম পার্থ বিষ্ণুরিত্যাভিসংজ্ঞিতঃ pdf 3520

অতএব সিদ্ধান্ত:- বিষ্ণুর তিন পদ বিস্তার দ্বারা বেদে সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহন, মধ্যাকাশে বিচরন, অস্তাচলে গমন কে বর্ননা করা হয়েছে। তাই বিষ্ণু হলেন সূর্য এসব টীকাকার এর স্বকপোলকল্পিত। বিষ্ণুর ত্রিপাদ বিস্তার "বিচক্রম" অর্থে বামন অবতার বোঝায়

বিষ্ণুপুরানে বিষ্ণু র পরম পদ কি ও "ত্রেধা বিচক্রমে" ও "ত্রীনি বিচক্রমে" বলতে কি বোঝায় তা বলা হয়েছে।

উর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যাবস্থিতঃ।
এতবিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম।।
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংষতাত্মনাম।
স্থানং তৎ পরমং বিপ্রং পূণ্যপাপপরিক্ষয়ে।।
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষার্তিহেতবঃ।
যত্র গত্বা ন শোচন্ত তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম।।
ধর্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ।

তৎসাঙ্খেমৎপন্নযোগেহঙ্গস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম।।
যত্রো তমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম
ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম।। (বি.পু

ঘ) ঋগ্বেদে সূর্য ও বিষ্ণু পৃথক দেবতা বলে বর্ননা রয়েছে।

ঋগ্বেদের ১/৯০/৯ ঋক,
শং নো মিত্র শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা
শংন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ
সায়নভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- মিত্রা বরুন সূর্য ইন্দ্র বৃহস্পতি ও উরুক্রম বিষ্ণু আমাদের কল্যান বিধান করুন। এই মন্ত্রে (অর্যমা) সূর্য ও বিষ্ণু পৃথক দেবতা হিসাবে বলা হয়েছে। অর্যমা শব্দের অর্থ সায়ন ভাষ্যে অর্যমা অহোরাত্র বিভাগস্য কর্তা সূর্যঃ।(৯০সূক্তের ১ম ঋকের টীকা।)
এই মন্ত্রটি অথর্ববেদ১৯/৯/৬, যজুর্বেদ ৩৬/৯ এও পাওয়া যায়।
মারীচান কশ্যপাজ্ঞাতাস্তে দিত্যা দক্ষকন্যয়া
তত্র শক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ জজাতে পুনরেবচ
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা চ ভারত।
বিবস্বান সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ
অংশোভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ (হরিবংশে)
ঙ) **গীতা১৫/১২**
যদাদিত্যগতং তেজো....তত্তেজো বিদ্ধি মামকম
অনুবাদ:- সূর্যের যে তেজ তা কেবল আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ মাত্র বলে জানবে।

৪) বেদ এ বিষ্ণুতত্ত্বের কথা কোথায় আছে।

পন্ডিতেরা বলেন চার বেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল ঋগ্বেদ ও তার ১ম থেকো ৯ম মন্ডল ই সবচেয়ে প্রাচীন। ঋক বেদের প্রথম মন্ডলেই আমরা ভগবান বিষ্ণু র কথা পাই। বেদে র প্রথম মন্ডলের ২২তম সূক্তে ১৬ থেকে ২১ মন্ত্রে, এই মন্ত্র গুলি সামবেদের ২য় খন্ড, ৫ম সূক্ত বা ১৬৬৯ থেকে ১৬৭৪ মন্ত্রে ও আছে।
অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে
পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ/১৬
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম
সমূহমস্য পাংসুরে/১৭
ত্রীণি পদা র্বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য
অতো ধর্মাণি ধারয়ন/১৮
বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্যশে
ইন্দ্রাস্য যুজ্য সখাঃ/১৯
তদ বিষ্ণোঃ পরমম পদম সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম/২০
তদ্বিপ্রাসো বিপন্ববো জাগৃবাংস সমিন্ধতে
বিষ্ণোর্যতপরমংপদম/২১

৫) বেদ এ কোথায় বলা আছে পরমতত্ব বিষ্ণুতত্ব।

ক) ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্র১/১/১
ওঁ অগ্নির্বৈ দেবানাম অবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ

সায়ণভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ দেবতাদের মধ্যে অগ্নি অধম বা প্রথম। বিষ্ণু পরম অর্থাত উত্তম। এবং তাদের মধ্যবর্তী অন্য সমস্ত দেবতা।

সায়নাচার্য্যের টীকা- যোহয়মগ্নিঃ সর্বেষাং দেবানাং প্রথমঃ যশ্চ বিষ্ণুঃ সর্বেষামুত্তমঃ তাবুভৌ দেবানাং মধ্যে দীক্ষাখ্যস্য চ ব্রতস্য পালয়িতারৌ।
তৎ বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ, স দেবানাং শ্রেষ্ঠোহভবৎ। তস্মাদাহুঃ বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি (শব্দকল্পদ্রুমে অবম শব্দের অর্থ অধমঃ। নিন্দিতঃ।
অবতি অস্মাত আত্মানম অব রক্ষণাদৌ অবদ্যেতি সূত্রেণ অবতেঃ অমঃ প্রত্যয়ো নিপাতিতঃ)

খ) **তৈত্তীরিয় সংহিতা ৫/৫/১**
অগ্নিরঅবমো দেবানাং বিষ্ণুঃ পরমো

গ) **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১/১/৪**
বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতাঃ। অনুবাদ :-বিষ্ণু সর্বদেবময়

ঘ) **ঐ.ব্রা১/১/৫**
অগ্নিশ্চ হবৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ

ঐ.ব্রা ১/৩/৪
বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈযজ্ঞ স্বয়মেবৈনং
তদ্দেবতয়া স্বেন ছন্দসা সম্বর্দ্ধয়ত
বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যাক্তি বৈষ্ণব। যজ্ঞই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণু স্বয়ং এর স্বয়ং। তিনি স্বয়ংই স্বাধীনভাবে সেই পুরুষের(বৈষ্ণবের) বর্ধন করে থাকেন।

ঙ) **শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/১/১/৫**
যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ
যজ্ঞ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যই করা হয়। সকল যজ্ঞ মন্ত্র বিষ্ণুর স্তব কীর্তন।

চ) **শতপথ ব্রাহ্মণ ১ম কান্ড ১/২/১৩ মন্ত্র**
সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-যজ্ঞই বিষ্ণু। তিনি দেবগনের এখন এই যে শক্তি রহিয়াছে তার উদ্দেশ্যে পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি ভূস্থানকে প্রথম পদের দ্বারা, অন্তরীক্ষ কে দ্বিতীয় পদের দ্বারা, ও দ্যুস্থানকে শেষপদের দ্বারা পালন করিয়াছিলেন।
আবার শতপথ ব্রাহ্মণের ১ম কান্ড ৭ম প্রপাঠক ৪র্থ ব্রাহ্মণে:- তিনি যে বিষ্ণুক্রম নামক পদবিক্ষেপ করেছিলেন তার কারন এই যজ্ঞ রূপ বিষ্ণু দেবতাদের এখন যে শক্তি রয়েছে তার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপন করেছিলেন। তিনি ভূলোক কে প্রথম পদের দ্বারা, অন্তরীক্ষকে দ্বিতীয় পদের দ্বারা ও দ্যৌকে শেষ পদের দ্বারা পালন করেছিলেন।

ছ) যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ তৈত্তীরিয় সংহিতা ২/৬/৪, তৈত্তীরিয় সংহিতা ৭/৪/৪

গীতা ৯/২৪ অহম হি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা
অনুবাদ:- আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভূ।

গীতা ৫/২৯ ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্ব লোক মহেশ্বরং
অনুবাদ:- আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা সর্বলোকের মহেশ্বর....

মহাভারতে মোক্ষধর্মে বলা হয়েছে বিষ্ণু ই পরম দেবতা ও সকলের আদি।
কেন সৃষ্টং ইদম সর্বং জগত স্থাবর জঙ্গমম
প্রলয়ে চ কমভেতি তন্মে ব্রুহি পিতামহ ১৮১/১
নারায়ণ জগন্মূর্ত্তি অনন্তাত্মা সনাতনঃ ১৮১/১২
ঋষয়ো পিতরো দেবা মহাভূতানি ধাতবঃ
জঙ্গমাজঙ্গমঞ্চেদং জগন্নারায়ণোদ্ভবম। ২২৯ অনুবাক
অনুবাদ:-যুধিষ্ঠির ভীষ্ম দেবকে প্রশ্ন করলেন স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগত কার থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রলয়ে কার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়?
সনাতন নারায়ণ এই জগতের অন্তর্যামী অন্তরাত্মা এই জগত তারই মূর্তি।
ঋষিগন পিতৃগন দেব মহাভূতগন ধাতু স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগত নারায়ণ থেকে উদ্ভূত।
এতৌ দ্বৌ বিবুধশ্রেষ্ঠৌ প্রসাদক্রোধজৌ স্মৃতৌ
তদাদর্শিতপন্থানৌ সৃষ্টসংহারকারকৌ (মহাভারত মোক্ষধর্ম ১৬৯/১৯)
অনুবাদ:-এই দুইজন দিব্যপুরুষ (ব্রহ্মা ও রুদ্র) প্রসাদ ও ক্রোধ হতে উৎপন্ন। তাহার (বিষ্ণুর) প্রদর্শিত মার্গে তারা সৃষ্টি ও সংহার করে থাকেন।
এই মহাভারত বাক্যের তাৎপর্য্য নারায়ন ই ব্রহ্মা ও রুদ্রের অন্তরে থেকে তাদের দ্বারা সৃষ্টি সংহারাদি কার্য্য করিয়ে থাকেন।
জ) **ঋগ্বেদ ১/১৫৬/২** মন্ত্রে
য: পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমৎহজানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।
যঃ জাতম অস্য মহতঃ মহি ব্রবৎ সেদু শ্রবঃহভিঃ যুজ্যম চিদভ্যসৎ।।
সায়নভাষ্য অনুযায়ী অন্বয়:- যঃ=যো মর্ত্যঃ। পূর্ব্ব্যায় = নিত্যায়েত্যর্থঃ। বেধসে= বিবিধজগতকর্ত্রে। নবীয়সে= নিত্যনতুনায়। সুমজ্জানয়ে= স্বয়মেবোৎপন্নায় ,সুমৎ স্বয়মিত্যর্থঃ ইতি যাস্কঃ (নিরুক্ত ৬/২২)। বিষ্ণবে= উক্তগুনকায় বিষ্ণু। দদাশতি= হবিরাদিকং দদাতি। জাতম= হিরণ্যগর্ভাদি রূপং জন্ম। মহতঃ মহি= মহানুভাবস্য মহত পূজ্যং। ব্রবৎ=ক্রয়াৎ, সংকীর্ত্তয়েৎ। সেদু= সঃ +ইৎ+উম ইতি সোহপি দাতা স্তোতা চ। শ্রবঃহভিঃ=শ্রবোভিরন্নৈঃ কীর্তিভির্ব্বা।যুজ্যম= যুক্তঃ। চিদভ্যসৎ =সর্ব্বৈর্গন্তব্যমেব তৎ পদম আভিমুখ্যেন গচ্ছতি ,প্রাপ্নোতি।
সায়নভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- যে ব্যাক্তি প্রাচীন জগতসৃষ্টাদি কর্তৃ, নিত্য নবীন স্বয়ং উৎপন্ন বিষ্ণুকে হবি প্রদান করে। যে ব্যাক্তি মহানুভব বিষ্ণুর কথা বর্ননা করে সে (বিষ্ণু লোকে) সমীপে স্থান লাভ করে।
এই শ্লোকে স্পষ্ট যে বিষ্ণুই স্বয়ং উৎপন্ন কারোর দ্বারা সৃষ্ট নন, সকলের আদি এবং তার ধাম লাভের জন্য উপদেশ করা হচ্ছে।
ঝ) **ঋগ্বেদ ১০/৮২/৬**
তমিদগর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন বিশ্বানি ভুবনানি তস্থূঃ
অনুবাদ:- সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হয়েছিল তাতে সমস্ত ব্রহ্মান্ড অবস্থিত আছে। ইহাই জলগন আপন গর্ভ স্বরূপ ধারন করেছিল। দেবগন এখানেই বসবাস করেন।

ব্রহ্মান্ডের স্রষ্টা পুরুষ যাকে বিশ্বকর্মা পুরুষ বলা হয়েছে তার নাভিতে সমস্ত ব্রহ্মান্ড স্থাপিত বলতে বিষ্ণু কেই সেই জন্মরহিত পুরুষ বোঝাচ্ছে।

মহাভারতে মোক্ষধর্মে ভীষ্মবাক্যে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে

অজস্য নাভাব অধ্যেকম যস্মিন বিশ্বম প্রতিষ্ঠিতম
পুষ্করম পুষ্করাক্ষস্য তস্মৈ পদ্মাত্মনে নমঃ

অনুবাদ:–আমি সেই পদ্মের বন্দনা করি যা জন্মরহিত পদ্মলোচন ভগবানের নাভি থেকে জাত, যাতে সমস্ত ত্রিভূবন অবস্থিত।

ঞ) **শুক্ল যজুর্বেদ** ৩১ **অধ্যায়**.২২ **মন্ত্র।** ৩১ অধ্যায়ে পুরুষ সূক্তের মন্ত্র রয়েছে, বিরাট পুরুষ থেকে সমস্ত জগত ও জীবসমূহের উৎপত্তি ইত্যাদি বলে শেষ শ্লোকে বিরাট পুরুষের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে ইনিই বিষ্ণু। ২২ মন্ত্রে

শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চতে পত্নৌ অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিণৌ ব্যাত্তম। ইষ্ণন্নিষাপমুং ম ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ।

অনুবাদ: শ্রী ও লক্ষ্মী সেই বিরাট পুরুষের পত্নী, দিনরাত তার পার্শ্বস্থানীয়, নক্ষত্রগুলি তোমার রূপ, দ্যাবাপৃথিবী তোমার মুখ সদৃশ, পরলোকে আমাদের ইষ্ট হোক, আমরা যেন সর্বলোকাত্মক (মুক্ত) হই।

অথর্ববেদ ৭ম কান্ড ৩য় অনুবাক ১ম সূক্ত ৪–৬ মন্ত্র

বিষ্ণোর্নু কং প্রা বোচং বীর্যাণি যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ। ৪

প্র তদ বিষ্ণু স্তবতে বীর্যাণি মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগভ্যাং পরস্যাঃ। ৫

যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষয়ন্তি ভূবনানি বিশ্বা
উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি। ৬

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ– বিষ্ণু র বীরকর্মের কথা বলছি যিনি পৃথিব্যাদি লোকসকল অথবা পার্থিব অগ্নি বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপ জ্যোতি নির্মান করেছেন। যিনি পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে পাদবিক্ষেপ করে স্বর্গলোককে ধারণ করেছেন। যিনি মহাত্মা গনের দ্বারা স্তূত সেই বিষ্ণুর বীর্য্য বলছি। যে মহানুভব বিষ্ণুর বীরকর্ম লক্ষ্য করে স্তূতি করা হচ্ছে, যিনি সিংহের মত ভয়ঙ্কর ভূমিতে ও পর্বতে সঞ্চরণশীল, সে বিষ্ণু অতিদূরদেশ হতেও আসুক। যার বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপস্থানে সকল প্রানী অবস্থিত(প্রথম বিক্রমে পার্থিব, দ্বিতীয়ে অন্তরীক্ষবাসী ও তৃতীয়ে দিব্য প্রাণীসকল বাস করছে)

শতপথ ১ম কান্ড/২য় অধ্যায়/৫ম ব্রাহ্মণ ও তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মণে ৩/২/৯/৭

ঋগ্বেদ ৬মন্ডল ৪৯ সূক্ত ১৩

রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:– যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর জন্য ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা পার্থিব লোক সকল নির্মান করেছিলেন। সেই বিষ্ণু কর্তৃক প্রদত্ত পার্থিব লোকে বাস করে আমরা যেন ধন দেহ ও পুত্র দ্বারা আনন্দ অনুভব করি।

ট) **ঋগ্বেদ ৭/১০১/৫**

প্রততে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্য্যঃ শংসামি বয়ূনানি বিদ্বান
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে।।

সায়ন ভাষ্য:- হে শিপিবিষ্ট রশ্মিভিরাবিষ্ট বিষ্ণো তে তব তৎ প্রসিদ্ধং বিষ্ণুরিতি প্রখ্যাতং নাম। অর্য্যঃ স্বামী স্তুতিনাং হবিষাং বা। তথা বয়ুনানি জ্ঞাতব্যান্যর্থজাতানি বিদ্বান জানন্নতং অদ্যেদানীং প্রশংসামি। প্রকর্ষেণ স্তৌমি।।তবলং প্রবৃদ্ধং তং ত্বা ত্বাং বিষ্ণুং অতব্যান অতবীয়ান অবৃদ্ধতরোহহং গৃণামি স্তৌমি। কীদৃশং অস্য রজসো লোকস্য পরাকে দূরদেশে ক্ষয়ন্তং নিবলন্তম।

অনুবাদ:- হে শিপিবিষ্ট আজ আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হয়ে তোমার সেই প্রসিদ্ধ নাম কীর্তন করব। তুমি প্রবৃদ্ধ ও আমরা অবৃদ্ধ হলেও তোমার স্তুতি করব যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর। (বিরজা অতিক্রম করে পরব্যোমে বৈকুন্ঠে বিষ্ণু র স্থান এরকম পুরানে ও বর্ননা পাওয়া যায়। বিরজা শব্দের অর্থ রজ তম গুনের উর্দ্ধে)

কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎ প্রযদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি। ৭/১০০/৬ অনুবাদ :- হে বিষ্ণু এই শিপিবিষ্ট নাম আপনি গ্রহন করুন।

বষট তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যং ৭/১০০/৭ অনুবাদ:- হে বিষ্ণু তোমার উদ্দেশ্যে বষটকার করিতেছি, হে শিপিবিষ্ট আমার সেই হব্য সেবা কর।

শিপিবিষ্ট নামের কারন মহাভারতে শান্তিপর্বে ৩৪২/৭১ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শিপিবিষ্টেতি চাখ্যায়ং হনিরোমা চ যো ভবেত।

তেনাবিষ্টং তু যত্কিঞ্চিচ্ছিপিবিষ্টেতি চ স্মৃতঃ

অনুবাদ:- আমি শিপি অর্থাৎ তেজ প্রকাশ করে সমস্ত পদার্থে প্রবেশকরি তাই আমার নাম শিপিবিষ্ট হয়েছে।

ব্রহ্মান্ডে সমস্ত কিছুতে অবস্থিত, বেদ এ বর্নিত, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুই। সকলের অন্তর্যামী বলে তার নাম শিপিবিষ্ট।আবার বিরাটপুরুষরূপে বিষ্ণুতেই সমস্ত ব্রহ্মান্ড অবস্থান করে তাই তিনিই পরব্রহ্ম

৫) **পুরুষসূক্তে পুরুষ কে?**

পুরুষসূক্ত সকলবেদ এ রয়েছে ঋকবেদ এ ১০ম মন্ডলের ৯০ সূক্ত, শুক্ল যজুর্বেদের ৩১ অধ্যায়, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরন্যকে ৩/১২/১৩, সামবেদের ৬/৪ ও অথর্ববেদের ১৯/৬। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ত।

পুরুষ সূক্তের পুরুষ হলেন ভগবান বিষ্ণু। তা এই শ্লোক গুলিতে বলা হয়েছে

ত্রিপাৎ উর্দ্ধং উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্যেহানবৎ পুনঃ

ততো ব্যাক্রামৎ সাশনানশনে অভি।। ঋক১০/৯০/৪, যজু ৩১/৪

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ :- ত্রিপাদ পুরুষ উর্দ্ধে অর্থাৎ পরব্যোমে থাকলেও এক অংশের দ্বারা সর্বত্র চেতন ও অচেতন বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

"ত্রিপাদ বিস্তার কারী" ও "উরুক্রম" এই শব্দ ঋগ্বেদে বিষ্ণু কে বোঝাতে ব্যাবহার করা হয় তা বহু মন্ত্রে দেখানো হয়েছে । যেমন ১৫৪ সূক্তের ২য় মন্ত্রে দেখি বিষ্ণুর ত্রিপাদেই সমস্ত জগত অবস্থিত। তাই বিষ্ণু ই পুরুষ সূক্তের পরম পুরুষ পরবর্তী মন্ত্র গুলিতে বলা হয়েছে তারদ্বারাই জগত ব্রহ্মান্ড চতুর্দশ ভুবন, কাল বর্ষ মাস ঋতু দেবতা পশুও মনুষ্যগন বেদ, গায়ত্রী, ছন্দ, বর্নাশ্রম ধর্ম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অতএব বেদ এ পরমতত্ব একজনই বিষ্ণু।

শ্রীমদভাগবতম এই মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করেছে

বিক্রমো ভূর্ভূবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ

সর্ব্বকাম বরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম ভাঃ২/৬/৭
সেই পুরুষের পাদবিক্ষেপ ভূর্লোক, ভূবর্লোক ও স্বর্লোকের আশ্রয়। সেই হরির চরণ, কল্যাণ শরণ সর্ব্ববিধ কাম ও সকল প্রকার বরণের আশ্রয় স্থল।
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যা সন্তি দেবাঃ ১০/৯০/১৬
সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। উহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতারা আছেন মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গলোক প্রতিষ্ঠা করলেন।
মন্ত্রব্যাখ্যা:- দেবগন যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ কে পূজা করেছিলেন। বেদ এ বলা হয়েছে যজ্ঞপুরুষ হলেন বিষ্ণু। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু (তৈত্তীরিয় সংহিতা ১/৭/৪/৪) অতএব পুরুষ সূক্তে এই পুরুষ হলেন বিষ্ণু।
শ্রীমদভাগবতমে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে
যদাহস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ
নাবিদংযজ্ঞসম্ভারান পুরুষাবয়বানৃতে।। ২/৬/২৩
অনুবাদ:-হে নারদ যখন আমি সেই বিরাট পুরুষের নাভিকমল থেকে উৎপন্ন হলাম তখন সেই পুরুষের অবয়ব ভিন্ন আর পৃথক যজ্ঞ সম্ভার দেখতে পেলাম না।
তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনষ্পতয়ঃ কুশাঃ
ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ।। ২৪
অনুবাদ:- তখন যজ্ঞীয় পশু, যূপ, কুশ, যজ্ঞভূমি, এবং বহুগুনান্বিত বসন্তাদিকাল এই সকল নিত্যসিদ্ধ যজ্ঞসম্ভার সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা সম্পাদন করলাম।
ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়ৈবরহম
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম।। ২৮
অনুবাদ:- এইরূপে সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা যজ্ঞসম্ভার সম্পাদন করে তার দ্বারাই আমি যজ্ঞেশ্বর পুরুষের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছি।
শুক্ল যজুর্বেদে ও এই পুরুষসূক্ত আছে সেখানে ৩১/২২ মন্ত্রে "শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চতে পত্নৌ" বলা হয়েছে অনুবাদ:- শ্রী ও লক্ষ্মী যার পত্নী। ইহা বিষ্ণু কেই নির্দেশ করে।
৬) **ঋগ্বেদে বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব নিরুপন করে, বিষ্ণুর সেই পরমপদ ই সম্বন্ধ তত্ত্ব ১/২২/২০ ইত্যাদি মন্ত্রে বলে তারপর প্রয়োজন ও অভিধেয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে।**
ক) যথা **ঋগ্বেদে প্রয়োজন তত্ত্ব**
তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ১/১৫৪/৫
সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-দেবাকাঙ্খী মনুষ্যগন যে প্রিয় পথ প্রাপ্ত হয়ে হৃষ্ট হন। আমি সেই পথ যেন প্রাপ্ত হই। উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস। তিনি প্রকৃতই বন্ধু।
মাধবো মধুঃ মহাভারতে অনুশাসন পর্ব ১৪৯/৩১
১/৭৫/৫ ঋকমন্ত্রে সাধনার লক্ষ্য বলাহয়েছে
প্রিয়, ঋত(সত্য), বৃহৎ। তাই বিষ্ণুতত্ত্ব ই ভক্তির বিষয়
খ) **ঋগ্বেদে অভিধেয় তত্ত্ব বা সাধন সম্পর্কে** বলা হয়েছে
বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈযজ্ঞ স্বয়মেবৈনং

তদ্দেবতয়া স্বেন চ্ছন্দসা সম্বর্দ্ধয়ত ঐ.ব্রা ১/৩/৪
২ অষ্টক ২ অধ্যায় ২৬
বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যাক্তি বৈষ্ণব। যজ্ঞই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণু স্বয়ং এর স্বয়ং। তিনি স্বয়ংই স্বাধীনভাবে সেই পুরুষের(বৈষ্ণবের) বর্ধন করে থাকেন।
শতপথ ব্রাহ্মণে স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেমণা হরিং ভজেৎ। ভক্তিসন্দর্ভে ২৩৪ অনুচ্ছেদ ধৃত শতপথব্রাহ্মণ মন্ত্র
জীবগোস্বামী কৃত ব্যাখ্যা:- প্রেমণা প্রীতিমাত্রকামনয়া যদাত্মহিতং তস্মৈ ইত্যর্থঃ।
অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন মনুষ্যের আত্মমঙ্গল ভগবানের প্রীতিমাত্র কামনায় তার জন্য প্রেমের সাথে শ্রীহরিকে ভজনা করবেন।

ঋগ্বেদ ১মন্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩ মন্ত্র

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদবিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে

সায়ন ভাষ্যের অনুবাদ হে স্তোতৃগন তোমরা সেই বিষ্ণু কে যতটুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদিদ্বারা তাকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনি যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্বাগ্রে জল সৃষ্টি করেছেন। তার অনুগ্রহ হলেই তার স্তুতি করতে পারা যায়। তার নামই সকলের উপাস্য ও জ্যোতির্ময় সেই নামকে সকলপ্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় জেনে তার উচ্চারন করতে থাক। হে বিষ্ণো এভাবে তোমার নাম করতে করতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপ সাক্ষাতকার রূপ সুমতি লাভ করতে সমর্থ হব।

ভগবতসন্দর্ভে শ্রীলজীবগোস্বামীপাদ কৃত এই মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা:- হে বিষ্ণো। তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপম, মহঃস্বপ্রকাশরূপম, তস্মাৎ অস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তঃ, ন তু সম্যক উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ। তথাপি বিবক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। ৪৬ অনুচ্ছেদ।
অনুবাদ:- হে বিষ্ণো তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ এবং সেজন্য তা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ। সেই নামের ঈষৎ মহিমা জেনেও অর্থাৎ উচ্চারণাদির মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জেনেও যদি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করা হয় তবে তোমার বিদ্যা বা সাক্ষাতকার লাভ করতে সমর্থ হব।

ঋগ্বেদ ৭/১০০/৩ ও তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মণে ২/৪/৩/৫ ভগবানের নাম মাহাত্ম্য বলা হয়েছে

ঋগ্বেদ ৭ম মন্ডল ১০০ সূক্ত ৩য় মন্ত্র
ত্রির্দেব পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।
প্রবিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীযান ত্বেষাং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম।।

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-স্বমহিমায় লোকত্রয় কে যে বিষ্ণু পরিব্যাপ্ত করেছেন, যিনি প্রাচীনদেরও প্রাচীন, সেই বিষ্ণু কে সকলের প্রভূ রূপে ও তার নাম কে জ্যোতির্ময় রূপে বলা হয়েছে।

রুদ্রতত্ত্ব

১) ঋগ্বেদে রুদ্রের উদ্দেশ্যে তিনটি সূক্ত আছে। ১ম মন্ডলে ১১৪ সূক্ত, ও ৪৩ সূক্ত ২য় মন্ডলে ৩৩সূক্ত, ৭ম মন্ডলে ৪৬ সূক্ত ও অপর কিছু সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রে বর্ননা আছে। ১/২৭/১০, ২/১/৬, ৩/২/৫, ৮/৭২/৩

বেদ এ রুদ্রের জন্মের কথা আছে। ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে রুদ্রের উৎপত্তি হয়েছিল। তাই রুদ্র পরমব্রহ্ম হতে পারেন না। বেদ এ কোথাও রুদ্র কে ত্রিভূবনের পিতা এরকম বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে তিনি এই জড় জগতের পিতা। তিনি সমস্ত ব্রহ্মান্ডের স্রস্টা নন। না হলে অন্য শ্রুতি বাক্যের সাথে মিল থাকেনা।

শৈব মতবাদীরা বলে শিব বা একজন পরাশিব আছেন। রুদ্র তার অবতার। সেই রুদ্রের জন্মের কথা বেদ এ আছে। বা তারা বলে বেদ এ রুদ্রের জন্ম বলতে একাদশ রুদ্রের জন্মের কথা বলা হয়েছে।

২) **একাদশ রুদ্র**

ঋগ্বেদে রুদ্র হলেন সংহারের দেবতা, তার এই সংহার কাজে সহায়তা করে রুদ্ররা। এই রুদ্ররা রুদ্রের অনুচর। রুদ্রের দ্বারা পৃশ্নি গর্ভে রুদ্র গনের জন্ম হয়। আবার কোথাও বলা হয়েছে রুদ্রের থেকে রুদ্ররা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের রুদ্রাঃ বলে বলা হয়েছে। পৃশ্নি হল গোমাতা সুরভী। মরুতগন কেও পৃশ্নি ও রুদ্রের সন্তান বলা হয়েছে। কখনো মরুত দের ও রুদ্রীয় বা রুদ্রাঃ বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদ ১/২৩/১০

সমস্ত মরুত দেবগন কে সোমপানের জন্য আহ্বান করি তারা উগ্র ও পৃশ্নির সন্তান।

ঋক ২/৩৪/২

হে সুবর্নবক্ষ মরুতগন যেহেতু সেচনসমর্থ রুদ্র পৃশ্নির র নির্ম্মল উদরে তোমাদের উৎপন্ন করেছে।

ঋক ২/৩৪/১০

হে মরুতগন তোমরা যখন পৃশ্নির উধঃ দোহন করেছিলে...

একাদশ রুদ্রেরা ও মরুতেরা পৃথক দেবতা।

ঋক ২/৩৪/৯

যো নো মরুতো বৃকতাতি মর্ত্যো রিপুর্দধে বসবো রক্ষতারিষঃ
বর্ত্তয়ত তপুষা চক্রিয়াভি তমব রুদ্রা অশসো হন্তনা বধঃ

হে মরুতগন যে মনুষ্য বৃকের ন্যায় আমাদের শত্রুতাচরন করে সেই হিংসকের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে বসুগন তোমরা তাকে তাপপ্রদ চক্র দ্বারা বন্দী কর। হে রুদ্রগন তোমরা তার অস্ত্রসকল দূরে নিক্ষেপ কর।

এই শ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে একাদশ রুদ্র ও মরুত রা পৃথক দেবতা।

এই শ্লোকের সায়নভাষ্যে রুদ্রাঃ শব্দের অর্থ সায়ন রুদ্রপুত্রাঃ বলেছেন।

ভাগবতমে ৩/১২/১৬ তে রুদ্রের থেকে রুদ্রদের সৃষ্টি বর্ননা আছে।

একাদশ রুদ্র দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন পুরানে বিভিন্ন কল্পের কথা বলা আছে।

হরিবংশে কশ্যপ ও সুরভীর পুত্র একাদশ রুদ্র।

বামনপুরানে একাদশ রুদ্র রা হল কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। ও রুদ্রের অনুচর। মরুৎরা দিতির পুত্র। ও ইন্দ্রের অনুচর

রামায়ণে কশ্যপ অদিতির ৩৩ জন পুত্র ১২জন আদিত্য, ৮জন বসু, ১১ জন রুদ্র ২ জন অশ্বিনী
মৎস্য পুরাণে গোমাতা সুরভী ও ব্রহ্মার পুত্র একাদশ রুদ্র।
মহাভারতে আদিপর্বে
বিষ্ণু পুরানে ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে রুদ্র জন্ম নিয়েছিল ১/৭/১০
ভ্রুকূটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ
সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ।।১০
অর্দ্ধনারীবপুঃ প্রচন্ডোহতিশরীরবান
বিভজাত্মানমিত্যুকিত্বা তৎ ব্রহ্মান্তর্দধে ততঃ।।১১
ব্রহ্মার পুত্রেরা প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলোক্যদহনক্ষম মহা ক্রোধ উৎপন্ন হল। হে মহামুনে সেইসময় ত্রিলোক তার ক্রোধসমুদ্ভূত জ্বালামালায় বিদীপিত হয়ে উঠল। তাহার ক্রোধদীপ্ত ভ্রুকুটি কুটিল ললাট হইতে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি প্রভ অর্দ্ধনারীবপু অতি শরীরবান প্রচন্ড রুদ্র উৎপন্ন হলেন।
শ্রীমদভাগবতম দক্ষকন্যা সরূপা ও ভূতের পুত্র একাদশ রুদ্ররা ৬ষ্ঠ স্কন্দ ৬ষ্ঠঅধ্যায় ১৭-১৮ শ্লোক
যাই হোক সব পুরানেই বলা আছে রুদ্র রা রুদ্র কে সহায়তা করে প্রলয়ের সময়। শিব বা রুদ্র হলেন এই একাদশ রুদ্রের অধিপতি।

৩) ঋগ্বেদ এ রুদ্র

এবারে রুদ্রের সম্পর্কে কি বলা আছে দেখা যাক। তিনি সহজেই ক্রুদ্ধ হয়ে যান, তার ধনুকে (পিণাক শিবের ধনুক) বান যোজনা করে প্রানী জগত সংহার করে থাকেন(৭/৪৬/৩)। রুদ্র ভুবনের পিতা ।
ঋগ্বেদ ৬/৪৯/১০
ভূবনস্য পিতরং গীর্ভিরাভী রুদ্রং দিবা বর্ধয়া রুদ্রমক্তৌ
ইংতমৃষ্বমজরং সুষুম্নমৃধঙ্গুবেম কবিনেষিতাসঃ
সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-হে স্তবকারী তুমি দিবাভাগে এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা **ভুবনের পিতা** রুদ্রকে বর্ধিত কর। তুমি রাত্রি কালে রুদ্রের সংবর্ধনা কর আমরা দূরদর্শী রুদ্রকর্তৃক প্রেরিত হয়ে মহান, মনোজ্ঞ, জরারহিত, সুখসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমূলক সেই রুদ্রকে আহ্বান করছি।

৪) **শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতায় ষোড়শ অধ্যায় রুদ্রাধ্যায়** নামে পরিচিত। এই অধ্যায়ই শিব পরত্ববাদ ও শৈবধর্মের উৎপত্তির জন্য মূল। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি যজুর্বেদের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই ভাগ কেন হল। ব্যাসদেব তার শিষ্যদের সহায়তায় বিক্ষিপ্ত থাকা বেদ মন্ত্র গুলি সংকলন করেছিলেন। বৈশম্পায়ন কৃষ্ণ যজুর্বেদ, জৈমিনি সামবেদ, পৈল ঋগ্বেদ, সুমন্ত অথর্ব্ব বেদ সঙ্কলনে ব্যাসদেবের সহায়তা করেন। ব্যাসের শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর বিরোধিতা করে শুক্লযজুর্বেদ সঙ্কলন করেন।এসম্পর্কে একটি কাহিনী পুরানে আছে একবার মেরু পর্বতে সমস্ত ঋষিদের সভা ছিল। শাস্ত্রার্থ করতে সেই সভায় বৈশম্পায়নের যাওয়ার কথা ছিল বিশেষ কারন বশত তিনি যেতে না পারায় তার শিষ্যদের মধ্যে কোনো একজন কে যেতে বলেন। তার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলে আপনার

শিষ্যদের মধ্যে আমিই একমাত্র ব্রহ্মবিদ আমিই ঋষিদের সভায় যাওয়ার যোগ্য অন্য কারো এমনকিছু বিদ্যা বা তপপ্রভাব নেই। বৈশম্পায়ন তার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের গর্বিত বচনে বিরক্ত হয়ে তার প্রদত্ত ব্রহ্মবিদ্যা ফেরত দিতে বলেন যাজ্ঞবল্ক্য বেদবিদ্যা বমন করে দিয়ে চলে যান। বৈশম্পায়নের অন্য শিষ্যরা তিত্তিরি পক্ষী রূপে সেই বমিত বিদ্যা খেয়ে নেন। তাই তার রচিত সংহিতা তৈত্তীরিয় সংহিতা এদিকে বেদবিদ্যা হীন যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক করেন নিজেই বেদ শিখে নেবেন। তিনি সূর্যদেবের স্তব করতে লাগলে সূর্যদেব বাজী রূপে এসে তাকে বেদ জ্ঞান দান করেন। তাই তার রচিত যজুর্বেদসংহিতা বাজসনেয় সংহিতা নামে পরিচিত। যাজ্ঞবল্ক্য রচিত যজুর্বেদ শুক্ল নামে পরিচিত। কৃষ্ণ যজুর্বেদ পঠনপাঠন দক্ষিনভারতে, ও শুক্লযজুর্বেদী ব্রাহ্মণ উত্তরভারত, নেপালে বিশেষ প্রচলিত।
রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রের শম্ভূ নীলকন্ঠ শংকর শিব প্রভৃতি নাম রয়েছে।
৪১ মন্ত্র নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায়চ শিবতরায়চ
২৮ মন্ত্র নমো নীলগ্রীবায় চ শিতিকন্ঠায় চ
২৯ মন্ত্র নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ
২৯ মন্ত্র নমো গিরিশায় চ শিপিবিষ্টায় চ
৩৯ মন্ত্র নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ
৪০ মন্ত্র নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ
৪০ মন্ত্র নমঃ উগ্রায় চ ভীমায় চ
রুদ্রাধ্যায়ে বলা আছে রুদ্র গুপ্তচোর দের পালক, প্রতারক বঞ্চনাকারী, যারা লোকদের মেরে চুরি করে, যারা ধান অপহরণ করে, ক্ষেত্র গৃহ অপহরন করে তাদের পালক। অর্থাৎ রুদ্র দোষী অপরাধী সকলেরই পালক, পুরানেও দেখা যায় রাবন বানাসুর এরা শিবের তপস্যা করে বর পেয়েছিল।

৫) রুদ্র ও শিব

ঋগ্বেদ ১০/৯২/৯
স্তোমং বো অদ্য **রুদ্রায়** শিক্বলে ক্ষয়দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন
যেভিঃ **শিবঃ** স্ববাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভিঃ
সেই রুদ্রকে নমস্কার ও স্তব অর্পণ কর যিনি শত্রুদের ক্ষয় করেন। যিনি অশ্বারূঢ় মরুতগন কে সহায় পেয়ে আকাশ থেকে জল সেচন করেন। সেই শিব বা সেই মঙ্গলময় রুদ্র কে নমস্কার ও আপন যশ বিস্তার করেন।
সায়ন ভাষ্যে শিবঃ শব্দে সুখকর পরমেশ্বর এই অর্থ করেছেন।
ঋগ্বেদে ১০/৯২/৯ ও তৈত্তীরিয় সংহিতায় ৪/৫/১ রুদ্র কে মঙ্গলময় অর্থে শিব বলা হয়েছে।
এখন কেউ যদি বলে যে রুদ্র শিবের অংশ যার সৃষ্টি বিনাশ আছে কিন্তু শিব সর্বোত্তম যার থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র তৈরী হয়। তাহলে সেই শিবের কথা বেদ এ কোথায় আছে? বরং রুদ্রের মঙ্গলময় রূপ শিবের কথাই দেখা যায়।

৬) স জাত এবারোদীৎ তদরুদ্রস্য রুদ্রত্বম **(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)** তিনি জন্মেই কান্না করেছিলেন তাই তার নাম রুদ্র। অতএব রুদ্রের জন্ম সৃষ্টি আছে।

৭) বিষ্ণু রুদ্রের আত্মা রুপে অবস্থিত হয়ে রুদ্রকে রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেছেন। ঋগ্বেদ ৭/৪০/৫

অস্য দেবস্য মীড় হুষো বয়া বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথেহবির্ভি
বিদে হি রুদ্রো রুদ্রীয়ং মহিত্বং যাসিস্টং বর্ত্তিরশ্বিনাবিরাবৎ।।

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-অন্যদেবগন যজ্ঞে হবীদ্বারা প্রাপনীয়, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখাস্বরুপ। (বিষ্ণুই) রুদ্রকে রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেন। হে অশ্বীদ্বয় তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে আগমন কর।

সায়নভাষ্য অনুযায়ী অন্বয়: রুদ্রো= রুদ্রদেব। রুদ্রীয়= রুদ্রসম্বন্ধী সুখং। মহিত্বং= মহত্বং।

সায়ন ভাষ্য: প্রভৃণে হবির্ভির্হবীরুপৈরশ্নৈরেষস্য প্রাপণীয়স্য মীহুষঃ কামানাং সেক্তুঃ। বিষ্ণোঃ সর্ব্বদ্বাত্মকস্য অস্য দেবস্য বিষ্ণুঃ সর্ব্বাদেবতা ইতি শ্রুতেঃ। অন্যেদেবাঃ বয়া শাখাইব ভবন্তি রুদ্রোদেবঃ রুদ্রিয়ং রুদ্রসম্বন্ধি সুখং মহিত্বং মহত্বং চ বিদেহি অস্মান প্রাপয়তি খলু অপিচ হে অশ্বিনৌ দেবৌ যুবাং ইরাবৎ হবির্লক্ষণান্নযুক্তং বর্ত্তিরস্মদীয়ং গৃহং যালিষ্টং অযাসিষ্টং আগচ্ছতং।।

অথর্বশিরোপনিষদে ২য় মন্ত্রে শিব তার সর্বৈশ্বর্য্যতার কারন বলেছেন। পরে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহাভারতে কর্ণ পর্ব ৩৫/৫০
বিষ্ণুরাত্মা ভগবতো ভবস্যাঅমিততেজসঃ
তস্যাদ্ধনুর্জ্যাসংস্পর্শং স বিষেহে মহেশ্বরঃ

অনুবাদ:- অমিততেজা ভগবান রুদ্রের মধ্যে আত্মারূপে বিষ্ণু অবস্থিত সেই জন্য তিনি ধনুকের জ্যা সংস্পর্শ সহ্য করতে পেরে ছিলেন।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম১৭৯/৪ ব্রহ্মা রুদ্র সংবাদে রুদ্রের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য
তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহি সংজ্ঞিতাঃ
অণ্যেষাং চ দেহিণাং পরমেশ্বরো নারায়ণঃ অন্তরাত্মতয়াবস্থিতঃ

অনুবাদ:-তোমার আমার এবং অপরাঅপর যে সব দেহধারী আছেন তাদের অন্তরাত্মা রুপে পরমেশ্বর নারায়ণ অবস্থিত আছেন।

৬) **শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মন ৬ষষ্ঠ কান্ডে ১/৩/৭-১৪** মন্ত্রে রুদ্রের জন্মের কাহিনী আছে। রুদ্রকে উষা প্রজাপতির সন্তান বলা হয়েছে। একবার প্রজাপতি সন্তান লাভের জন্য এক বছর ধরে যজ্ঞ করেন। ও তার কন্যা উষার গর্ভে বীজ ফেলেন। তা থেকে এক কুমারের জন্ম হয়। জন্মেই যে তীব্র শব্দ করে কেঁদে ওঠে। তাকে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করেন হে কুমার তুমি কাঁদছ কেন। কুমার বলে আমি অনপহতপাপ্মা আমার পরিচয় প্রদান করুন। তবে পাপ দূর হবে। প্রজাপতি একে একে আটটি নাম দেন। যথা রুদ্র, উগ্র সর্ব ভব মহাদেব পশুপতি ঈশান অশানি। অশানি বাদে রুদ্রের এই সাতটি নাম অথর্ববেদেও আছে।

অভূদ্বা'ইয়ং প্রতিষ্টেতি তদ্ভূমিরভবত তামপ্রথয়ত প্তা পৃথিব্যভবত। তস্যামস্যাং প্রতিষ্টায়াং ভূতানি চ, ভূতানাংচ পতিঃ সম্বত্সরায়াদীক্ষন্ত। ভূতানাং পতির্গৃহপতিরাসীক, ঊষাঃ পত্নী।। ৭
তদ যানি তানি ভূতানি ঋতবস্তে। অথ যঃ স ভূতানাং পতি সম্বত্সরঃ সঃ। অথ যা সোপাঃ পত্নী ঔপসী সা। তানীমানি ভূতানি চ, ভূতানাং চ পতিঃ সম্বত্সর'উপসি রেতো'সিন্চন। স সংবত্সরে কুমারো'জায়ত। সো'রোদীত।। ৮
তং প্রজাপতিরব্রবীত কুমার! কিং রোদিষি। যচ্ছূমান্তপসো'ধিজাতো'সীতি। সো'ব্রবীত্ অন'পহতপাপ্মা বা'অস্মি অহিতনামা। নাম মে ধেহীতি। তস্মাত্পুত্রস্য জাতস্য নাম কুর্যাত। পাপ্মানমেবাস্য তদপহান্তি। অপি দ্বিতীয়ম, অপি তৃতীয়ম। অভিপূর্বমেবাস্য তত্ পাপ্মানমপহন্তি।। ৯
তমব্রবীত্ রুদ্রো'সীতি। তদ যদস্য তন্নামাকরোত্ অগ্নিস্তদ্রূপমভবত্। অগ্নির্বৈ রুদ্রঃ। যদরোদীত্ তস্মাদ্রুদ্রঃ। সো'ব্রবীত্ জ্যায়ান্বা'অতো'স্মি। ধেহ্যেব মে নামেতি।। ১০
তমব্রবীত্ সর্বো'সীতি। তদ যদস্য তন্নামাকরোত্ আপস্তদ্রূপমভবত্। আপোবৈ সর্বঃ। অদ্ভ্যোহীদং সর্ব জায়তে। সো'ব্রবীত্ জ্যায়ান্বা'অতো'স্মি। ধেহ্যেব মে নামেতি।। ১১
তমব্রবীত্ পশুপতিরসীতি। তদ যদস্য তন্নামাকরোত্ ওষধযস্তদ্রূপমভবন্। ঔষধয়ো বৈ পশু, পতিঃ। তস্মাদ্যদা পশব ঔষধির্লভন্তে অথ পতীয়ন্তি। সো'ব্রবীত্ জ্যায়ান্বা'অতো'স্মি। ধেহ্যেব মে নামেতি।। ১২
তমব্রবীত্ উগ্র'সী। তদ যদস্য তন্নামাকরোত্ বায়ুস্তদ্রূপমভবদ্। বায়ুর্বা'উগ্রঃ। তস্মাদ্যদা বলবদ্রানি উগ্রো বাতীত্যাহুঃ। সো'ব্রবীত্ জ্যায়ান্বা'অতো'স্মি। ধেহ্যেব মে নামেতি।। ১৩
তমব্রবীত্ অশানিরসীতি। তদ যদস্য তন্নামাকরোদ্। বিদ্যুন্তদ্রূপমভবত্। বিদ্যুদ্রা'অশনিঃ। তস্মাদ্যং বিদ্যুদ্রান্তি অশনিরবধীদিত্যাহুঃ। সো'ব্রবীত্ জ্যায়ান্বা'অতো'স্মি। ধেহ্যেব মে নামেতি।। ১৪
এখন কেউ বলতে পারে রুদ্র অজ, জন্মরহিত, কোনো কল্পে রুদ্র এরকম প্রজাপতি থেকে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু এই একই কাহিনী ঋগ্বেদের কৌষিতকী বা সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মনে ও আছে। পুরানের মধ্যে ভাগবতম ৩/১২/১-২০ মার্কন্ডেয়পুরান,১/৫ বিষ্ণু পুরানে ১/৫/৩ বায়ুপুরানে এভাবে রুদ্রের উৎপত্তি বলা আছে।
কৌ.ব্রা ৬/১-৯
অথর্ববেদ ১৫-১/১/২।
ভাগবতম ৩/১২/১-২০
কূর্ম পুরান ১/১০/২৩
বায়ু পুরান ৯/৬৭ থেকে ১০/৪৩
বায়ূ পুরানেও এই কাহিনী টি আছে এবং রুদ্র কে ব্রহ্মা এই নাম গুলি দেন। রুদ্র ভব শিব পশুপতি ঈশ ভীম উগ্র মহাদেব।
সামবেদীয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে রুদ্র (বিরুপাক্ষ) ব্রহ্মার প্রথম সন্তান:
ছা.ব্রা ১
"বিরুপাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়"
মহাভারতে কৃষ্ণ থেকে রুদ্রের উৎপত্তি বলা আছে (শান্তি পর্ব ৩৪২ অধ্যায়)।
ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী ব্রাহ্মনে ৬/১-৯

প্রজাপতি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তিনি তপঃ করলেন, তার থেকে সূর্য চন্দ্র অগ্নি বায়ূ ও এক কন্যা উষার জন্ম হল। উষা কে দেখে তারা কামার্ত হল।
ব্রহ্মা নিজের পুত্রদের রেতঃ সংগ্রহ করলেন একটি সুবর্ণ পাত্রে। তা থেকে এক দেবতার উৎপত্তি হল। যার সহস্র পা, সহস্র চক্ষু, সহস্রধনুর্বান হাতে। জন্মেই তিনি প্রজাপতির দিকে বান সংযোগ করলেন। প্রজাপতি বললেন কেন আমাকে হত্যা করতে চাও? সদ্যোজাত দেবতা বললেন আমাকে একটি নাম দিন। নাম না হলে অন্ন গ্রহন করতে পারবনা (যজ্ঞ ভাগ পাবোনা)।
প্রজাপতি তাকে ভব নাম দিলেন। তাও সে ধনুকে বান সংযোগ করে আরেকটি নাম চাইল। প্রজাপতি তাকে সর্ব নাম দিলেন। এভাবে পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, রুদ্র, ঈশান, অশানি এই আটটি নাম প্রাপ্ত হলেন।
প্রজাপতি প্রজাতিকামস্তপো অতপ্যত তস্মান্তপ্তাত্যঞ্চাজায়ন্ত অগ্নির্বায়ূরাদিত্যশ্চন্দ্রমা উষাঃ পঞ্চমী তানব্রবীদ্যুয়মপি তপ্যধ্বমিতি তে অদীক্ষন্ত তান্দীক্ষিতাংস্তেপানানুষাঃ প্রাজাপত্যাপ্সরোরুপোং কৃত্বা পুরস্তাত্ মনঃ সমপতন্তে রেতো অসিঞ্চন্ত তে প্রজাপতিং পিতরমেত্যাব্রুবন রেতো বা অসিচামহা ইদং নো মামুয়া ভূদিতি স প্রজাপতির্হিরন্ময়ং চমসমকরোদিষুমাত্র মূর্দ্ধমেবং তির্যঞ্চ তস্মিন রেতঃ সমাসীঞ্চন তত উদতিষ্ঠত সহস্রাক্ষসহস্রপাত সহস্রেণ প্রতিহিতাভিঃ (কৌ.ব্রা ৬/১)
স প্রজাপতিং পিতরমভ্যায়চ্ছত তমব্রবীত কথা মাভ্যায়চ্ছসীতি নাম মে কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদমবিহিতেন নাম্নান্নমত্স্যামীতি সবৈ ত্বমিত্যব্রবীত ভব এবেতি যদ্ভব আপস্তেন ন হ বা এনং ভবো হিনস্তি নাস্য প্রজাং নাস্য পশুন্নাস্য ব্রুবাণং চনাথ য এনং দ্বেষ্টি স এব পাপীয়ান্ভবতি ন স য এবং বেদ তস্য ব্রতমার্দ্রমেব বাসঃ পরিদধীতেতি। ৬/২
তং দ্বিতীয়মভ্যায়চ্ছত তমব্রবীত কথা মাভ্যায়চ্ছসীতি দ্বিতীয়ং মে নাম কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদমেকেন নাম্নান্নমত্স্যামীতি সবৈ ত্বমিত্যব্রবীত সর্ব এবেতি যদ সর্ব অগ্নি স্তেন ন হ বা এনং সর্বো হিনস্তি নাস্য প্রজাং নাস্য পশুন্নাস্য ব্রুবাণং চনাথ য এনং দ্বেষ্টি স এব পাপীয়ান্ভবতি ন স য এবং বেদ তস্য ব্রতম সর্বমেব নাশ্রীয়াদিতি। ৬/৩
তং তৃতীয়মভ্যায়চ্ছত তমব্রবীত কথা মাভ্যায়চ্ছসীতি তৃতীয়ং মে নাম কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদম দাভ্যাং নামভ্যামন্নমত্স্যামীতি সবৈ ত্বমিত্যব্রবীত পশুপতিঃ এবেতি যদ পশুপতির্বায়ূ স্তেন ন হ বা এনং পশুপতির্হিনস্তি নাস্য প্রজাং নাস্য পশুন্নাস্য ব্রুবাণং চনাথ য এনং দ্বেষ্টি স এব পাপীয়ান্ভবতি ন স য এবং বেদ তস্য ব্রতম ব্রাহ্মণম এব ন পরিবদেদিতি। ৬/৪
তং চতুর্থমভ্যায়চ্ছত তমব্রবীত কথা মাভ্যায়চ্ছসীতি চতুর্থং মে নাম কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদম ত্রিভিঃ নামভিরন্নমত্স্যামীতি সবৈ ত্বমিত্যব্রবীত উগ্র এবেতি যদ উগ্রদেব ঔষধয়ো বনস্পতয়স্তেন ন হ বা এনং উগ্রদেবো হিনস্তি নাস্য প্রজাং নাস্য পশুন্নাস্য ব্রুবাণং চনাথ য এনং দ্বেষ্টি স এব পাপীয়ান্ভবতি ন স য এবং বেদ তস্য ব্রতম স্ত্রিয়া এব বিবরং নেক্ষেতেতি। ৬/৫
তং পঞ্চমমভ্যায়চ্ছত তমব্রবীত কথা মাভ্যায়চ্ছসীতি পঞ্চমং মে নাম কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদম চতুর্ভিঃ নামভিরন্নমত্স্যামীতি সবৈ ত্বমিত্যব্রবীত মহাদেব এবেতি যদ মহাদেব আদিত্যস্তেন ন হ বা এনং মহানদেবো হিনস্তি নাস্য প্রজাং নাস্য পশুন্নাস্য ব্রুবাণং চনাথ য এনং দ্বেষ্টি স এব পাপীয়ান্ভবতি ন স য এবং বেদ তস্য ব্রতমুদ্যন্তমেবৈনং নেক্ষেতাস্তং যন্তং চেতি। ৬/৬

তং ষষ্ঠমভ্যায়চ্ছত তমব্রবীত কথা মাভ্যায়চ্ছসীতি ষষ্ঠং মে নাম কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদম পঞ্চভিঃ নামভিরন্নমত্স্যামীতি সবৈ ত্বমিত্যব্রবীত রুদ্র এবেতি যদ রুদ্রঃ চন্দ্রমা স্তেন ন হ বা এনং রুদ্রো হিনস্তি নাস্য প্রজাং নাস্য পশুন্নাস্য ব্রুবাণং চনাথ য এনং দ্বেষ্টি স এব পাপীয়ান্ভবতি ন স য এবং বেদ তস্য ব্রতম বিমুর্তম এব বিবরং নাশ্নীয়ান্মজ্জানং চেতি। ৬/৭

তং সপ্তমমভ্যায়চ্ছত তমব্রবীত কথা মাভ্যায়চ্ছসীতি সপ্তমং মে নাম কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদম ষড়ভিঃ নামভিরন্নমত্স্যামীতি সবৈ ত্বমিত্যব্রবীত উগ্র এবেতি যদ ঈশানো অন্নং স্তেন ন হ বা এনং ঈশানো হিনস্তি নাস্য প্রজাং নাস্য পশুন্নাস্য ব্রুবাণং চনাথ য এনং দ্বেষ্টি স এব পাপীয়ান্ভবতি ন স য এবং বেদ তস্য ব্রতম অন্নমেবেচ্ছমানং ন প্রত্যাচক্ষীতেতি। ৬/৮

তংঅষ্টমমভ্যায়চ্ছত তমব্রবীত কথা মাভ্যায়চ্ছসীতি অষ্টমং মে নাম কুর্বিত্যব্রবীন্ন বা ইদম সপ্তভিঃ নামভিরন্নমত্স্যামীতি সবৈ ত্বমিত্যব্রবীত অশনিঃ এবেতি যদ অশনিঃ ইন্দ্র স্তেন ন হ বা এনং অশনিঃ হিনস্তি নাস্য প্রজাং নাস্য পশুন্নাস্য ব্রুবাণং চনাথ য এনং দ্বেষ্টি স এব পাপীয়ান্ভবতি ন স য এবং বেদ তস্য ব্রতম সত্যম এব বদেড্ডিরণ্যং চ বিভৃয়াদিতি স এষো অষ্টনামষ্টধাবিহিতো মহান্দেব আ হ বা অস্যাষ্টমাত পুরুষাত প্রজান্নমস্তি বসীয়ান বসীয়ান্হেবাস্য প্রজায়ামাজায়তে য এবং বেদ । ৬/৯

শ্রীমদভাগবতম ৩য় স্কন্দে ১২ অধ্যায়ে রুদ্রের জন্ম

ব্রহ্মা প্রথমে তমঃ মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই সকল অজ্ঞান বৃত্তিসকল সৃষ্টি করলেন। এই পাপবহুল সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রহ্মা ভগবানের ধ্যান করে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করলেন। ও চতুঃসনের সৃষ্টি করলেন তাদের কে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেও ঐ বাসুদেবাশ্রয় উর্দ্ধরেতাঃ মুনিগন তাতে সম্মত হলেন না। আজ্ঞালঙ্ঘণকারী পুত্রগন কর্তৃক এভাবে অবমানিত হওয়ায় ব্রহ্মার ক্রোধ সঞ্চার হল। যদিও ব্রহ্মা সেই ক্রোধ মনের মধ্যে সংবরন করার চেষ্টা করলেন তা ও তার ভ্রুদ্বয়ের মধ্যস্থল থেকে সেই ক্রোধ নির্গত হয়ে নীললোহিতাকার এক পুরুষরূপে রোদন করতে করতে আবির্ভূত হল। দেবগনের পূর্বজ ও শক্তিশালী সেই পুরুষ ব্রহ্মার কাছে কাঁদতে কাঁদতে নিজের নাম ও স্থানাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। জন্মেই কান্না বা রোদন করেছিলেন বলে ব্রহ্মা তাকে রুদ্র নাম দিলেন। এবং মন্যু মনু শিব প্রভৃতি ১১টি নাম দিলেন।

ক্রোধ থেকে রুদ্র জন্ম নিয়েছিল।

ধিয়া নিগৃহ্যমানোহপি ভ্রুবোর্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ
সদ্যোহজায়ত তৎ মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ (ভাঃ ৩/১২/৭)

অনুবাদ:- ব্রহ্মা বুদ্ধির দ্বারা সেই ক্রোধ মনের মধ্যে সংবরন করার চেষ্টা করলেও তার ভ্রুদ্বয়ের মধ্যস্থল থেকে সেই ক্রোধ নির্গত হয়ে নীললোহিতাকার এক পুরুষরূপে রোদন করতে করতে আবির্ভূত হল।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ কৃত টীকা:- ব্রহ্মাতে বিদ্যার উদয় থাকলেও অবিদ্যার বৃত্তি সমূহের মধ্যে মুখ্য যে তামিস্র নামক ক্রোধ সেই ক্রোধ ই রুদ্র রূপে আবির্ভাব হল। তৎ মন্যুঃ মন্যু শব্দের অর্থ ক্রোধ। সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্রোধ ভ্রুযুগলের মধ্য দিয়ে নীললোহিত কুমার রূপে প্রকট হল।

স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান ভবঃ

নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদগুরো।। ১২/৮
অনুবাদ:- সেই নীললোহিত পুরুষ ই দেবগনের পূর্বজ ও শক্তিশালী। তিনি ব্রহ্মার নিকট রোদনপূর্ব্বক বলতে লাগলেন হে বিধাতঃ হে জগদগুরো আমার নাম ও স্থান সমূহ নির্দেশ করে দিন।

ইতি তস্য বচঃ পাদ্মো ভগবান পরিপালয়ন
অভ্যধাদ্ভদ্রয়া বাচা মা রোদীস্তৎ করোমি তে।। ১২/৯
অনুবাদ:- পদ্মযোনি ব্রহ্মা ও তার ঐ বাক্য প্রতিপালনপূর্ব্বক সান্তনা বাক্যে বলিলেন বৎস রোদন কোরোনা তোমার এই বাঞ্ছা পরিপূরণ করছি।

যদরোদীঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোদ্বেগ ইব বালকঃ
অতস্ত্বামভিধাস্যন্তি নাম্না রুদ্র ইতি প্রজাঃ।।১২/১০
অনুবাদ:- হে সুরশ্রেষ্ঠ যেহেতু তুমি বালকের মত উৎকন্ঠিত হয়ে রোদন করেছিলে এই জন্য প্রজা সকল তোমাকে রুদ্র নামে বলবে।

হৃৎ ইন্দ্রিয়াণ্যসুর্ব্যোম বায়ূঃ অগ্নিঃ জলং মহী
সূর্য্যঃ চন্দ্রঃ তপশ্চৈব স্থানান্যগ্রে কৃতানি তে।।১২/১১
অনুবাদ :- হৃদয় ইন্দ্রিয় প্রাণ আকাশ বায়ূ অগ্নি জল পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র এবং তপস্যা এই সকল স্থান তোমার জন্য পূর্বেই করা আছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত টীকা:- হৃদয় ক্রোধের জন্মস্থান। হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে সেই ক্রোধ চোখে হাত পা ও ইন্দ্রিয় গুলিতে অবস্থান করে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের কাজ করায়। তেমন পঞ্চপ্রান বায়ুতে প্রবেশ করে শ্বাসাদি ক্রিয়ার আধিক্য করে, তেমন বাইরে আকাশে সিংহনাদাদি শব্দ দ্বারা, বায়ু জল অগ্নি তে শোষকত্ব দাহকত্ব প্লাবকত্ব দ্বারা, পৃথিবীর বিকার মুগুর আদি অস্ত্র দ্বারা ক্রোধের প্রকাশ হয়ে থাকে।

তপস্যা ও ভক্তি দেবীর দ্বারা পালিত না হলে ক্রোধের স্থানত্ব দৃষ্ট হয়। তাই পরম বৈরাগ্যপূর্ন ঋষিরাও ক্রোধ নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে বড় বড় অভিশাপ দিয়ে ফেলেন।

মন্যুর্ম্মনুর্ম্মহিনসো মহাঞ্ছিবঃ ঋতধ্বজঃ
উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ ১২/১২
অনুবাদ হে রুদ্র মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব,ও ধৃতব্রত তোমার এই একাদশটি নাম।
তারপর প্রজাপতি তাকে প্রজা সৃষ্টি করার জন্য বললেন। এইরূপ আদেশ পেয়ে ভগবান নীললোহিত নিজ স্বভাব অনুসারে আত্মসম প্রজা সৃষ্টি করলেন।
রুদ্রাণাং রুদ্রসৃষ্টানাং সমন্তাদ গ্রসতাং জগত
নিশাম্যাসংখ্যশো যূথান প্রজাপতিরশঙ্কত১২/১৬
অনুবাদ:-সেই রুদ্র হতে যে সকল রুদ্র সৃষ্টি হল তারা অসংখ্য দলবদ্ধ হয়ে জগত কে গ্রাস করতে উদ্যত হল। তা দেখে ব্রহ্মা শংকাযুক্ত হলেন।
এভাবে ব্রহ্মা থেকে রুদ্র ও রুদ্র থেকে একাদশ রুদ্রেরা জন্মাল।
শতপথ ব্রাহ্মণে ৯/১/১/৬ এ রুদ্রের জন্মের অন্য একটি কাহিনী আছে। প্রজাপতি যখন সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাস্ত ছিলেন তখন সব দেবতা রা তাকে ত্যাগ করে গেলেন কেবল মন্যু ছাড়া। প্রজাপতি কাঁদতে থাকলে তার অশ্রুজল মন্যুর ওপরে পড়ে। মন্যু এক সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রধনুর্বান ধারী দেবতায় পরিনত হয়। এভাবে রুদ্রের জন্ম হয়।

আগেই আমরা দেখেছি মন্যু শব্দের অর্থ হল ক্রোধ, অর্থাৎ প্রজাপতির ক্রোধ থেকে রুদ্রের জন্ম হয়।
শৈবাচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিত মন্যু শব্দের অর্থ করেছেন পরাশিব। যিনি ব্রহ্মার অশ্রু দ্বারা রুদ্রের জন্মের পূর্বেও ছিলেন।
কিন্তু ব্যাস দেব ভাগবতে মন্যু শব্দের কি অর্থ করেছেন তা আমরা দেখলাম।এবং অপ্পয় দীক্ষিতের কল্পিত অর্থ ধরলে কৌষিতকী ব্রাহ্মন, শতপথ ব্রাহ্মন, ঐতরেয় ব্রাহ্মনের পূর্বে বর্নিত মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি থাকেনা।

অথর্ববেদে ১৫কান্ডে ১ম সূক্তে

ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ।।
তদেকমভবৎ তল্ললামমভবৎ তন্মহদভবৎ।
তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ তদ ব্রহ্মাভবৎ তৎ।।
তপোহভবৎ তৎ সত্যমভবৎ তেন প্রাজায়ত।
সোহবর্ধত স মহানভবৎ স মহাদেবোহভবৎ।।
স দেবানামীশাং পর্যৈৎ স ঈশানোহভবৎ
স একব্রাত্যোহভবৎ স ধনুবাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ।।
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম
নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।।

অনুবাদ:- ব্রাত্য ছিলেন। ব্রাত্য বা তমগুন প্রজাপতিকে জাগ্রত/ অস্থির করলেন, প্রজাপতি তার সুবর্ণ অন্ডকে প্রসব করলেন। তার থেকে একজন জন্ম নিল যে অদ্বিতীয় হল, মহৎ হল, জ্যেষ্ঠ হল, তপঃ হল, সত্য হল, মহাদেব হল, দেবতাদের অধিপতি হল, তাই তার নাম ঈশাণ। একব্রাত্য হল। অর্থাৎ ব্রাত্য দের অধীশ্বর হলেন। তিনি হাতে ইন্দ্রের ধনু পিণাক ধারন করলেন, তার উদর নীল পিঠ লাল বর্নের তাই তার নাম নীললোহিত।

বিশ্লেষণ:- ভাগবতম ও শতপথব্রাহ্মণে আমরা দেখেছি ব্রহ্মার ক্রোধ ব্রহ্মাকে অস্থির করে ও ব্রহ্মার থেকে রুদ্রের জন্ম হয়। তাই এখানেও ব্রাত্য অর্থ তমগুন। এই তমগুন রুদ্র সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাগবতে ও শতপথ ব্রাহ্মণে পাই। তমগুনের প্রভাবেই ব্রহ্মা নিজ কন্যা উষাকে কামনা করেছিলেন।

এবং রুদ্র ব্রাত্যদের অধিপতি হলেন অর্থে রুদ্র তমগুণের অধীশ্বর হলেন।
শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মন্ত্রে পাওয়া যায় জন্মের পর রুদ্র প্রজাপতি কে আক্রমন করেছিলেন। শ.ব্রা ১ম কান্ড ৭ম প্রপাঠক ৪র্থ ব্রাহ্মনে এখানে তার অনুবাদ দিচ্ছি।
প্রজাপতি নিজের কন্যা উষা কে দেখে চিন্তা করলেন আমি ইহার দ্বারা মিথুনবান হব। এই চিন্তা করে তিনি উষার সাথে মিলিত হলেন। সকল দেবগন বললেন যিনি নিজের দুহিতার প্রতি এরুপ ব্যাবহার করেন তিনি অপরাধী। ইনি মর্যাদা অতিক্রম করে এই আচরন করছেন ইহাকে তাড়ণা কর। রুদ্র ধনুকে বান যোগ করে তাকে তাড়না করলেন।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩/৩৩/১-৯ এ কাহিনী টি এইরূপ যে

পুরাকালে প্রজাপতি নিজের কন্যা উষার কথা চিন্তা করে কামার্ত হয়েছিলেন। প্রজাপতি ঋশ্যরূপ ধরে রোহিতরূপিনী কন্যার সাথে মিথুনবান হয়েছিলেন। তা দেখে দেবগন বললেন যা কেউ করেনা প্রজাপতি সেই নিন্দনীয় কর্ম করছে, এই বলে তাকে শাস্তি দিতে পারে এমন ব্যাক্তির তারা খোঁজ করতে লাগলেন কিন্তু নিজেদের মধ্যে তেমন কোনো ব্যাক্তিকে না দেখে তাদের যে ঘোরতম অতিউগ্র শরীর ছিল(তম গুন বা ক্রোধ) তা তারা একত্রিত করলেন। সেই সকল শরীর একত্র হয়ে এক দেবের উৎপত্তি হল। তার নাম ভূতবান। তিনি পশুগনের আধিপত্য বর চাইলেন ও পশুপতি নামে পরিচিত হলেন। দেবতারা তাকে বললেন প্রজাপতি কে বানবিদ্ধ করতে। তিনি মৃগরূপী প্রজাপতি কে বানবিদ্ধ করলেন। (পুরানেও এরকম কাহিনী আছে প্রজাপতি নিজ কন্যার প্রতি কামনা করলে শিব তাকে শাস্তি দেন পঞ্চমুখ প্রজাপতির এক মুখ ছেদন করেন। ফলে ব্রহ্মা চতুর্মুখ হন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপে ঐ মুন্ডের কপাল শিবের হাতে লেগে থাকে তাই তার এক নাম কপালী) সিদ্ধান্ত :-এই মন্ত্র সকল থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রজাপতির নিজকন্যার প্রতি কাম হয়, এই তম গুন তাকে অস্থির করে ফলে রুদ্রের সৃষ্টি হয়। কোনো কল্পে দেবতারা প্রজাপতির আচরনে ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রের সৃষ্টি করেছে। রুদ্র জন্মগ্রহন করে পশুপতি ইত্যাদি নাম ও স্থান প্রাপ্ত হন। কোনো কল্পে জন্মগ্রহন করে রুদ্র প্রজাপতির পাপকর্মের জন্য তাকে বানবিদ্ধ করেন। কোনো কল্পে প্রজাপতিকে বানবিদ্ধ করতে গেলে ভয়ে তিনি তাকে আট টি নাম দেন। কোনো কল্পে তিনি প্রজাপতি কে বলেন আমাকে নাম দিন নয়ত আমি আপনার পাপকর্ম থেকে জন্মের গ্লানি থেকে মুক্ত হবনা। অর্থাৎ রুদ্র প্রজাপতি থেকে জাত। তাই রুদ্র বা শিব বেদ এর পরমতত্ব নন। কারন পরমপুরুষ সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, তার থেকেই সমস্ত কিছুর প্রকাশ।

৭) **ঋগ্বেদে শৈব পাশুপত মত কে বহিষ্কার করা হয়েছে।** শিবলিঙ্গ যারা পূজা করে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা যজ্ঞভূমিতে এলে যজ্ঞ নষ্ট হয়।
বশিষ্ঠ মুনি ইন্দ্রকে বলছেন, লিঙ্গপূজক রা যেন যজ্ঞভূমির কাছে না আসে। মা শিশ্নদেবাঃ অপি গুর্ঋতিং নঃ ঋগ্বেদ ৭/২১/৫

সিদ্ধান্ত

রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রকে কোথাও জগতের অধিপতি বলা হয়েছে এর অর্থ জড় জগতের অধিপতি বোঝায়। তাই রুদ্রের অন্য নাম ঈশ, ভব। শতরুদ্রীয় স্তোত্রে দেখা যায় রুদ্র জড় জগতের সর্বত্র অবস্থিত। নদীতে বনে পর্বতে চোর গুপ্তঘাতক দের মধ্যে,
কিন্তু ঋগ্বেদে বলা হয়েছে বিষ্ণু র এক পাদেই সমস্ত জড় ব্রহ্মান্ড অবস্থিত অন্য ত্রিপাদ বিভূতির কথা ধারনা ও করা যায় না। বিষ্ণু ই সেই পরমলোকের কথা জানেন (৭/১০০/১) ইত্যাদি
বেদ ও উপনিষদে ব্রহ্মের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে তদ বিজিগাস্য তদ ব্রহ্ম

সেই ব্রহ্ম কে জানতে হবে ও তার ধাম লাভ করতে হবে। যিনি ব্রহ্ম কে জানেন তিনিই পরম পদ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম। তৈত্তীরিয় উপনিষদ ২/১
ব্রহ্মানন্দবল্লী ১ম অনুবাক ১ম মন্ত্র
এখন ঋগ্বেদে বলা হয়েছে সেই বিষ্ণু কে প্রাপ্ত করতে হবে। তার ধাম লাভ করতে হবে(ঋক ১/১৫৪/৫) বিষ্ণুতে সমস্ত ত্রিভূবন অবস্থিত, বিষ্ণু থেকে জগতের উৎপত্তি অথচ রুদ্রকে লাভ করতে হবে, তার ধাম লাভ করা সাধ্য কোথাও বলা নেই। রুদ্রকে বলা হয়েছে তিনি যেন আমাদের হত্যা না করেন, ধ্বংস না করেন। রুদ্রাধ্যায়ে কোথাও রুদ্র থেকে সৃষ্ট্যাদি হয়েছে বলা নেই। রুদ্র থেকে জগত সমস্ত দেবতা ও জীবের উৎপত্তি এরকম বেদ এ কোথাও বলা নেই বরং প্রজাপতি থেকে রুদ্রের জন্ম প্রমানিত।

শক্তিতত্ব

দূর্গা বা কালীর সম্পর্কে ঋগ্বেদে সূক্ত বা মন্ত্র নেই।
১) ঋগ্বেদের ১০/১২৫ এ একটি সূক্ত আছে শাক্ত মতবাদীরা একে দেবী সূক্ত বলেন।কিন্তু সায়ন ভাষ্যে তা পরমাত্ম সূক্ত বলে বলা হয়েছে। এই সূক্তে দেবী কে তার নাম বলা নেই কোনো। তিনি দূর্গা কিনা বা কোনো দেবী কিনা তাও বোঝা যায় না। বরং আমি সকলের পিতা, সমুদ্রে অবস্থান করি এই শব্দের দ্বারা নারায়ন কেই বোঝায়।
"অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনি রপস্বন্তঃ সমুদ্রে"
এই সূক্তের দেবতা বলা হয়েছে পরমাত্মা কে। পরিশিষ্টে সম্পূর্ন দেবীসূক্ত ও অনুবাদ দেওয়া আছে।
২)এবার **দূর্গা সূক্ত** বলে যে শ্রুতি আছে তা দেখি। এটি সাতটি মন্ত্র বিশিষ্ট মহানারায়ণোপনিষদের দ্বিতীয় অনুবাকের শ্লোক। রামানুজ তার শ্রীভাষ্যে এই উপনিষদ থেকে কয়েকটি মন্ত্র সংগ্রহ করেছেন যা প্রমান করে নারায়ন ই পরম তত্ব। শংকরাচার্য্য এই উপনিষদের ব্যাখ্যা করেননি বলে অদ্বৈতবাদী রা বলেন এই উপনিষদ টি অর্বাচীন। তাদোর যুক্তি মেনে নিলে দূর্গাসূক্ত ও অর্বাচীন। মহানারায়ন উপনিষদের দূর্গাসুক্তের ৭টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি শ্লোক ঋগ্বেদের অগ্নিসূক্ত থেকে নেওয়া। সায়নাচার্য্যের মতে শ্লোকগুলিতে দূর্গা শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে দুর্গম, বিপত্তি, আপৎ এই অর্থে।
জাতবেদসে সূনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহতি বেদঃ
স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুম দুরিতাত্যগ্নি।। মহানারায়ন উপনিষদ১
এটি ঋগ্বেদের ১/৯৯/১ মন্ত্র
অনুবাদ:-জাতবেদ ও সোম কে প্রণাম, সর্বজ্ঞ অগ্নি আমাদের শত্রুদের ভস্মীভূত করুক। অগ্নি আমাদের সমস্ত বিপদ মুক্ত করুক। নাবিক যেমন নৌকার দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করে সেই রুপ অগ্নি আমাদের পাপ দূর করুক।
এরপরে মহানারায়নোপনিষদ একটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করেছে
তামগ্নিবর্নাং তমসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম।
দুর্গাদেবীম শরণমহম প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।।২
অনুবাদ:-আমি অগ্নিবর্ন সদৃশ সন্তাপের দ্বারা শত্রুবিনাশী পরমাত্মদৃষ্টা স্বর্গপশু পুত্রাদিদলের নিমিত্ত উপাসক গণ সেবিতা দূর্গা দেবীর শরণ প্রাপ্ত হই। হে সংসার তারিণী দেবী তুমি আমাদের সংসার সমুদ্র থেকে উত্তরণ করাও। তারজন্য তোমায় নমস্কার।
তারপর আবার ঋগ্বেদীয় অগ্নিসূক্তের মন্ত্র রয়েছে

অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা
পুশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শংয়ো।। মহানারায়ন উপনিষদ ৩
ঋগ্বেদ ১/১৮৯/২

অনুবাদ:-হে অগ্নি তুমি আমাদের স্তবযোগ্য হয়ে কল্যাণপ্রদ উপায়সমূহের দ্বারা সমস্ত আপৎ হইতে উত্তীর্ন করে আমাদের সংসার সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যাও। তোমার অনুগ্রহে আমাদের বাসভূমি পৃথিবী ও শস্যনিস্পাদন যোগ্য ভূমি ও বিস্তৃতি লাভ করুক। তুমি আমাদের পুত্র দেওয়ার জন্য সুখপ্রদ হও।

বিশ্বানি নো দূর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষ্মি।
অগ্নে অত্রিবন নমসা গৃণাণো অস্মাকম বোধ্য অবিতা তনূনাম।। মহানারায়ন উপনিষদ ৪
ঋগ্বেদ ৫/৪/৯

অনুবাদ:-হে জাতবেদঃ তুমি আমাদের সমস্ত আপদের বিনাশক হয়ে নৌকার দ্বারা সমুদ্রের ন্যায় আমাদের সমস্ত পাপ হইতে উত্তরণ কর। হে অগ্নে তুমি অত্রি ঋষির ন্যায় তাপত্রয়রহিত হয়ে মনের দ্বারা আমাদের কল্যাণ চিন্তা কর, আমাদের শরীরের রক্ষক হয়ে সাবধান হও।

পৃতনাজিতং সহমানমুগ্রমগ্নিং হুবেম পরমাৎ সধস্থাৎ। স নঃ পর্যদতি দুর্গাণি বিশ্বা
ক্ষামদ্দেবো অতিদুরিতত্যগ্নিঃ।। মহানারায়ন উপনিষদ ৫
ঋগ্বেদ৭/৬৩/১

অনুবাদ:-আমরা পরসেণাজয়ী শত্রুগণের অভিভবকারী ভীতি হেতু অগ্নিকে উৎকৃষ্ট স্বীয় ভৃত্যগণের সহ অবস্থানযোগ্য দেশ হইতে আহ্বান করি। সেই অগ্নি আমাদের সমস্ত আপৎ দূরীভূত করেছেন। অগ্নিদেব আমাদের মত অপরাধীর সমস্ত দোষ সহ্য করে ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপ নষ্ট করেন।

প্রত্নোষি কমীড্য অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি। স্বা চাগ্নে তনুবং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমায়জস্ব।। মহানারায়ন উপনিষদ ৬
ঋগ্বেদ ৮/১১/১০

অনুবাদ:-হে অগ্নি তুমি কর্নসমূহে স্তবযোগ্য হয়ে সুখবিস্তার কর। তুমি কর্মফল দাতা। হোমনিষ্পাদক, স্তবযোগ্য হয়েও কর্ণদেশে অবস্থান করে থাক, তুমি হবির দ্বারা স্বকীয় শরীরের প্রীতি সম্পাদন কর। আমাদের সৌভাগ্য প্রদান করে থাকো।

এরপর মহানারায়ণোপনিষদে দূর্গা গায়ত্রী প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।
ওঁ কাত্যায়ণায় বিদ্মহে কণ্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।। মহানারায়ন উপনিষদ ৭

৩) **যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে** দূর্গার নাম আছে
অম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ
কিন্তু এখানে তাকে রুদ্রের স্ত্রী উমা অম্বিকা বলা হয়েছে, তাকে পরম ব্রহ্ম বলা হয়নি।

৪) **কেনোপনিষদে উমা র তাৎপর্য্য চন্ডী থেকে ব্যাখ্যা**

কেনোপনিষদে একটি কাহিনী আছে একবার দেবতা রা অসুর দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজেদের বল বিক্রম সম্পর্কে অহঙ্কার করছিল যে আমাদের শক্তিতেই যুদ্ধ জয় করেছি।

ইন্দ্র সেই যক্ষের কাছে ফিরে যেতেই সেই যক্ষ অন্তর্হিত হয়ে গেল। সেখানে আকাশে হৈমবতী উমাদেবী প্রকট হলেন তাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন এই যক্ষ কে ছিল? দেবী উমা তখন বললেন হে দেবগন উনি স্বয়ং ব্রহ্ম তার শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে তোমরা অসুর দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছো। তোমাদের অহঙ্কার দুর করতে যক্ষ রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তোমরা ঐ তৃন খন্ড দগ্ধ করতে পারোনি।

অথেন্দ্রম অব্রুবন মঘবন এতৎ বিজানীহি **কিমেতদ যক্ষমিতি।** তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে। ৩/১১

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানাম উমা হৈমবতীম তাঁহোবাচ কিমেতদ যক্ষমিতি।৩/১২

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি, ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।৪/১

এই শ্রুতি কাহিনী থেকে বোঝা যায় উমা দেবী যিনি ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করছিলেন ও ব্রহ্ম ভিন্ন।

নয়ত ইন্দ্র যখন প্রশ্ন করলেন এই যক্ষ কে? তার উত্তরে তিনি বলতেন না সেই যক্ষই ব্রহ্ম(সা ব্রহ্মেতি) । বরং বলতেন আমি ব্রহ্ম (অহং ব্রহ্মেতি)।

৫) মহাভারতে অর্জুন যুদ্ধের আগে দূর্গা স্তোত্র পাঠ করেছিল। ভীষ্ম পর্ব ২৩ অধ্যায়

৬) বাল্মিকী রামায়নে উমার সাথে শিবের বিবাহ, স্কন্দের জন্মের কথা আছে। বাল্মিকী রামায়ণ ১/৩৫/১৬

৭) এরপর **মার্কন্ডেয়পুরানের অন্তর্গত শ্রী শ্রী চন্ডীতে** দেবী দূর্গা সম্পর্কে বিশদ বর্ননা রয়েছে। ঋষি মেধা রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে দেবী দূর্গার পরিচয় প্রদান করেছেন এই বলে যে

মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ১/৪৯

মহামায়া শ্রীহরির শক্তি এই জগত কে মায়াতে মুগ্ধ করে রাখে।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ৫/১৬

বিষ্ণু মায়া নামে পরিচিত যে দেবী সকল জীবে শক্তি রূপে, শ্রদ্ধা রূপে অবস্থান করেন

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া

সম্মোহিতং দেবী সমস্তামেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্নাভুবি মুক্তিহেতুঃ ১১/৫

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা তুমি বিষ্ণু র মায়াশক্তি।

শক্তি শক্তিমানের ইচ্ছায় সব কাজ করেন। বিষ্ণুর ইচ্ছায় দেবী দূর্গা জগত কে মায়ায় মুগ্ধ করে রাখেন।

১১ অধ্যায়ে ৯ থেকে ২৩ মন্ত্রে নারায়নী নমোস্তুতে কথাটি আছে। অর্থাৎ নারায়নের শক্তি।

কেনোপনিষদে ও মার্কন্ডেয় পুরানে দেবী কে বিষ্ণু বা ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়েছে। যজুর্বেদ ও কেনোপনিষদে উমা র যে উল্লেখ রয়েছে তাতে তাকে জগতকারন ব্রহ্ম বোঝায় না। বিশেষত বেদ এ আর তার কোনো উল্লেখ নেই তাই বেদের পরমতত্ব শক্তি বা দূর্গা এই মতবাদ ভ্রান্ত।

৮) **মুন্ডকোপনিষদে ১/২/৪ এ কালী** এই শব্দটি আছে। কিন্তু তাকে অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে একটি বলে বর্ননা করা হয়েছে।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সূধুম্রবর্না।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ। (মুন্ডকোপনিষদে ১/২/৪)
অনুবাদ:- কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সূধুম্রবর্না, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচি দেবী এই সাতটি শিখা হবি গ্রহনের জন্য অগ্নির জিহ্বা। অর্থাত পৌরানিক বিশ্বসৃষ্টির কারন আদ্যাশক্তি কালী দেবী কেবল মাত্র হবি গ্রহনের জন্য অগ্নির জিহ্বা!
এর পরের শ্লোকে বলছে
এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ
(মুন্ডকোপনিষদে ১/২/৫)
অনুবাদ:-এই সাত শিখাযুক্ত অগ্নিতে বিধিঅনুসারে নিত্য আহুতি দিয়ে যে অগ্নিহোত্র করে সে স্বর্গসুখ লাভ করে।

উপনিষদ মন্ত্র বিচার

এবারে উপনিষদের দ্বারা পরম তত্ব নির্নয় করা হবে।
উপনিষদ অনেক আছে তার মধ্যে দশটি প্রধান।
ঈশ, কেন, কঠ, মুন্ডক, মান্ডুক্য, তৈত্তীরিয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, ও বৃহদারন্যক এই দশটি কে আচার্য্য শঙ্কর প্রধান উপনিষদ বলেছেন। এগুলি ছাড়া কালিকা উপনিষদে কালী ই পরম দেবী, নারায়ন উপনিষদে নারায়ন ই পরম, অথর্বশীর্ষ উপনিষদে শিবই পরম এরকম বলা হয়েছে। এই উপনিষদ গুলি পরবর্তী কালে রচিত বলেই মনে করা হয়। তাই কেবলমাত্র দশটি মূল উপনিষদ দ্বারা ব্রহ্ম নিরুপন করা হবে।
১) ব্রহ্ম এক ইহা সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত।
একমেবাদ্বিতীয়ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/১)
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে (শ্বেতাশ্বতর ৬/৮)
সর্বে বেদা যৎ পদমানন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ বদন্তি (কঠ ১/২/১৫)
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্নং তমসঃ পরস্তাত
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়ঃ (যজুর্বেদ ৩১/১৮)
অনুবাদ:-সেই ব্রহ্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ই কর্তব্য। তাকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।
সদেব সৌম্য ইদম অগ্র আসিৎ (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/১)
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ (বৃহদারণ্যক ১/৪/১০, মৈত্রী ৬/১৭)
আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি(ঐতরেয় উপনিষদ ১/১/১)
অনুবাদ:- এই জগত সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ ছিলেন না। তিনি লোকসমূহ সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা করলেন।
সোহকাময়ৎ। বহুস্যাম প্রজায়েয়তি (তৈত্তীরিয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী ৬/৪)
অনুবাদ:- সেই পরমেশ্বর ইচ্ছা করলেন। আমি বহু হয়ে যাই।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চেরন্ত্যেবমেবাস্মাদত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম।। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২/১/২০)

শঙ্কর ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- যেমন একটি মাকড়সা তার লালা দিয়ে জাল তৈরী করে সেই জালে স্বেচ্ছায় বিচরন করেন, যেমন আগুনের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ তৈরী হয় তেমন পরমাত্মার থেকে সকল ইন্দ্রিয় সকল জীব, সকল দেবতা, ত্রিলোক সহ এই জগত সৃষ্টি হয়। সেই পরমাত্মার উপনিষৎ সত্যের সত্য। ইন্দ্রিয়বৃন্দই সত্য, ইনি তাহাদের সত্য।

তদৈক্ষত বহুষ্যা প্রজায়য়েতি (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/৩)

সর্ব্ব বেদান্ত প্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্য বিশেষাৎ (বেদান্ত সূত্র ৩/৩/১)

সূত্রার্থ:- সমস্ত বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপাসনার কথা বলা হলেও মূলত তাদের কোনো ভেদ নেই।

২) সেই পরম তত্ব বা ব্রহ্ম হলেন ইন্দ্র, বা অগ্নি, বা মিত্রা, বা বরুণ, বা সোম এরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর

ক) **বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/১১**

ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীদেকমেহ তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়ো রূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্র পর্জন্যো যমো মৃত্যুঃ ঈশান ইতি।

অনুবাদ:-জগত সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মাই ছিলেন। ব্রহ্ম হতে জীবসমূহ যথা চন্দ্র সূর্য বংশের ক্ষত্রিয় রাজগন, ইন্দ্র বরুণ সোম রুদ্র পর্জন্য যম মৃত্যু ঈশান প্রভৃতি সৃষ্টি হল।

খ) ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদচন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ (কঠ ২/৩/৩)

অনুবাদ:- তার ভয়ে অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র বায়ু যম নিজ নিজ কার্য্য করেন।

গ) বৃহদারণ্যক ৩য় অধ্যায়ে নবম ব্রাহ্মণে শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ।

অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ প্রপচ্ছ কতি দেবা। যাজ্ঞবল্ক্যেতি স হৈতয়ৈব নিবিদা যাবন্তো প্রতিপেদে বৈশ্বদেবস্য নিবিদ্যুচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি।

হোবাচ কত্যেব দেবা
যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি।
হোবাচ কত্যেব দেবা
যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়িত্যোমিতি।
হোবাচ কত্যেব দেবা
যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি।
হোবাচ কত্যেব দেবা
যাজ্ঞবল্ক্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি।
হোবাচ কত্যেব দেবা
যাজ্ঞবল্ক্যেত্যধ্যর্ধ ইত্যোমিতি।
হোবাচ কত্যেব দেবা
যাজ্ঞবল্ক্যেতি এক ইত্যোমিতি।

অনুবাদ:- বেদে ভগবান কতজন তার সমাধান হয়েছে। শাকল্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কে প্রশ্ন করলেন হে যাজ্ঞবল্ক্য, কতজন দেবতা আছেন? বেদের আহ্বানীয় মন্ত্রে যতজন দেবতার উল্লেখ আছে সেই অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন তিন শত তিন ও তিন সহস্র তিন।
শাকল্য বললেন প্রকৃতপক্ষে বেদে কতজন দেবতা আছেন?
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন তেত্রিশ
শাকল্য পুনরায় বললেন আচ্ছা প্রকৃতপক্ষে কতজন দেবতা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ছয়।
শাকল্য পুনরায় বললেন আচ্ছা প্রকৃতপক্ষে কতজন দেবতা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন তিনজন।
শাকল্য পুনরায় বললেন আচ্ছা প্রকৃতপক্ষে কতজন দেবতা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন দুই।
শাকল্য পুনরায় বললেন আচ্ছা প্রকৃতপক্ষে কতজন দেবতা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন দেড়জন
শাকল্য পুনরায় বললেন আচ্ছা প্রকৃতপক্ষে কতজন দেবতা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন একজন।
এক বৃক্ষ তার শত শত শাখা শত শত পাতা। তেমন এক পরম পুরুষোত্তম যার শত শত প্রকাশ।

৩) **উপনিষদে ব্রহ্মের লক্ষণ**
জ্ঞানকান্ড উপনিষদে ঋষিরা প্রশ্ন করেছেন বেদে এতজন দেবতা আছেন কার উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করব? কে পরমদেব? যাকে অর্পন করলে সর্বদেব কে নিবেদন করা হয়। তার উত্তরে বলা হয়েছে যিনি সৃষ্টি র আদিতে ছিলেন। যার থেকে জীবাত্মা ও জগতের উৎপত্তি তিনিই ব্রহ্ম। এই হল ব্রহ্মের লক্ষ্মন। বেদে একমাত্র বিষ্ণু সকলের আদি তার থেকে সমস্ত দেবতা দের, জগত ও জীবের উৎপত্তি বলা হয়েছে। অন্য দেবতার ক্ষেত্রে যে মহান সর্ব দেবাগ্রগন্য ইত্যাদি বলা হয়েছে তা বরকন্যা ন্যায়ের মতো। অর্থাৎ বিয়ের দিন যেমন বর বা কনের গুরুজন রা উপস্থিত থাকলেও বর বা কন্যা কেই সবচেয়ে বড় উঁচু ও সুন্দর আসনে বসানো হয়, সবচেয়ে সুন্দর পোশাক সবচেয়ে বড়ো ও সুন্দর মালা পরানো হয় তেমন যে দেবতা কে যখন আহ্বান করা হয়েছে তাকে মহান বলে স্তুতি করা হয়েছে। অর্থবাদ।
ব্রহ্মের লক্ষন বাচক মন্ত্র :-
ক) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্তভিসংবিশন্তি।
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ ব্রহ্ম।
তৈত্তীরিয় উপনিষদ ভৃগুবল্লী/১ম অনুবাক/১ম মন্ত্র।
অনুবাদ:- জীব জগত যার থেকে উৎপন্ন, উৎপত্তির পর যাতে স্থিত, বা যার সহায়তায় জীবিত, প্রলয়ে যাতে প্রবেশকরে, তাকে জানো তিনিই ব্রহ্ম।
খ) দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ (ব্রহ্ম সূত্র১/৩/১)

সূত্রার্থ:-ব্রহ্ম শব্দে তাকে বোঝায় যিনি শ্রুতিতে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আধার বলে কীর্তীত হয়েছেন।
গ) ব্রহ্ম সূত্র ১/১/২ জন্মাদস্য যতঃ
সৃষ্টি ইত্যাদি যার থেকে।
ঘ) জগদব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্ছ।। ব্রহ্ম সূত্র ৪/৪/১৭
একমাত্র জগতসৃষ্টাদি কার্য্য বাদে (জগদব্যাপারবর্জ্জং) অণিমাদি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য মুক্তজীবগন বা অন্যদেবতাগনের মধ্যেও থাকে। একমাত্র পরমেশ্বরই সৃষ্টিকার্য্যাদি করতে পারেন। মুক্তজীবগন সৃষ্টাদিকার্য্যের সঙ্গে যুক্ত নয় (অসন্নিহিত)। শ্রুতি পরমেশ্বর বিষয়ক প্রকরণে তাই বলে।
ঙ) স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছত। বৃহদারণ্যক ১/৪/৩
অনুবাদ:-সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। একাকী আনন্দ নেই তাই তিনি মনে করলেন বহু হব। তাই তিনি নিজ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করলেন।
চ) রসো বৈ সঃ ব্রহ্ম রস স্বরুপ। তৈত্তীরিয়, ব্রহ্মানন্দবল্লী ৭/২
ছ) আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যাজানাত তৈত্তীরিয় ৩/৬/১
অনুবাদ:- আনন্দ ই ব্রহ্ম
জ) আনন্দময়োহভ্যাসাৎ।। ব্রহ্মসূত্র ১/১/১২
সূত্রার্থ:-ব্রহ্ম আনন্দময় বলে শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকায়।

৩) উপনিষদে বিষ্ণু তত্ব
ক) বৃহদারণ্যক ৬/৪/২১
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রুপাণি পিংশতু
অনুবাদ:- বিষ্ণু যেমন জগতের উৎপত্তির কারন বা যোনি।
খ) তৈত্তীরিয় ১/১/১
শং নো মিত্র শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা
শং ন ইন্দ্রো বৃহষ্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম। অবতু বক্তারম।
গ) কঠ১/৩/৯ যম নচিকেতা কে উপদেশ করছে
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান নরঃ।
সঃ অধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদম
অনুবাদ:- তৃতীয় থেকে নবম মন্ত্র পর্যন্ত সাততি মন্ত্রে পরমাত্মা লাভের সাধন সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষে বলছেন এভাবে বুদ্ধি দ্বারা মন কে নিয়ন্ত্রন করে ভগবান কে চিন্তন করে সে পরম অভীষ্ট বিষ্ণু র চরন প্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রটি মৈত্রী উপনিষদেও আছে ৬/২৬
ঘ) মহোপনিষদ ১/১

একো হ বৈ নারায়ণ আসিৎ, ন ব্রহ্মা, ন ঈশানো ন ইমে দ্যাবাপৃথিবী।
ঙ) হ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চতে পত্নৌ। তৈত্তীরিয় আরণ্যক নারায়ণ অনুবাক, শুক্ল যজুর্বেদ ৩১/২২
৪) বিষ্ণু ও সূর্য
ক) **ছান্দোগ্য উপনিষদে**
যো অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে
হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশঃ অপ্রণখাত্সর্ব এব সুবর্ণঃ
তস্য যথা কপ্যাসং পুন্ডরীকমেবমক্ষিনী তস্যোদিতি নাম স এব সর্বেভ্যঃ পাপমেব উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপমভ্যো য এবং বেদ। (ছান্দোগ্য উপনিষদে ১/৬/৬-৭)
অনুবাদ:-সূর্যমন্ডলের অভ্যন্তরে এই যে হিরণ্যবর্ন অর্থাৎ জ্যোতির্ময় পুরুষ দৃশ্য হয় তার কেশ স্বর্ণ বর্ন, অঙ্গজ্যোতি স্বর্ণ বর্ন আপাদমস্তক স্বর্ণ বর্ণ।
তাহার চক্ষুদ্বয় বানরের পশ্চাদভাগের ন্যায় যে লোহিতাম্ভ পদ্ম সেই পদ্ম সদৃশ সমুজ্জ্বল। (রঙ্গরামানুজ ভাষ্যে পূর্ন প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় যার চক্ষুদ্বয় শোভমান), তার নাম উৎ কারন তিনি সকল পাপ থেকে উর্দ্ধে স্থিত। যিনি এইরূপ জানেন তিনি ও পাপরাশী থেকে উত্তীর্ন হন। (রঙ্গরামানুজ ভাষ্যে তিনি প্রাকৃত জগতের উর্দ্ধে, যিনি তাকে অনুরূপ ভাবে জানতে পারেন তিনি প্রাকৃত জগতের উর্দ্ধে গমন করেন।)
ইনিই পরমাত্মা কারন পরমাত্মাই সমস্ত পাপের অতীত। যথা ছান্দোগ্যে ৮/৭/১ য আত্মাহপতপাপ্না (সেই পরমাত্মা পূণ্য ও পাপের অতীত)।
খ) মহাভারত শান্তিপর্ব মোক্ষধর্ম ৩৪৭/৬৯
ধ্যেয় সদা **সবিতৃমন্ডল মধ্যবর্তী** নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান কনককুন্ডলবান হিরন্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ।
অনুবাদ:-সূর্যমন্ডলের বা সূর্যদেবের অন্তর্যামী পুরুষ নারায়ণের ধ্যান করি যিনি পদ্মাসন, কনক কুন্ডল কেয়ূরধারী, স্বর্নবর্ন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান, শঙ্খচক্রধারী।
গ) বাল্মীকি রামায়ণে যুদ্ধ কান্ডে আদিত্য হৃদয় স্তোত্রে বলা হয়েছে সূর্যের অন্তর্যামী পরমপুরুষ হলেন নারায়ণ

৪) **উপনিষদে রুদ্র তত্ব**
দশটি প্রধান উপনিষদে শিব বা রুদ্রের কথা তেমন পাওয়া যায়না। কেবল বৃহদারন্যকে আছে শিবের কথা যে ব্রহ্ম থেকে ঈশানের উৎপত্তি। ও প্রশ্ন উপনিষদে প্রান(ব্রহ্ম) থেকে রুদ্রের উৎপত্তি হয়েছে।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্রের কথা আছে। যদিও এটি মুখ্য দশটি উপনিষদের মধ্যে পড়েনা। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তার বেদান্তভাষ্যে এই উপনিষদ থেকে অনেক মন্ত্র উল্লেখ করেছেন। তাই অনেকে এটিকে প্রামানিক মানেন বিশেষত শৈব ও অদ্বৈতবাদীরা।

আবার এই উপনিষদ কে যেমন শৈব ও অদ্বৈতবাদীরা প্রামানিক মানেন। তেমন রামানুজাচার্য্য মহোপনিষদ শ্রুতি, নারায়ন উপনিষদ ও মাধ্বাচার্য্য ভাল্লবেয় শ্রুতি, পৈঙ্গী শ্রুতি থেকে তাদের ভাষ্যে প্রমান দিয়েছেন বিষ্ণু ই পরম ব্রহ্ম।
তং বৈ বিষ্ণুং পরমমুদাহরন্তীতি -ভাল্ববেয় শ্রুতি
অনেকে বলেন আচার্য্য শঙ্কর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন তাই এটি একটি প্রামানিক ও প্রধান শ্রুতি। এবং এই উপনিষদ প্রমানে রুদ্র ই ব্রহ্ম। আচার্য্য শঙ্কর নৃসিংহপূর্বতাপনী র ও ভাষ্য রচনা করেছেন।
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩/৯/৪
কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদযদ রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি।।
শঙ্কর ভাষ্য অনুযায়ী অন্বয়:- কতমে রুদ্রা ইতি। পুরুষে= মানবদেহে। ইমে= এই যে। দশ প্রাণঃ= ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, দশটি ইন্দ্রিয়। আত্মা=মন। একাদশঃ= এই ১১। যদা =যখন। তে= তারা। অস্মাৎ মর্ত্যাৎ শরীরাৎ= এই মর্ত্যদেহ হইতে উৎক্রামস্তি= উৎক্রান্ত হন। অথ= তখন। রোদয়ন্তি= আত্মীয়গন কে রোদন করান। যৎ=যেহেতু তৎ= ঐসময়ে রোদয়ন্তি= রোদন করান। তস্মাদ রুদ্রা ইতি= অতএব তারা রুদ্র।
শাকল্য প্রশ্ন করলেন রুদ্র কারা? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন মানুষের দশটি ইন্দ্রিয ও মন এই হল একাদশ রুদ্র(রুদ্র এগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেব)।
মানুষ যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করে তখন এই রুদ্ররাই তার আত্মীয় পরিজন কে রোদন করায় তাই তাদের নাম রুদ্র।
ব্যাখ্যা:- বিষ্ণু পুরানে বর্ননা আছে রুদ্রের উৎপত্তির পর ব্রহ্মা ১১ জন রুদ্রকে ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনে অধিষ্ঠান করতে বলেন তাই যখন এই ইন্দ্রিয় ও মন আর কার্য্য করেনা অর্থাৎ রুদ্ররা চলে যায় তখন আত্মীয় পরিজন রা কাঁদে। জীব কে কান্না করায় বলে তার নাম রুদ্র।

ভাগবতম এ এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা আগে বলা হয়েছে।
শিব ই উপনিষদের ব্রহ্ম এই পূর্বপক্ষ খন্ডন

১)শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্রের কথা বলা হয়েছে
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ ১/১০
একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্থূর্য ইঁমাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ ৩/২
অনুবাদ:- রুদ্র এক দ্বিতীয় কেউ নয় যে বিশ্ব সৃষ্টি পালন ও ধ্বংস করেন।
যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ৩/৪
অনুবাদ:- যিনি হিরণ্যগর্ভ কে জন্মাতে দেখেছেন।
যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাহপাপকাশিনী

তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ৩/৫
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্নং পুরুষেণ সর্বম।। ৩/৯
ততো যৎ উত্তরতরম তদরূপমনাময়ম।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ৩/১০
যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসন শিব এব হি কেবলঃ
তদক্ষরং তৎসহিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরানী ৪/১৮
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।। ৪/১০
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং। ৬/৭
অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ ভীরুঃ প্রপদ্যতে
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।। (৪/২১)
অনুবাদ:- হে রুদ্র তোমাকে অজাত জেনে জন্ম মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষ তোমার শরণ নেয়, আমি ও তোমার শরণ নিলাম। তোমার কল্যাণ ময় স্বরূপ দ্বারা আমাকে ভয় মুক্ত করো।
তাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বাক্য অনুসারে রুদ্রই পরব্রহ্ম এরূপ পূর্ব পক্ষ খন্ডন।
আগেই বলেছি এটি প্রধান দশটি উপনিষদের মধ্যে পড়ে না। এটি শৈব উপনিষদ। এরকম বহু উপনিষদ আছে তাই এই উপনিষদের বাক্যের অর্থ প্রধান দশটি উপনিষদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে তাৎপর্য্য নির্নয় করতে হবে।
ক) **শঙ্করাচার্য্য কথিত প্রধান দশটি উপনিষদে বলা আছে রুদ্র ব্রহ্মের থেকে উৎপন্ন:-**
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/১১
ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীদেকমেহ তদেকং সন্ন ব্যভবৎ.........ইন্দ্র বরুন মৃত্যুঃ ঈশান।
অনুবাদ:-
খ) প্রশ্ন উপনিষদ ২/৯
ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতি
অনুবাদ:- হে প্রান (ব্রহ্ম) তুমিই ইন্দ্র, প্রলয়কালে সকলের সংহারকারী রুদ্র, অন্তরীক্ষে বিচরনকারী বায়ু, ও জ্যোতিষাপতি সূর্য।
গ) সুবলোপনিষদ ২য় খন্ড/১ম মন্ত্র ললাটাতক্রোধোজঃ রুদ্রো জায়তে।
ঘ)একো হ বৈ নারায়ণ আসিৎ, ন ব্রহ্মা, ন ঈশানো ন ইমে দ্যাবাপৃথিবী। মহোপনিষদ ১/১
ঙ) তৈত্তীরিয় আরণ্যকের ১০ম প্রপাঠকের ১৩ অনুবাকে বলা হয়েছে।
নারায়ণঃ পরো জ্যোতির্আত্মা নারায়নঃ পরঃ
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বম নারায়ণঃ পরঃ
চ) মহানারায়নোপনিষদ ১ম অনুবাক/৩

য়মন্তঃ সমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি
পন্ডিতেরা বলেন পরমপুরুষ সমুদ্রে বাস করেন।
২)**পূর্বপক্ষ:-** শৈব মতবাদী রা বলে রুদ্র দুই জন একজন ব্রহ্মার থেকে উৎপন্ন জাত রুদ্র তিনি সৃষ্টির আদিতে ছিলেন না, তিনি সৃষ্ট, তার কথাই এই উপনিষদ সমূহ তে বলা আছে। ও আরেকজন হলেন পরশিব তিনি সব কিছুর স্রষ্টা তিনি অজাত বা জন্মরহিত। তার থেকেই বিষ্ণু ও ব্রহ্মার উৎপত্তি। পরে ব্রহ্মা থেকে রুদ্র বা শিবের উৎপত্তি। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর
ক) এরকম দুই জন শিব আছে শ্রুতিতে কোনো প্রমান নেই। বরং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিই বলছে একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় ৩/২। তাহলে দুই জন রুদ্র আছে এটা শৈব পাশুপত মতের সামন্জস্য হীন কল্পনা। বেদান্তসূত্রেও শৈব পাশুপত মত খন্ডন করা হয়েছে
পত্যুঃ অসামন্জস্যাৎ। ব্রহ্মসূত্র ২/২/৩৭
সূত্রার্থ:- সামন্জস্যহীনতার জন্য পাশুপত মত খন্ডন করা হল।
খ) রুদ্র থেকে যে জীব ও জগতের উৎপত্তি সেরকম কোনো শ্রুতি শ্বেতাশ্বতর ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। বরং রুদ্র যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন, পরমাত্মা নন তা শঙ্করাচার্য্য কথিত প্রধান দশটি উপনিষদে বলা আছে। আর রুদ্র যে প্রজাপতি ব্রহ্মা র থেকে উৎপন্ন তার স্বপক্ষে শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি শ্রুতি আছে। যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়েও রুদ্র যে জাত সৃষ্টির আদিতে ছিলেন না তা বারবার বলা হয়েছে।শীঘ্র জাত ক্ষিপ্র জাত রুদ্র, তরঙ্গ হতে বা স্থির জল হতে জাত, নদীতে জাত, দ্বীপে জাত (৩১ মন্ত্র) বৃক্ষাদি মূলে জাত গন্ধর্বলোকে বিবাহোচিত ক্ষেত্রে জাত, গোষ্ঠে জাত, পাষাণে জাত, ইত্যাদি।
এবং ঋগ্বেদ থেকে দেখানো হয়েছে বিষ্ণুই পরম তত্ব। কিন্তু নারায়নের উৎপত্তি বলা হয়েছে এমন কোনো শ্রুতি নেই। এমনকি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও রুদ্র থেকে নারায়ন উৎপন্ন তা বলছেনা। আর দুইজন রুদ্র আছে শিব ও পরশিব তার সমর্থনেও কোনো শ্রুতি নেই। রুদ্রাধ্যায়ে জাত রুদ্রের কথা বলা আছে, শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি তেও রুদ্রের জন্মের কথা বলা আছে, তবে পরাশিবের কথা কোথায় আছে? তাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে রুদ্র শব্দে নারায়ন এই অর্থ ই ধরতে হয়।

গ)তাছাড়া শ্বেতাশ্বতরে রুদ্রের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বিষ্ণু কে বোঝাতে ব্যাবহার করা হয়। যেমন
মহানপ্রভূর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ ৩/১২ ব্রহ্মকে সত্তগুনের প্রবর্ত্তক বলা হয়েছে। বিষ্ণু ই সত্তগুনের অধীশ্বর।
মহাপুরুষ শব্দে বিষ্ণু কেই বোঝায়, যথা পুরুষ সূক্তে বেদাহমেতম পুরুষম মহান্তম শুক্লযজুর্বেদ ৩১/
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ের মন্ত্র ১৪ ১৫
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম।। ৩/১৪
সর্বাননশিরোগ্রীব সর্বভূতগুহাশয়ঃ

সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাত সর্বগতঃ শিবঃ ৩/১১
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ শ্বে ৩/৩ এগুলিও পুরুষসূক্ত অনুসারে নারায়ন কেই বোঝায়।

মহাভারতে শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম পর্বে ৩৪২ অধ্যায়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে :- কৃষ্ণ বলেছেন বেদ এ রুদ্র ইন্দ্র ইত্যাদি যে নাম রয়েছে তা কৃষ্ণ কেই নির্দেশ করে। কৃষ্ণের রূপ গুন ও কার্য্য কে লক্ষ্য করে সেই সকল নাম ব্যাবহৃত হয়। তাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে রুদ্র শব্দের দ্বারা বিষ্ণুতত্ত্ব কেই নির্দেশ করছে।

অর্জুন উবাচ
বেদেষু স পুরানেষু যানি গুহ্যানি কর্মভিঃ
তেষাম নিরুক্তম তত্ত্বোহম শ্রোতুমিচ্ছামি কেশব
ন হি অন্যো বার্তায়েন নাম্নাম নিরুক্তম ত্বাম ঋতে প্রভো।

অনুবাদ:- হে কেশব বেদ পুরানে এ ঋষিরা তোমার বিভিন্ন লীলা ও সেইসম্পর্কিত তোমার যে বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেছেন সেই সব নামের মাহাত্ম্য আমাকে বলো।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচঃ
ঋগ্বেদে সযজুর্বেদে তথৈবথর্বসামসু পুরাণে
সোপনিষদে তথৈব জ্যোতিষে অর্জুন
সাংখ্যে চ যোগশাস্ত্রে চ আয়ুর্বেদে তথৈবচ
বহুনি মম নামানি কীর্তিতানি মহর্ষিভিঃ
গৌণানি তত্র নামানি কর্মজানি চ কানি চিত
নিরুক্তম কর্মজ্ঞম চ শৃণুস্ব প্রয়াতো অনঘ

অনুবাদ:- শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে অর্জুন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদে সামবেদে পুরানে উপনিষদে জ্যোতিষে সাংখ্যশাস্ত্রে যোগশাস্ত্রে, আয়ুর্বেদে ঋষিরা অসংখ্য যেসব নাম উল্লেখ করেছেন। কিছু নাম আমার স্বরূপ সম্বন্ধিত কিছু আমার কার্য্য সম্পর্কিত। হে পাপরহিত অর্জুন আমি তোমার কাছে সেই সব নাম ও তাদের মাহাত্ম্য বর্ননা করছি তুমি তা মনোযোগ সহকারে শোনো।

৩) **শ্বেতাশ্বতর ও অথর্বশিরোপনিষদ বাক্যে র রামানুজাচার্য্য কৃত সমাধান।**

প্রানং মনসি সহকরণৈঃ নাদান্তে পরাত্মনি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য ধ্যায়ীত ঈশানং প্রধ্যায়ীত এবং সর্বমিদম। ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রাস্তে সর্বে সংপ্রসূয়ন্তে। ন কারনং....কারনং তু ধ্যেয়ঃ সর্বৈশ্বরয্যসম্পন্নঃ সর্বেশ্বরঃ শম্ভুঃ আকাশমধ্যে ধ্যেয়ঃ (অথর্ব শীর্ষ উপনিষদ)

অনুবাদ:- ইন্দ্রিয়ের সাথে প্রান কে পরমাত্মার মধ্যে স্থাপিত করে নাদের পরে মনে ঈশানের ধ্যান করবে, ধ্যানকারী ভাববে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র ইহারা সকলেই উৎপন্ন হন। অতএব ইহারা কেহই কারনবস্তু হইতে পারেন না। কিন্তু কারনবস্তুই ধ্যেয়। সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্বেশ্বর শম্ভুই আকাশ মধ্যে ধ্যেয়।

রামানুজাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা:- অথর্বশিরোপনিষদে যে বলা হয়েছে রুদ্র থেকে বিষ্ণু ইন্দ্র বরুন এর জন্ম তার কারন তার মধ্যে ব্রহ্ম পরমাত্মা রূপে অন্তরেরও অন্তরে অবস্থান করেছিল। সোহন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ/ অথর্বশীর্ষ ২য় মন্ত্রএ তা বলা হয়েছে।

ওঁ দেবা হ বৈ স্বর্গং লোকমায়ংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন্‌কো ভবানিতি । সোঽব্রবীদহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ ভবিশ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি । সোঽন্তরাদন্তরং প্রাবিশত্ দিশশ্চান্তরং প্রাবিশত্ সোঽহং নিত্যানিত্যোঽহং ব্যক্তাব্যক্তো ব্রহ্মাব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণাঞ্চ উদঞ্চোঽহং অধশ্চোর্ধ্বং চাহং দিশশ্চ প্রতিদিশশ্চাহং পুমানপুমান্ স্ত্রিয়শ্চাহং গায়ত্র্যহং সাবিত্র্যহং ত্রিষ্টুব্জগত্যনুষ্টুপ্ চাহং ছন্দোঽহং গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিরাহবনীয়োঽহং সত্যোঽহং গৌরহং গৌর্যহমৃগহং য়জুরহং সামাহমথর্বাঙ্গিরসোঽহং জ্যেষ্ঠোঽহং শ্রেষ্ঠোঽহং বরিষ্ঠোঽহমাপোঽহং......

যেমন বামদেব ঋষি বলেছিলেন আমি মনু ও সূর্য হয়েছিলাম(বৃহদারণ্যকে ১/৪/১০)। বামদেব ঋষি নিজেকে পরমাত্মার সাথে একাত্ম জেনে এই উক্তি করেছিলেন। ব্রহ্মসূত্রে ও তা বলা হয়েছে শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ১/১/৩০

রুদ্রের মধ্যে ব্রহ্ম পরমাত্মা রূপে অন্তরেরও অন্তরে প্রবেশ করেছিল। এজন্য রুদ্র সর্বেশ্বরত্বের কথা বলা হয়েছে।

প্রহ্লাদ ও তেমন বলছিলেন বিষ্ণু পুরানে সেই অনন্ত পুরুষ সর্বগত বলে আমিও তিনি, সকলেই আমার থেকে উৎপন্ন, আমিই সর্ববস্তু আমার মধ্যেই সকলে অবস্থিত, আমি সনাতন পুরুষ। সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ মত্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে (বিষ্ণুপুরানে ১/১৯/৮৫)

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ

ঐশ্বর্য বিচারে বিষ্ণু ও কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই। কিন্তু মাধুর্য্যবিচারে বিষ্ণু র থেকে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। তাই বিষ্ণু র থেকেও পরমতত্ব একজন আছেন যিনি হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।বেদ বেদান্ত পরব্রহ্মের লক্ষন নির্নয় করেছে যার থেকে সমস্ত জীবাত্মা ও জগত সৃষ্টি হয়।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নিজে জগত সৃষ্ট্যাদি কাজ করেন না। বিষ্ণু র দ্বারা সেসব করেন। তাহলে তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হন কি করে? জগত সৃষ্টির কারনের ও যিনি কারন, সেই বিষ্ণু যার থেকে উৎপন্ন হয় তিনি হলেন কৃষ্ণ।

আর বেদান্তে পরব্রহ্মের অন্য যে সকল লক্ষন বলা হয়েছে সে গুলি একমাত্র কৃষ্ণের মধ্যে আছে।

তৈত্তীরিয় উপনিষদ ২/৭

রসো বৈ সঃ। রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

পরব্রহ্ম রসস্বরুপ, শুধু তাই নয় তিনি রসপ্রদাতা ও জীব সেই রস কে লাভ করে আনন্দ লাভ করে।

বৃহদারণ্যকউপনিষদ ২/৫/১২

ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধূ।

সর্বজীব এই আনন্দ স্বরুপ বস্তুরই অংশমাত্র উপজীবিকা রুপে লাভ করেছে।

বৃহদারণ্যকউপনিষদ ২/৫/১৪

অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বানি ভূতানি মধূ।

বৃহদারণ্যকউপনিষদ ৪/৩/৩২

তৈত্তীরিয় ৩/৬

আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ

ব্রহ্মসূত্র ১/১/১২

আনন্দময়োহভ্যাসাৎ

বিষ্ণু র মধ্যে ঐশ্বর্য্য রয়েছে। ঐশ্বর্য্যে সম্ভ্রম জন্মায়। মাধুর্য্যেই রস জন্মায়।
খুব সহজ ভাবে বলতে গেলে চতুর্ভূজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর বিষ্ণু মূর্তি দেখলে সম্ভ্রমে প্রনাম করি। গোপাল মূর্তি দেখলে আমার আদরের গোপাল এরকম ভাব জন্মায়। এই হচ্ছে রস। যা বিষ্ণু তত্বে প্রাপ্য নয়।
বেদের জ্ঞান এতদূর পৌছাতে পারেনা। তা ভাগবতের দশম স্কন্দে শ্রুতি স্তুতি অধ্যায় থেকে জানা যায়। কিন্তু শ্রুতি মন্ত্র কৃষ্ণ তত্ব সম্পর্কে যদি কিছু না বলে তবে বেদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই কৃষ্ণ সম্পর্কে সামান্য কিছু দিগদর্শন করেছে।

১) **ঋগ্বেদে শ্রী কৃষ্ণের কথা**

ঋগ্বেদ ১ম মন্ডল ১৫৪ সূক্ত ৬ ঋক

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।

অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণ পরমং পদমবভাতি ভূরি।।

ভাগবতের ১০/৮৭/১৮ শ্লোকের বৃহদবৈষ্ণব তোষণী টীকায় সনাতন গোস্বামী এই ঋকের যে ব্যাখ্যা করেছেন
অস্য অর্থঃ তা তানি, বাং যুবয়োঃ, বাস্তূনি গৃহাণি গৃহোচিতস্থানানিবা, গমধ্যৈ প্রাপ্তয়ে, উশ্মসি কাময়ামহে। তানি কানি? যত্র যেষু বাস্তুষু সদ্মসু ভূরিশৃঙ্গাঃ সুন্দরশৃঙ্গ্যো গাবঃ অয়াসঃ সর্বসুখদাঃ অত্র বাস্তুষু, অহ স্ফুটং তদনির্বচনীয়ং পদং শ্রীনন্দগৃহম, উরুগায়স্য বৃষ্ণঃ সর্বকামবর্ষণস্য ভূরি যথা স্যাত্তথাবভাতি, সদা নিত্যতয়া বর্ততে।
তোমাদের উভয়ের (রাধাকৃষ্ণ যুগলের) গৃহসমূহে স্থান পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি যে সকল গৃহে সুন্দর শৃঙ্গবিশিষ্ট গাভী গন সর্ব প্রকার সুখ দান করে সেই ধামে প্রচুরকীর্তীশালী সর্বকামনাবর্ষণশীল শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম (নন্দগৃহ) বহুভাবে সর্বদা নিত্য প্রকাশিত।

মহাভারতের টীকাকার শ্রীনীলকন্ঠসূরী ও হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে ১৯/৩৫ শ্লোকের টীকায় এই ঋকের কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করেছেন।

সায়নভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- যে সকল সুখের স্থানে ভূরিশৃঙ্গ বিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে সেই সকল স্থানে গমনের জন্য তোমাদের উভয়ের কাছে প্রার্থনা করি। এই সকল স্থানে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরমপদ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। বা এই সকল স্থান ই বিষ্ণুর পরম ধাম।

২) হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের ১৮/১ শ্লোকের টীকায় শ্রী নীলকন্ঠ সূরী ঋগ্বেদের ১/১৫৬/৪ ঋকের ব্যাখ্যা করেছেন।

তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ।

দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজঞ্চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে।।

নীলকন্ঠ কৃত টীকা:- অস্যবিষ্ণোস্তং পর্বতার্থং কৃতং স্বং স্বেন সম্পাদিতং ক্রতু যজ্ঞং বরুণোহশ্বিনৌ চ সচন্ত অন্বমোদন্ত মারুতস্তস্য বায়োরপি বেধসঃ স্রষ্টুঃ, ততশ্চ স্বমখভঙ্গে কৃতে ইন্দ্রে কুপিতে সতি বিষ্ণুঃ উত্তমং শ্রেষ্ঠ দক্ষং বৃষ্টিনিবারনক্ষমম অহর্বিদং ক্রতোর্লব্ধারং পর্বতং দাধার দধার ধৃতবান। যতঃ সখিবান মহান ব্রজাখ্যসখিসমুদায়বান ব্রজম অপোর্ণুতে তেনার্হবিদা শৈলেন আচ্ছাদয়তীতি।

নীলকন্ঠ কৃত ব্যাখ্যা র অনুবাদ:- এই বিষ্ণু র সেই পর্বতের উদ্দেশ্যে স্বসম্পাদিত যজ্ঞ বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় অনুমোদন করলেন। সেই বিষ্ণু বায়ুর ও স্রষ্টা। তখন নিজের যজ্ঞ হওয়ায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হলে বিষ্ণু বৃষ্টি নিবারনে সমর্থ, শ্রেষ্ঠ ও যজ্ঞে নিবেদিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত পর্বতকে তিনি উচ্চে ধারণ করলেন। যাহাতে তিনি ঐ যজ্ঞভোক্তা পর্বত দ্বারা সমস্ত স্বজন বর্গের সহিত ব্রজকে আচ্ছাদন করলেন।

৩) **এই সমস্ত শ্লোকে তো বিষ্ণু শব্দ রয়েছে কৃষ্ণ নাম নেই।** এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর। ভাগবতমেও অনেকসময় কৃষ্ণ কে বোঝাতে বিষ্ণু শব্দ ব্যাবহার হয়েছে যথা

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ (ভাঃ১০/৩৩/৩৯)। যেমন প্রহ্লাদজী বলছেন মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা (ভাঃ৭/৫/৩০) আবার পরের শ্লোকেই বলছেন ন তে গতি স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম (ভাঃ৭/৫/৩১)

কারন কৃষ্ণেরই আরেক নাম বিষ্ণু। তাই এখানে বিষ্ণু শব্দে কৃষ্ণ কেই বোঝায়। বিষ্ণু রাসলীলাদি, গোবর্ধন ধারনাদি করেন না।

লঘু ভাগবতামৃত ১৫৯ শ্লোকে বলা হয়েছে বিষ্ণু, মাধব, কেশব, দামোদর, অধোক্ষজ এগুলি নারায়ণের নাম হলেও ভিন্ন ভিন্ন কারনে কৃষ্ণের ও নাম। বিষ্ণু র অবতার বলে এসব নাম কৃষ্ণের জন্য ব্যাবহৃত হয় এরকম নয়।

বসুদেবের পুত্র বলে তার নাম বাসুদেব।

মধুর বংশে জন্ম তাই নাম মাধব।

বৃষ্ণি বংশে জন্ম বলে কৃষ্ণের আরেক নাম বিষ্ণু। বা

মৃত্তিকা ভক্ষন লীলায় যশোদা কৃষ্ণের মুখে সমস্ত জগত কে দর্শন করেছিল সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকার জন্য ব্রজবাসী রা কৃষ্ণের বিষ্ণু নামকরন করে।

উদরে দাম বন্ধনের জন্য নাম দামোদর।

পুতনা বধের পর রাক্ষসী পূতনার কোলে শিশু কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে সকল ব্রজবাসীরা বলেছিল ভগবানের অসীম করুনায় এই শিশু জীবন ফিরে পেয়েছে। তাই পূনর্জন্ম হয়েছে বলে তার নাম অধোক্ষজ। গো গনের অধিপতি বলে ইন্দ্রমানভন্জন লীলার পর ইন্দ্র তার গোবিন্দ নাম করন করেন।

কিন্তু লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু র ও নাম দামোদর। কাঞ্চীশোভিতমধ্যত্বং দামোদরত্বম।(ল.ভা) লক্ষ্মীপতিত্বং মাধবত্বং। (ল.ভা) মা(লক্ষ্মী) র ধব(স্বামী) তাই বিষ্ণু র ও নাম মাধব।

ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বলে বিষ্ণু র ও এক নাম গোবিন্দ।

কিন্তু কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লভ, রাধাকান্ত, ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর ইত্যাদি নাম কৃষ্ণেরই এগুলি দ্বারা বিষ্ণুকে বোঝায় না। তাই গোপবেশ ধারী বিষ্ণু "বিষ্ণুর্গোপা" ইত্যাদি শব্দে কৃষ্ণ কে বোঝায়।

সাম ১৬৮৮ বিষ্ণু গোপা

৩) **ঋগ্বেদ ১ম মন্ডল ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক**

অপশ্যং গোপাম অনিহপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।

স সধ্রীচীঃ স বিষুচীর্বসান আবরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ।।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত অনুবাদ:- দেখিলাম এক গোপাল, তার কখনও পতন নাই, কখনো নিকটে কখনো দূরে নানা পথে তিনি ভ্রমন করছেন, তিনি কখনো বহু বস্ত্রাবৃত, কখনো পৃথক পৃথক বস্ত্রাচ্ছাদিত, এই রূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমন করছেন।

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- আমি এই রক্ষণশীল অবিষন্ন আদিত্যকে অন্তরীক্ষে আগমন ও প্রত্যাগমন করতে দেখি, আদিত্য সহগামী, ও সর্ব্বত্রগামী, কিরণমালায় আচ্ছাদিত হয়ে ভুবনসমূহে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করছেন।

সায়ন ভাষ্য:- অহং গোপাং সর্ব্বস্য লোকস্য বৃষ্টিপ্রকাশাদিনা গোপয়িতারং অনিপদ্যমানং কদাচিদপ্যবিষণ্ণং তথা পথিভিঃ বিচিত্রৈঃ মার্গৈরন্তরিক্ষরূপৈরাচরন্তং চ পরাচরন্তং চ উদয়প্রভৃত্যা মধ্যাহ্নমাগচ্ছন্তং মধ্যাহ্নপ্রভৃত্যা সায়ং পরাঙ্মুখং গচ্ছন্তং এবং মহানুভাবমাদিত্যং অপশ্যং যাথাত্ম্যেন পশ্যেয়ং। কিঞ্চ স আদিত্যঃ সধ্রীচী সহাঞ্চতীঃ বিষূচীঃ বিষ্বগঞ্চতীঃ রাত্রাবপি চন্দ্রভৌমাদিত্যানাং প্রকাশয়িত্রীঃ ত্বিষো বসানঃ আচ্ছাদয়ন ভূবনেষু ভূবনৈকদেশেষু লঙ্কাদিপ্রদেশেষু অন্তর্মধ্যে অবরীবর্ত্তি উদয়াস্তময়ং কুর্ব্বন পুনঃপুনরাবর্ত্ততে তমপশ্যামিত্যর্থঃ। এষ বৈ গোপা এষ হীদং সর্ব্বং গোপায়তীত্যাদ্যস্মদ্রাহ্মণম। অপশ্যং গোপামিত্যাহ অসৌ বা আদিত্যো গোপাঃ স হীমাঃ প্রজা গোপায়তীত্যাদি তৈত্তীরিয়কং বা দ্রষ্টব্যং

উপনিষদে কৃষ্ণ তত্ত্ব

২)ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩/১৭/৬

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোহন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত। অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি। তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ
মূল উপনিষদে কিন্তু কৃষ্ণ যে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। তার কোনো উল্লেখনেই। শঙ্করাচার্য্য তার ভাষ্যব্যাখ্যায় বলেছেন "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায়"। তাই থেকে অনেক পন্ডিতেরাও তাই ধারনা করেন। কিন্ত "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ" কৃষ্ণের পরিচয়ের জন্য এটাইকি যথেষ্ট নয়? রঙ্গরামানুজাচার্য্য তার ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা দেওয়া হল।
স ঘোরনামা ভগবচ্ছেষত্বানুসন্ধানপূর্বক পুরুষ যজ্ঞোপাসনানুষ্ঠানেন ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাপ্যাপিপাসো মুক্তো বভূবেত্যর্থঃ। ততশ্চ ষোড়শাধিকবর্ষশতজীবন
ফলকস্যাপি পুরুষযজ্ঞদর্শনস্য ভগবচ্ছেষত্বানুসন্ধান পূর্বকমনুষ্ঠিতস্য
ব্রহ্মবিদ্যোপযোগীত্বমপ্যস্তীতি ভাবঃ। স বভূবেত্যস্য স ভবতীত্যর্থঃ। সোহন্তবেলায়ামিত্যত্র স ইত্যস্য য ইত্যর্থঃ। ততশ্চ যোহন্ত বেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত সোহপিপাসো
ভবতীত্যুবাচেত্যুত্তরত্রাণ্বয়ঃ। স ভগবচ্ছেষত্বানুসন্ধান পূর্বকপুরুষবিদ্যাসাধিত
চিরায়ুষ্ট্বানুগৃহীত ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ পুরুষঃ। মরণকাল এতন্মন্ত্রত্রয়ং জপেদিত্যর্থঃ। তত্র
পরব্রহ্মবিষয় এতাবৃঙ্মন্ত্রৌ ভবতঃ।।
টীকার অনুবাদ:- পুরুষযজ্ঞদ্রষ্টা অঙ্গিরস গোত্রীয় ঘোর নামক ঋষি দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতীর জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যা অনুসন্ধান করে সেই পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই ঘোর নামক ঋষি ভগবানের শেষত্ব অনুসন্ধান করে পুরুষযজ্ঞোপাসনা দ্বারা নিশ্চই নিবৃত্ততর্ষ বা জড়তৃষ্ণামুক্ত হয়েছিলেন। অন্তিমকালে যিনি এই মন্ত্রত্রয়ের শরণ নেয় তিনি মুক্ত হন। প্রয়াণকালে এই তিন মন্ত্র জপ কপা কর্তব্য হে পরব্রহ্ম তুমি অক্ষয়, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণের থেকেও প্রিয়তম। এই বিষয়ে দুটি ঋক আছে।
মাধ্বাচার্য্য ও এই মন্ত্রের ভাষ্যে অঙ্গিরস গোত্রীয় ঘোর নামক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যে দিব্য সূরী গনের প্রার্থিত পরম পদ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলছেন তা দেখিয়েছেন।
৩) **ছান্দোগ্য উপনিষদে** ৮/১৩/১
শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে
আমি শ্যাম হইতে শবলকে (বৈচিত্রী) ও বৈচিত্রী হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই।
৪) **অথর্বশির উপনিষদে**
বিষ্ণু দেবত্যা কৃষ্ণাবর্নেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ বৈষ্ণবং পদম /৫
৫) **নারায়ণোপনিষদে**
ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ
ব্রহ্মণ্যো পুন্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরুচ্যতে /৪
৬) স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ণ রমমানঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা (ছান্দোগ্য ৮/১২/৩)
অনুবাদ:- তিনি সেখানে স্ত্রী বন্ধু আত্মীয় গনের সাথে হাস্য ক্রীড়া রমন করত বিহার করেন।
৭) নীলং পরঃ কৃষ্ণ ছান্দোগ্য ১/৬/৫ শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ

রাধাতত্ত্ব

রাধারানীর লীলা ও রাধাতত্ত্ব অনুভব করা দুরুহ বিষয়। এই গ্রন্থে আমি তাই রাধাতত্ত্ব অনুভব করার চেষ্টাও করিনি, তা অনুভবী বৈষ্ণব গনের পক্ষেই সম্ভব। কেবল রাধারানীর কথা প্রামানিক শাস্ত্রে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা অনুবাদ সহ উল্লেখ করেছি মাত্র। শাস্ত্র প্রমানের সাথে ইতিহাসের প্রমান ও দিতে হয়েছে যা প্রমান করে খ্রীষ্টের জন্মের বহুশতাব্দী পূর্বেই রাধা সহ গোপীজনবল্লভের উপাসনা হত। ইতিহাস থেকে প্রমান দেওয়ার আরো কারন এই যে বর্তমানে অনেক পন্ডিতেরা ও মনে করেন (যাদের মধ্যে বাংলার একজন সাহিত্যসম্রাট ও আছেন) যে চৈতন্যমহাপ্রভূর মনগড়া এই রাধাকৃষ্ণ উপাসনা ও গোপীদের সাথে কৃষ্ণের রাসলীলা কোনো প্রামানিক শাস্ত্রে নেই, মহাপ্রভূ জয়দেব বড়ূচন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাসের কবিতা থেকে রাধা চরিত্রের উপাদান সংগ্রহ করে রাধা কে সর্বেশ্বরী বানিয়েছেন।

কি কারনে জানিনা বর্তমান সময়ে অনেকে এও ধারনা করেন যে রাধারানীর নাম কোনো শাস্ত্রে নেই, তার কোনো অস্তিত্ব ও নেই, পরবর্তী কালে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের কাহিনী জড়িয়ে কৃষ্ণ চরিত্র কে বিকৃত করা হয়েছে। মুসলিম শাসন কালে মুসলিম শাসকদের আনুকূল্যে কৃষ্ণ চরিত্র কে বিকৃত করার জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরান রচিত হয়। সেখানে রাধাকৃষ্ণের কামলীলা লিখে কৃষ্ণচরিত্র কে বিকৃত করা হয়েছে। মুসলমানরা হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করেই হিন্দুধর্মকে দমন করতে পছন্দ করে তারা হিন্দুশাস্ত্র রচনা করতে উৎসাহ দেন কিনা জানিনা। তবে ইসলাম শাসনকাল বা চৈতন্য মহাপ্রভূর আবির্ভাবের বহু আগেই রাধাকৃষ্ণ যুগল উপাসনার কথা ইতিহাস বলে। গাথাসপ্তশতী, ভাসের রচিত বালচরিত তার প্রমান। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬ষষ্ঠ আরণ্যকের ৪র্থ ব্রাহ্মণে পিতা মাতা কিভাবে মৈথুন করবে ও পুত্র উৎপাদন করবে তা বলা হয়েছে। এখন কেউ এটা ও বলতে পারে এই অংশ টি প্রক্ষিপ্ত, বেদ কে অপবিত্র করার জন্য কেউ এসব প্রক্ষিপ্ত করেছে। বা বৃহদারণ্যক উপনিষদ মুসলমান মৌলবী উলেমারা বসে লিখেছে।

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়েও গোপীদের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক করেন কি করে? রাসলীলা শোনার পর পরীক্ষিত মহারাজের ও মনে এই প্রশ্ন এসেছে

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।। ৩৩/২৬
স কথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিত।
প্রতীপমাচরদব্রহ্মন পরদারাভিমর্শনম।। ৩৩/২৭

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন হে ব্রহ্মন জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপন ও অধর্ম বিনাশের জন্য নিজ অংশ সহ অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি কি করে পরদারাদি আলিঙ্গন রূপ প্রতিকূল কার্যাদি করেন?

তার উত্তরে শুকদেব বলছেন ৩৩/৩৫

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম।
যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নে নেহ দেহভাক।।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ।।
গোপীদের ও তাদের স্বামীদের ও সকল জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে যিনি বিরাজমান তিনি আলিঙ্গন করলে দোষ কি, আর
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যই গোলকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করেছেন যা শ্রবন করে মনুষ্যদেহধারী প্রানীগন ভগবৎসেবাপর হয়।
বিষ্ণু পুরানে ৫/১৩/৫৯-৬০ এও পরাশর মুনি বলছেন পরমাত্মা কৃষ্ণ সকল জীবের অন্তরে বাইরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তাই তার কাছে কে পর কে পৃথক?
সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ।।৫৯
তদ্ভর্ত্তৃষ তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোহসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ।। ৬০
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপীদের স্বামীদের মধ্যে গোপীগনে এবং সর্ব্বভূতেই আত্মস্বরূপ বায়ুর ন্যায় ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছেন, তিনি ভগবান, যেমন সর্বভূতসমূহে আকাশ অগ্নি পৃথিবী, জল, বায়ু, ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তিনিও সেভাবে সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।
১) **রাধাকৃষ্ণ যুগল উপাসনা খ্রীষ্টের জন্মের ও বহু শতাব্দী প্রাচীন।** এই বিষয়ে প্রমান:-
ক) ২৩৫-২২৫ খ্রীঃপূঃ এ রচিত রাজা হাল সাতবাহনের গাথাসপ্তশতী তে রাধা সহ কৃষ্ণের উপাসনার কথা পাওয়া যায়
অজ্জপি বালো দামোঅরোত্তি ইঅ জপ্পিঅই জসোআএ। কণ্হ মুহ পেসিঅচ্ছং নিনুঅং হসিঅং বঅ বহূহিং।। ২/১২
অদ্যপি বালো দামোদর ইতি জল্প্যতে যশোদয়া
কৃষ্ণ মুখপ্রেষিতাক্ষং নিভৃতঃ হসিতং ব্রজবধূভিঃ
অনুবাদ:-মাতা যশোদা মাতৃস্নেহে উদ্বেলিত হয়ে বলছেন কৃষ্ণ আমার এখনো দুগ্ধপোষ্য শিশু। এই কথা শুনে কৃষ্ণের মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে ব্রজরামা গন মুখ লুকিয়ে হাসছিল।
মুহ মারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো। এদাণং বল্লবীণং অণ্ণাণং বি গোরঅং হরসি।। ১/৮৯
মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন
এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি
অনুবাদ:- যেদিন কেশী দৈত্য বিনাশী কৃষ্ণ, রাধার চোখে পড়া ধুলো ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দিতে গিয়ে রাধার মুখ চুম্বন করেছিলেন সেদিন ব্রজরামা দের গর্ব ধুলোয় মিশে গেছিল।
খ) **গুপ্তযুগের কবি কালিদাসের মেঘদূতে** পাই বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ পূর্বমেঘ/১৫।

বৃন্দাবনের কথা ও তার রচনায় পাওয়া যায়। কালিদাস তার স্বয়ংবরা নায়িকা কে উপদেশ দিয়েছেন শূরসেন রাজ সুষেণ কেই তুমি বেছে নাও তারপর বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করে আপন যৌবনশ্রী সফল কর। বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে নির্বিশ্যতাং সুন্দরী যৌবনশ্রীঃ রঘুবংশ ৬/৫০। পন্ডিতেরা রাসলীলা কারী কৃষ্ণ কে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন কিন্তু কালিদাস বৃন্দাবনে গোপীদের সাথে কৃষ্ণের লীলা বিলাস মাথায় রেখেই এই শ্লোকটি লিখেছিলেন।

গ) **দ্বাদশ শতাব্দীর ভোজবর্মার বেলাভ তাম্রশাসনে**

সোপীহ গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ। অর্ঘ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ।।

২) **মহাভারত**

মহাভারতে কৃষ্ণ যে নন্দগোপকুমার তার কথা রয়েছে। ৪০ অধ্যায় সভাপর্ব ৪-৬ শ্লোক

পূতনাঘাত পূর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যস্য বিশেষতঃ
ত্বয়া কীর্ত্তয়তাস্মাকং ভূয়ঃ প্রব্যথিতং মনঃ।।৪
অবলিপ্তস্য মূর্খস্য কেশবং স্তোতুমিচ্ছতঃ
কথং ভীষ্ম। নতে জিহ্বা শতধেয়ং বিদীর্য্যতে।।৫
যত্র কুৎসা প্রযোক্তব্যা ভীষ্ম। বালতরৈর্নরৈঃ
তমিমং জ্ঞানবৃদ্ধঃ সন্ **গোপং** সংস্তোতুমিচ্ছসি।।৬

অনুবাদ:- ভীষ্ম তুমি কৃষ্ণের পূতনাবধ প্রভৃতি কার্য্যের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া আমাদের মনে অত্যন্ত দুঃখ দিয়েছ।

ভীষ্ম তুমি গর্ব্বিত মুর্খ এবং কৃষ্ণেরই স্তব করিবার ইচ্ছা করিতেছ অতএব তোমার এই জিহ্বাটা কেন শতচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেনা?

ভীষ্ম অতিবালকেরও যাকে নিন্দা করা উচিত তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে সেই গোয়ালা টার স্তব করছ।

৬নং শ্লোকের নীলকন্ঠ কৃত টীকা

যত্রেতি। যত্র সগুনে কুৎসা নিন্দা বালতরৈঃ আপাতত উপনিষন্মাত্রাধ্যেতৃভির্বটুভিঃ। বালেতরৈবিতি পাঠে বৃদ্ধৈবপি। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোহমতম। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।" ইত্য ব্রহ্মত্বে কুৎসা প্রযোক্তব্যা। তমিমং **গোপাযতীতি গোপঃ**, তং গোপং ব্যধিকরনে দ্বিতীয়ে। তস্য শবলস্য গূহনকর্ত্তাবং শুদ্ধং সংস্তোতুং সম্যক প্রস্তোতুমিচ্ছসি। প্রার্থনায়াং পঞ্চমো লকারঃ। তং প্রস্তোতুম ইচ্ছাং কুর্ব্বিত্যর্থঃ।৬।

সভাপর্ব্বে ৪১ অধ্যায়ে১ম থেকে ৮ম শ্লোকে শিশুপাল বলছে হে ভীষ্ম দাস জাতির ছেলের সাথে যুদ্ধ করতে চায়নি বলেই জরাসন্ধ তার কাছে হেরে গেছে, তুমি কি জানো, যখন ঐ গোয়ালার ছেলে স্নাতক ব্রাহ্মনের ছদ্মবেশে গেছিল মগধে , জরাসন্ধ তার পা ধোয়াতে গেলে ঐ গয়লার ছেলে ব্রাহ্মন জরাসন্ধের হাতে পা ধোয়াতে সাহস পায়নি, আর ক্ষত্রিয় কুলে জন্মে তুমি তার প্রশংসা করছ। ১৩

এই সব স্থানে কৃষ্ণের জন্ম যে গোপকুলে তা বলা হয়েছে। আর গোপ রা থাকলে গোপী রা কেন মিথ্যা হবে? গোপী দের কথা ও পাওয়া যায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরনের সময় দ্রৌপদী কৃত কৃষ্ণ স্তবে।
মহাভারত সভাপর্ব ৬৫ অধ্যায় ৪১থেকে ৪৫ শ্লোকে। কেউ এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলতে পারে তাই মহাভারতের একমাত্র টীকাকার নীলকন্ঠের ভারত ভাব দীপ টীকা ও উল্লেখ করলাম।

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন **কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়ঃ**।।৪১
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ রমানাথ ব্রজানাথার্ত্তিনাশন।। ৪২
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন বিশ্বাত্মন বিশ্বভাবন।। ৪৩
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেহবসীদতীম।
ইত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণং সা হবিং ত্রিভূবনেশ্বরম।
প্রারুদদুঃখিতা রাজন মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী।। ৪৫

নীলকন্ঠ কৃত ভারতভাবদীপ টীকা:- হরিঃ সর্ব্বদুঃখসংহর্ত্তা খল সংহর্ত্তা বা। গোবিন্দো গবামিন্দ্রিয়ানাং বিন্দতীতি বিন্দো লব্ধা। সর্ব্বেন্দ্রিয়চালকত্বাৎ সন্নিহিতো মাং কথং ন জানাসি। সন্নিহিতোহপ্যশক্তঃ কিং কুর্য্যাদত আহ দ্বারকাবাসিন্নিতি। একবাত্রেণৈব স্বীযানাপদঃ সকাশাদুদ্ধর্ত্তুং সমুদ্রমধ্যে পুরীনির্ম্মাণং তাং পুরীং প্রতি সর্ব্বনগবস্য যুগপৎ প্রাপনঞ্চ কুর্ব্বতস্তব মম ত্রাণমীষৎকবমিত্যর্থঃ। ননু সন্নিহিতঃ শক্রশ্চ কিমিতি দুষ্টাননুগৃহ্নীয়াদত আহ কৃষ্ণ। স্মৃতমাত্র এব সর্ব্বদেষকর্ষণ। ননু তথাপি অনৃতং সাহসং মায়া মুর্খত্বমতিলোভতা। অশৌচং নির্দ্দযত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজা। ইত্যুক্তেঃ স্বাভাবিক স্ত্রীদোষা নাপনেতুং শক্যো ন হ্যাশীবিষদ্রংষ্ট্রা অমৃতস্রবা কর্ত্তুং শক্যেত্যত আহ **গোপীজনপ্রিয়**। নরেষু তাবদত্যন্তং নীচা গোপাস্তৎস্ত্রিযস্তু ততোহপি নীচতবাস্তাস্বপি তবানুগ্রহো দৃশ্যতে। কিমুত মাদৃশ্যাং ত্বদেকশবণাযাম, ত্বযৈব রাজসূয়াভিষেকেণানুগৃহীতাযামিতি ভাবঃ। ৪১
কেশব। কশ্চ অশ্চ ঈশশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্তৈঃ সহ বাতি গচ্ছতীতি কেশব ব্রহ্মাদীনামপি প্রবর্ত্তক। তদাত্মকেতি। অতঃ সর্ব্বথা ত্বং মামনুগৃহ্নীষ্বেতি ভাবঃ। আর্ত্তিনাশনেতি গোবর্দ্ধনোদ্ধবণদাবাগ্নিপানাদিনা ব্রজবাসিনামার্ত্তিস্তযৈব যথা নাশিতা তথা মমাপ্যার্ত্তিং নাশয়েতি ভাবঃ।। ৪২ বিশ্বাত্মন বিশ্বান্তর্যামিন্নিত্যর্থঃ বিশ্বভাবন। বিশ্বকর্ত্তঃ অন্তর্যামিত্বেন শক্রং বাস্মিন অর্থে উদাসীনং কুরু। অথবা বিশ্বকর্ত্তৃত্বেন বস্ত্রাণি বহূনি সমর্পয়েতি ভাবঃ।। ৪৩ ভামিনী দীপ্তিমতী, স্বস্মিন ভগবদনুগ্রহেনিশ্চযাচ্ছক্রন ন গনযন্তীত্যর্থঃ।। ৪৪ গহ্ববিতঃ করুনাতিশয়াদগদগদকন্ঠঃ।। ৪৫

৩) **হরিবংশ**

মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট অংশ হরিবংশ। বিভিন্ন পুরানে বিভিন্ন কল্পের কথা বা রাজবংশের কথা থাকে, মহাভারতে কুরু পান্ডব বংশের বর্ননা করে শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্নন

প্রসঙ্গে ব্যাস এই হরিবংশ রচনা করেছেন। হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে গোবর্ধন ধারন ও ইন্দ্রমানভন্জনের পর রাসলীলার কথা এসছে। হরিবংশে রাসের কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে আছে। ভাগবতে যা একটি অধ্যায় হরিবংশে একটি শ্লোকে তার বর্ননা করেছে মাত্র। যেমন গোপীগীত, রাসে কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর গোপীরা কৃষ্ণ লীলার অনুকরন করতে থাকে এগুলি একটি শ্লোকে বর্ননা করা হয়েছে। রাসের মধ্যেই অরিষ্টাসুর এসে পড়েছে, তাকে বধ করে কৃষ্ণ আবার রাসে প্রবেশ করেন। যদিও অরিষ্টাসুর ইত্যাদি অসুরবধ লীলা হরিবংশে বিস্তৃত ভাবে একটি অধ্যায় জুড়ে বর্ননা করা হয়েছে। হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ৭৬ অধ্যায়ে রাসলীলার বর্ননা ও গোপীদের প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্ট্বা নিশি চন্দ্রমসো বনম।
শারদীর্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি।। ১৫

অনুবাদ:-এদিকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রের কান্তিমান রূপ, রমনীয় বন তথা শারদ রজনীর সুরম্য শোভা দর্শন করে রমণ করতে ইচ্ছা করলেন।

স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্য্যবান।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ত।। ১৬
গোপালংশ্চ বলোদগ্রান যোধয়ামাস বীর্যবান।
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ বিভুঃ।। ১৭
যুবতীর্গোপকণ্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিত্।
কৈশোরকং মানয়ন বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ।। ১৮

অনুবাদ:-সর্বকাল সম্পর্কে জ্ঞাতা শ্রীহরি নিজ কৈশোরবয়সোচিত গোপকন্যাদের সাথে বন বিহার লীলা করলেন।

তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপস্ত্রিয়ো নিশি।
পিবন্তি নয়নাক্ষেপৈর্গো গতং শশীনং যথা।। ১৯

অনুবাদ:-নিশাকালে কান্তিময়ী গোপাঙ্গনা রা পৃথিবীতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হওয়া প্রিয়তম কৃষ্ণের মুখচন্দ্র, কটাক্ষপাত পূর্বক পান করতে লাগলেন।

হরিতালাদ্রর্পিতেন স কৌশেয়েনং বাসসা
বসানো ভদ্রবসনং কৃষ্ণঃ কান্তরোহভবত।। ২০

অনুবাদ:-হরিতাল নিন্দিত পীতবর্ন কৌশেয় বস্ত্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে আরো মনোহর লাগছিলেন।

স বদ্ধাঙ্গদনির্ব্যুহশ্চিত্রয়া বনমালয়া।
শোভমানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তদ ব্রজম।। ২১

অনুবাদ:-বাহুযুগলে ভূজঙ্গদ বেঁধে, মাথায় মুকুট পরে বিচিত্র বনমালায় সুশোভিত গোবিন্দের অঙ্গশোভায় ব্রজের শোভা বৃদ্ধি করলেন।

নাম দামোদরেত্যেবং গোপকণ্যাস্তদাব্রুবন।
বিচিত্রং চরিতং বোপে দৃষ্ট্বা তত্ তস্য ভাস্বতঃ।। ২২

অনুবাদ:-গোষ্ঠমধ্যে ঐ তেজস্বী বিচিত্র চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ কে দর্শন করে গোপকিশোরী গন তাকে দামোদর বলে ডাকতেন।

তাস্তং পয়োধরেনত্তুঙ্গৌরুরোভিঃ সমপীড়য়ন।

ভ্রামিতাক্ষেশ্চ বদনৈর্নিরীক্ষন্তে বরাঙ্গনাঃ।। ২৩
অনুবাদ:-গোপিকা গন তাকে পীন পয়োধরে আলিঙ্গন করত তার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।
তা বার্যমাণাঃ পতিভির্মাতৃভির্ভাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ।। ২৪
অনুবাদ:-পতি পিতা মাতা জ্ঞাতিগন নিবারন করলেও কৃষ্ণ বিষয়ক রতি প্রিয়া গোপীগন কে কৃষ্ণের কে বনের মধ্যে খুঁজতে এসেছিলেন।
তাস্ত পংক্তিকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তি মনোরমম।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দশো গোপকন্যকাঃ।। ২৫
অনুবাদ:-ঐ সমস্ত গোপকিশোরী রা মন্ডলাকারে পংক্তি বানিয়েছিল, প্রত্যেক গোপীর দুদিকে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান হয়ে গোপী কৃষ্ণের যুগল জোড়ী তৈরী করলেন। কৃষ্ণ চরিত্রের গান করতে করতে তারা নৃত্য করতে থাকলেন।
এরপর ৯টি শ্লোকে কৃষ্ণের সাথে গোপীদের রাসলীলার বর্ননা আছে।
এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীপু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী।। ৩৫
অনুবাদ:- এভাবে শরৎঋতুর জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে গোপীমন্ডলী দ্বারা অলঙ্কৃত কৃষ্ণ রাসক্রীড়া সুখে নিমগ্ন হতেন।

৪) **বিষ্ণু পুরাণ**
বিষ্ণু পুরানে ৫ম খন্ডে ১৩ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ননা আছে। শারদ পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রালোকিত বৃন্দাবনের কুন্জ গুলির শোভা দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া র ইচ্ছায় মধুর পদবিন্যাসে গান করতে (বংশীধ্বনি তে গান) শুরু করেন। তা শুনে গোপীরা ঘর ছেড়ে যেখানে বনের মধ্যে কৃষ্ণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কোনো গোপী সেই গানের লয়ানুসারে গাইতে লাগল, কেউ মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করতে লাগল। কোন গোপী বারংবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বলে ডাকতে ডাকতে লজ্জিতা হল। কোনো গোপী লজ্জা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের পাশে উপস্থিত হল। কোনো গোপী বাইরে গুরুজন কে বসে থাকতে দেখে ঘরেই থেকে তন্ময় ভাবে পরব্রহ্ম স্বরূপ গোবিন্দের কথা চিন্তা করতে করতে মোক্ষপ্রাপ্ত হল। অনন্তর রাসক্রীড়ারম্ভে উৎসুক কৃষ্ণ গোপীগন কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে সেই শরচ্চন্দ্র মনোহরা রজনীকে বহুমানিত করলেন। রাসের মাঝখানে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হলে। গোপীরা কৃষ্ণ কে খুঁজতে খুঁজতে বৃন্দাবনে বিচরন করতে লাগলেন। তারা কৃষ্ণের প্রতি আসক্তচিত্ত হয়ে বলতে নিজেদের মধ্যে লাগল আমিই কৃষ্ণ আমার মনোহর গতি তোমরা দেখো, কেউ বললো আমিই কৃষ্ণ আমার মনোহর গীতি তোমরা শোনো, কেউ বাহু স্ফোট করতে করতে বললো ওরে দুষ্ট কালীয় আমি কৃষ্ণ তুই স্থির হ। কোনো গোপী বললো ওহে গোপগন তোমরা চিন্তা করো না আমি গোবর্ধন পর্বতকে ছাতার মত ধরব, বৃষ্টির ভয় আর থাকবেনা। কোনো গোপী বলল সখা তোমরা যেখানে খুশী ঘুরতে পারো আজ থেকে আর ধেনুকাসুরের ভয় থাকবেনা। এভাবে কৃষ্ণ লীলার

অনুকরন করতে লাগল। তখন হঠাৎ কোনো এক গোপীর মাটিতে কৃষ্ণ পদচিহ্ন দর্শন করে আনন্দে সর্বাঙ্গ পুলকে ভরে উঠল। তখন সে সবাই কে ডেকে সেদিকে দেখিয়ে বলতে লাগল
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ক রেখাবন্ত্যালি পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ।। ৩১
অনুবাদ:-হে সখি এই দেখ লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ চিহ্নিত এই সকল পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপূণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনুনি চ।। ৩২
অনুবাদ:-আর ও দেখো কৃষ্ণের সাথে কোনো পূন্যবতী রমণী মদালসভাবে গমন করেছে কৃষ্ণ চরন চিহ্নের পাশে পাশে তারো ছোটো ছোটো পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ।। ৩৩
অনুবাদ:-সখী এখানে মহাত্মা দামোদর উঁচু হয়ে ফুল পাড়ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই কারন এই সব জায়গায় তার পায়ের অগ্রভাগের চিহ্নই মাটিতে পড়েছে।
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া।। ৩৪
অনুবাদ:-পূর্ব্বজন্মে এই ভাগ্যবতী রমণী ফুল দিয়ে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণু র অর্চ্চনা করেছিলেন তাই ভগবান কৃষ্ণ এখানে বসিয়ে তাকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছেন। এই তার চিহ্ন দেখো।
পুষ্পবন্ধনসম্মান কৃতমানামপাস্য তাম।
নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত।। ৩৫
অনুবাদ:-এই দেখো এই পথ অবলম্বন করে নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণ সেই মানময়ী রমণী কে মাথায় পুষ্পবন্ধন করে দিয়ে তাকে নিয়ে প্রস্থান করেছেন।
অনুযানেহসমর্থান্যা নিতম্বভরমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিরপদাগ্রসংস্থিতিঃ।। ৩৬
অনুবাদ:-সখি এখানে কৃষ্ণপদচিহ্নের সাথে সেই রমণীর চরনচিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে এই নারী নিতম্বভারে মন্থরগমনা। সুতরাং অনুগমনে অসমর্থা হলেও দ্রুতগন্তব্য স্থানে গমন করেছেন। কারন তার পায়ের অগ্রভাগের স্থিতি চিহ্ন নিম্ন বলে মনে হচ্ছে।
হস্তন্যাস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়াত্তপদন্যাসা বক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ।।
অনুবাদ:- সখি এখান দিয়ে কৃষ্ণ তার হাত নিজ হাতে ধরে নিয়ে গেছেন। কারন ঐ রমণীর পদবিন্যাস অনায়াত্ত ভাবে রয়েছে।
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ত্তেনৈষা বিমানিতা।
নিরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম।। ৩৮
অনুবাদ:-আহা এখানে হয়ত ঐ রমণীকে ধূর্ত্তের করস্পর্শ মাত্রে পরিত্যাক্তা হয়েছেন। কারন নিরাশায় মন্দগামিনী সেই রমণীর পদচিহ্ন এই স্থানের পর আর নেই।

নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেহন্তিকম।
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ।। ৩৯
অনুবাদ:- এইস্থলে কৃষ্ণ সেই গোপীকে তুমি এখানে অবস্থান কর এখানে এক অসুর বাস করে আমি তাকে হত্যা করে শীঘ্র তোমার কাছে আসছি এই রকম কোনো কথা বলে চলে গেছেন। কৃষ্ণের শীঘ্র ও নিম্নপদপংক্তি দেখে এরকম মনে হচ্ছে।

প্রবিষ্টো গহনং কৃষঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নেতদ্দীধিতিগোচরে।। ৪০
অনুবাদ:-কৃষ্ণ এইস্থান হতে গহন বনে হয়ত প্রবেশ করেছেন তার পদচিহ্ন তো আর দেখা যাচ্ছেনা। তোমরা নিবৃত্ত হও এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করছে না।
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা।। ৪১
অনুবাদ:-তখন এভাবে গোপী রা কৃষ্ণ দর্শনে নিরাশ হয়ে যমুনাতীরে এসে কৃষ্ণ চরিত্র গান করতে আরম্ভকরল। এরপর কৃষ্ণ তাদের দর্শন দেন ও পুনরায় রাসক্রীড়া আরম্ভ করেন।

শ্রীধর স্বামী কৃত বিষ্ণুপুরানের ৩১ থেকে ৪১ শ্লোকের টীকা ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ক রেখাবন্তি ধ্বজাদিলক্ষণযারেখা স্তদ্যুক্তানি পশ্যত। হে আলি সখি বহুবচনার্থে চৈকবচনং লীলয়ালঙ্কৃতং যথা ভবত্যেবং গমনশীলস্য।। ৩১
ঘনানি মন্থরগতিত্বাদল্পান্তরাণি অল্পতনূনি অদীর্ঘাণ্যস্থূলানি চেতি স্ত্রীপদত্বে লিঙ্গানি।। ৩২
উচ্চৈঃ ঊর্দ্ধীভূয় স্থিত্বা পুষ্পাবচয়ং চক্রে তত্র লিঙ্গং যেনেতি। অগ্রেনৈব প্রপদেনৈষাক্রান্তিমাত্রং ঈষদ্ভূসংস্পর্শো যেষাং তানি।। ৩৩
কৃষ্ণজানুমধ্যোপবেশচিহ্নং দৃষ্ট্বাহুঃ অত্রোপবিশ্যেতি।। ৩৪
পুষ্পবন্ধনরূপেণ সম্মানেন কৃতো মানো গর্ব্বো যয়া তাম।। ৩৫
তস্যপৃষ্ঠতোহন্যস্যাঃ পদানি দৃষ্ট্বা কল্পয়ন্তি অনুযানেতি নিতম্বভরেণ মন্থরা স্থিরাপি যা কৃষ্ণেন সহ গন্তব্যে গমনে কর্ত্তব্যে সতি দ্রুতং যাতি তত্র লিঙ্গং নিম্নৈঃ পাদাগ্রৈঃ সংস্থিতির্যস্যাঃ সেয়ং তেন সহ যাতি। তত্র লিঙ্গম অনায়াত্তঃ অস্বাধীনঃ পদন্যাসো যস্যাঃ তথাভূতাহি পদপংক্তির্লক্ষ্যতে।। ৩৭
ততশ্চ হস্তগ্রহনমাত্রং কৃত্বা তেন ধূর্ত্তেন শঠেনৈষা বিমানিতা অবজ্ঞয়া ত্যাক্তা। তত্র লিঙ্গং নৈরাশ্যমন্দগামিন্যাঃ নিরাশতয়া মন্দং গচ্ছন্ত্যা নিবৃত্তং প্রতিলোমং পদং ন লক্ষ্যতে।। ৩৮
নূনমুক্তেতি। ত্বম অত্রৈব তিষ্ঠ ইতঃ কশ্চিদ্রাক্ষসোস্তি তং হন্তুং অহন্ত্বরয়ামি শীঘ্রং যানি পুনশ্চ তবান্তিকমাগমিষ্যামিতি নূনমেব তেনোক্তা। তত্র লিঙ্গং যেনৈষা কৃষ্ণস্য পদানাং পদ্ধতিঃ পংক্তিঃ ত্বরিতা শীঘ্রা নিম্নাগ্রা লক্ষ্যতে।। ৩৯
কৃষ্ণান্বেষণাত্তাসাং নিবৃত্তিমাহ প্রবিষ্ট ইতি দ্বাভ্যাং।
গহনং নিবিড়ং দুর্গমং বনং প্রবিষ্টঃ অতএব শশাঙ্করশ্মি প্রবেশাভাবাৎ তস্য পদমত্রন লক্ষ্যতে।। ৪০
ততো নিবৃত্তাঃ সত্যো যমুনাতীরং প্রাকৃতনং রাসস্থানং শীঘ্রমাগত্য কৃষ্ণোপলব্ধয়ে তচ্চরিতং জগুঃ।। ৪১

৬) **শ্রীমদভাগবতম**
ভাগবতমে বর্ননা আছে রাসস্থলী থেকে মাধব হঠাৎ অন্তর্ধান হলে গোপীরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় মাধবের চরন চিহ্ন পান ও দেখেন তার পাশে পাশে অন্য এক গোপীর পদচিহ্ন দেখতে পান। গোপীরা তখন আলোচনা করছিলেন কে এই গোপী তার চরনচিহ্ন দেখে তারা বুঝতে পারেন শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে যে প্রিয়তমা, শ্রীহরির যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু জানেনা সেই। অর্থাত রাধা। তাই "অনায়ারাধিতং নূন হরিরীশ্বর" এই ভাবে রাধারানীর নাম বলেছেন। হরির শ্রেষ্ঠ ভক্ত একমাত্র রাধারানী আবার আরাধিত শব্দে রাধা নাম আছে তাই এই শব্দালঙ্কার প্রয়োগ করেছেন ব্যাসদেব। এখন কেউ ভারতীয় সংস্কৃতি তে অলঙ্কার ছাড়া যে কাব্য রচনা হয়না তা না জেনে মন্তব্য করেন ভাগবতমে রাধা নাম নেই।
তৈস্তৈঃ পদৈ তৎ পদবীম অন্বিচ্ছন্ত্যা অগ্রত অবলাঃ
বধ্বা পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন ১০/৩০/২৬
সেই সেই পদচিহ্ন ধরে কৃষ্ণের পথ অনুসরন করে যেতে যেতে গোপীরা যখন দেখলেন কৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে পাশে তার অন্যতম প্রিয়তমার পদচিহ্ন রয়েছে তখন তারা আকুল হয়ে বলতে লাগলেন
কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনূনা
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণঃ করিণা যথা
১০/৩০/২৭
অনুবাদ:-এখানে এক গোপীর পদচিহ্ন রয়েছে যে নন্দমহারাজের পুত্রের সাথে সাথে গেছেন এক হস্তী যেমন তার হস্তিনীর কাঁধে তার শুঁড় স্থাপন করে যায় কৃষ্ণ ও তার বাহু তার স্কন্দে স্থাপন করে গেছেন।
কে এই গোপী? কার পায়ের ছাপ? তা বিচার করতে অন্য গোপীরা বলছেন
অনায়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ
১০/৩০/২৮
অনুবাদ:-যেই গোপী যথার্থ ভাবে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন তার প্রতি প্রীত হয়ে শ্রীগোবিন্দ তাকে নিয়ে অন্যত্র গেছেন।
এখন কেউ তার নাম রাধারানী মানুক বা না মানুক শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীজনবল্লভ, গোপীদের সাথে যে রাসলীলাদি করেছিলেন তাদের মধ্যে ও যে এক গোপী তার অন্যতম প্রিয়তমা ছিলেন যাকে নিয়ে রাস ত্যাগ করে শ্রীহরি অন্যত্র চলে যান ও গাছ থেকে ফুল তুলে তার কেশ শৃঙ্গার করে দেন। তা মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরান ভাগবতের শ্লোকে প্রমানিত। তার নাম অনায়ারাধিত শ্লোকে শুকমুনি রাধা বলে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন।
শুকদেব কেন রাধারানীর নাম উচ্চারন করেননি সে প্রসঙ্গে সনাতন গোস্বামী ব্যাখ্যা করে বলেছেন,
গোপীনাং বিততাদ্ভুতস্ফুটতর প্রেমানলার্চিশ্ছটাদগ্ধানাং
কিল নামকীর্তনকৃতাত্তাসাং স্পর্শেন

সদ্যো মহা-
বৈকল্যং স ভজন্ কদাপি ন মুখে নমানি
কর্তুং পভুঃ ।। (বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ – ১/৭/১৩৪)

অনুবাদ:-শুকদেব ভাগবত কথা কীর্তন করার সময় গোপীদের কারোর নাম উচ্চারণ করতে সমর্থন হননি। তার কারন গোপীদের নাম উচ্চারণ করলে বিশেষ স্মৃতিতে তাঁর চিত্ত অতি বিস্মৃত জ্বালাময় প্রেমানলে মহাবিহবল হয়ে পড়তেন, যার ফলে আর ভাগবত কথা বলতে পারতেন না।”

সেই একমাত্র প্রিয়তমা গোপী অর্থাৎ রাধিকার সাথে কৃষ্ণের বিহারের কথা ভাগবতে আরো আছে যথা কৃষ্ণের সাথে কোন এক বিশেষ গোপীকে খুঁজতে খুঁজতে গোপীরা কুঞ্জের মধ্যে হরিণী ও ঝুঁকে পড়া লতা দের কে জিজ্ঞাসা করার সময়।

কান্তাঙ্গসঙ্গ কুচ কুঙ্কুম রন্জিতায়াঃ।
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ।। ভা:১০/৩০/১১

অনুবাদ:-হে সখী হরিনী শ্রীকৃষ্ণ নিজের সুন্দর মুখ বাহু প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা তোমাদের নয়নসমূহের তৃপ্তি বিস্তার করতে করতে কি প্রিয়ার সাথে এখানে এসেছিলেন? যেহেতু এখানে প্রিয়তমার অঙ্গসঙ্গম কালে তার কুচকুঙ্কুম দ্বারা রন্জিত শ্রীকৃষ্ণের গলার কুন্দপুষ্পের মালার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

বাহুং প্রিয়াং স উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তুরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন প্রণয়াবলোকৈঃ।। ১০/৩০/১২

অনুবাদ:-হে তরুগন প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বাহু সমর্প্পন করে হাতে লীলাকমল ধারন করে গলায় তুলসীমালার গন্ধে আকৃষ্ট মদমত্ত অনুগত ভ্রমর গনের সাথে ভ্রমন করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসে তোমাদের প্রনাম গ্রহন করেছিলেন কি?

তাই এই গোপীই সকল গোপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ইনিই রাধারানী। এই গোপীকে সঙ্গে করে কৃষ্ণ রাসলীলা ত্যাগ করে তার সাথে একাকী বিহার করেন।

৬) **রাধারানী লক্ষ্মীদেবীর অবতার বা অংশ কলা** এইরূপ পূর্বপক্ষের খন্ডন

বিষ্ণুর শ্রী শক্তির প্রকাশ রুক্মিনী দেবী, ভূ শক্তির প্রকাশ সত্যভামা দেবী (পদ্মপুরান পাতাল খন্ড বা উত্তর খন্ডে) নীলা শক্তির প্রকাশ নাগ্নজিতি দেবী তে। রাধা রানী শ্রী, ভূ, বা নীলা শক্তির প্রকাশ নন।

ক) ভাগবতে বলা হয়েছে ১০/৫৪/৬০

দ্বারকায়ামভূদ রাজন! মহামোদঃ পুরৌকসাম।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম।।

হে রাজন দ্বারকাবাসী গনের লক্ষ্মীরূপা রুক্মিনীর সাথে মিলিত শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ কে দর্শন করে পরম আনন্দ হয়েছিল।
অতএব রুক্মিনী ই স্বয়ং লক্ষ্মী।
গোপীগন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রকাশ। স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তিই রাধারানী রূপে আবির্ভূতা তার থেকে গোপীগণের প্রকাশ। যথা ভাগবতম এ

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন সন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ।। ভা:১০/৪৬/৬

গোপিগন আমার স্বরূপশক্তিভূত (মদাত্মিকা)। আমি গোকুল থেকে আসার সময় শীঘ্রই ফিরে আসব এরূপ বলে এসেছিলাম, এই আশ্বাসবাক্যেই কোনক্রমে অতিকষ্টে তারা এখনও জীবনধারণ করছে।
শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বল্লভ তাই তাদের বল্লবী বলেছেন। যেমন ব্রাহ্মনের সমান ব্রাহ্মনী হয় গোপ কৃষ্ণের সমান গোপী।

খ) **লক্ষ্মী দেবী বা দ্বারকার মহিষীরা রাধারানীর মত সৌভাগ্য বাঞ্ছা করেন**

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর মান ভন্জনের জন্য পায়ে পড়ে বলতেন দেহি পদপল্লবমুদারম। রাধারানীর এই সৌভাগ্য দ্বারকার মহিষী রাও স্বয়ং বৈকুন্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী ও বাঞ্ছা করেন বলে ভাগবতম এ বলা আছে যথা:-

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ।। ১০/৮৩/৪৩

অনুবাদ:- দ্রৌপদীর কাছে দ্বারকার মহিষীগন বললেন ব্রজরমণী গন, গোপগন, পুলিন্দ রমনীগনও গোচারনশীল মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ঐ পদরজঃ লাভ করেছিল। আমরা ও সেই পাদরজঃ কামনা করি।

গোপগন অর্থে প্রিয় নর্ম্মসখাগনের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সুবল গোপীভাবে ভাবিতমতি। তারা ও চরনকমলের স্পর্শ বাঞ্ছা করে।
পুলিন্দ রমনীগন অর্থে শবর রমনী তারা কিভাবে সেই পাদরজ লাভ করলেন?
যথা ভা: ১০/২১/১৭

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমন্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরুষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম।।

অনুবাদ:- এই সকল শবর কামিনীও আজ কৃতার্থ হয়েছে। কারন প্রিয়তমার(রাধার) স্তনমন্ডলে লিপ্ত কুঙ্কুম রতিকালে শ্রীকৃষ্ণের চরনপদ্মে সংলগ্ন হয়েছিল। পরে কৃষ্ণের বনে যাওয়া আসার সময় তার চরনকমল থেকে স্খলিত হয়ে তৃণভূমিতে বিন্যস্ত হয়েছিল। সেই

কুঙ্কুম দর্শনে শবরীরা ঐ কুঙ্কুম মুখমন্ডলে ও কুচদ্বয়ে লেপন করে কৃষ্ণ স্পর্শ সুখ লাভ করেছিল।
বৈকুন্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী ও সেই গোপীগনের সৌভাগ্য প্রার্থনা করেন যথা:-
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভূজদন্ডগৃহীতকন্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদব্রজবল্লবীনাম।। ১০/৪৭/৬০
অনুবাদ:- রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভূজদন্ড দ্বারা যখন গোপীদের কন্ঠ আলিঙ্গন করে তাদের অভীষ্টপূরন দ্বারা যেরকম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন তার বক্ষস্থলে একান্তাসক্তা লক্ষ্মীদেবী বা পদ্মসদৃশ অঙ্গসৌরভ ও কান্তিবিশিষ্টা স্বর্গের রমণী রা ও সেরকম অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন নি।
যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ
র্যোগশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম।। ১০/৪৭/৬২
অনুবাদ :- লক্ষ্মীদেবী যার পদসেবা, আপ্তকাম ব্রহ্মাদি যাকে কেবলমাত্র হৃদয়ে যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চ্চনা করেন। রাসক্রীড়ায় সাক্ষাদভাবে সেই ভগবানের চরনকমল নিজ স্তনমন্ডলে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গোপীগন চিত্তসন্তাপ পরিত্যাগ করেছিলেন।
কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা।। ১০/১৬/৩৬
অনুবাদ :- হে দেব যে পদরেণুলাভের আশায় সুন্দরী শ্রীদেবী বিষয়ান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকাল ব্রতশীলা হয়ে তপস্যা করেছিলেন। এই কালীয় কোন পূণ্যপ্রভাবে সেই চরনরেণু লাভের অধিকারী হলেন।
শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণ সৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধাচরত্তপঃ লঘুভাগবতামৃতে
গ) ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান।। ১১/১৪/১৫
অনুবাদ :- হে উদ্ধব তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম আমার পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সংকর্ষন, লক্ষ্মীদেবী ও বা নিজস্বরূপ ও কাদৃশ প্রিয়তম নয়।
এহেন উদ্ধব জীর থেকে ও ব্রজগোপীরা বরীয়সী। কারন তাদের ভক্তিতে যে ভাব তা দেখে উদ্ধবজী ও তাদের চরনরেনু পাওয়ার আশা করেছেন।
আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম।

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম।। ১০/৪৭/৬১
অনুবাদ:- উদ্ধব বললেন এই গোপীরা দুস্ত্যজ্য স্বজন বান্ধব, আর্য্যধর্ম পরিত্যাগ করে শ্রুতিগন কর্তৃক অন্বেষণীয় গোবিন্দপাদপদ্ম ভজনা করেছেন, অহো বৃন্দাবনের গুল্মলতা মধ্যে যে কোনো জন্মলাভ করে তাদের চরনরেনু লাভ করে যেন কৃতার্থ হতে পারি।

বিভিন্ন পুরানে রাধা তত্ব

৭) পদ্মপুরাণ পাতাল খন্ড ৩৯ অধ্যায়
রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ন সিংহাসনে স্থিতম।
পূর্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষাম্বরস্রজম।। ২
অনুবাদ:-মহাদেব পার্বতী কে বললেন, রাধা সহ গোবিন্দ স্বর্নসিংহাসনে অবস্থান করছেন, তার রূপমাধুরী তোমাকে বর্ননা করেছি। তিনি দিব্য ভূষা বসন মাল্য পরিধান করেছেন।
ত্রিভঙ্গমন্জুসুস্নিগ্ধং গোপীলোচনতারকম।
তদ্বাহ্যে যোগপীঠে চ স্বর্নসিংহাসনাবৃতে।। ৩
অনুবাদ:-তিনি ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি, মনোহর ও সুস্নিগ্ধ, গোপীগনের নয়নতারা সদৃশ। ঐ সিংহাসনের বাইরে স্বর্নসিংহাসনাবৃত যোগপীঠে ললিতা প্রভৃতি প্রধানা কৃষ্ণ বল্লভা বিরাজ করছেন।
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানা কৃষ্ণ বল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যাংশা মূলপ্রকৃতি রাধিকা।। ৪
অনুবাদ:-তাদের প্রত্যেকের অঙ্গ রসভাবপূর্ন, রাধিকাই মূল প্রকৃতি, ললিতাদি ঐ মূল প্রকৃতির অংশ স্বরূপ।
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্যামলা বায়ূকোনকে
উত্তরে শ্রীমতি ধন্যা ঐশান্যাং শ্রীহরিপ্রিয়া।। ৫
অনুবাদ:-সামনে ললিতাদেবী, বায়ুকোনে শ্যামলা, উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা, ঈশানে হরিপ্রিয়া।
বিশাখা চ তথা পূর্ব্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃ পরম।
পদ্মা চ দক্ষিনে ভদ্রা নৈর্ঋতে ক্রমশঃ স্থিতাঃ।। ৬
অনুবাদ:-পূর্বে বিশাখা, অগ্নিকোনে শৈব্যা, দক্ষিন কোনে পদ্মা, নৈর্ঋত কোনে ভদ্রা, যথাক্রমে অবস্থান করছেন।
যোগপীঠে কেশরাগ্রে চারুচন্দ্রাবতী প্রিয়া।
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ পূণ্যাঃ প্রধানা কৃষ্ণ বল্লভঃ।। ৭
অনুবাদ:-ঐ যোগপীঠের কেশরাগ্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সুন্দরী চন্দ্রাবলী বিদ্যমান। এই আটজন প্রধানা কৃষ্ণ বল্লভা।
প্রধানপ্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধা চন্দ্রাবলী সমা।

চন্দ্রাবলী চিত্ররেখা চন্দ্রা মদনসুন্দরী।। ৮
অনুবাদ:-রাধা আদি প্রকৃতি। চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, ও

প্রিয়া চ শ্রী মধুমতী চন্দ্ররেখা হরিপ্রিয়া।
ষোড়শাদ্যাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।। ৯
অনুবাদ:- মধুমতী, হরিপ্রিয়া, চন্দ্ররেখা, এই ষোলোজন আদি প্রকৃতির সদৃশী, ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া।

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তথা চন্দ্রাবলী প্রিয়া।
অভিন্নগুনলাবণ্য সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যলোচনাঃ।। ১০
অনুবাদ:-বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা, ও শ্রীহরিপ্রিয়া চন্দ্রাবলী উভয়েই সমান লাবণ্য ও

সৌন্দর্য্যযুক্তা আশ্চর্য্য লোচনযুক্তা।

মনোহরা মুগ্ধবেষাঃ কিশোরী বয়সোজ্জ্বলাঃ।
অগ্রেসরাস্তথা চান্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।। ১১
অনুবাদ:-তাদের সামনে মনোহারিনী মুগ্ধবেশধারিণী কিশোরী যৌবনসমাগমে উজ্জ্বল

কান্তিশালীনি সহস্র সহস্র গোপকন্যা বিরাজ করে থাকেন।

শুদ্ধকাঞ্চনপুন্জাভাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুলোচনাঃ।
তদ্রূপহৃদয়ারুঢ়াস্তদাশ্লেষসমুৎসুকাঃ।।১২
অনুবাদ:-তারা বিশুদ্ধকাঞ্চন সদৃশ কান্তিমতী সুপ্রসন্না এবং সুলোচনা তাদের হৃদয় কৃষ্ণরূপে

মগ্ন আছে, এবং ঐ রূপ আলিঙ্গনের জন্য তারা উৎসুক আছেন।

শ্যামামৃতরসে মগ্নাঃ স্ফুরত্তদ্ভাবমানসাঃ।
নেত্রোৎপলার্চ্চিতে কৃষ্ণপাদাব্জেহর্পিতচেতসঃ।। ১৩
অনুবাদ:-তারা শ্যামরসে মগ্না ও তদগতচিত্তা, তারা তাদের নয়নকমল দ্বারা পূজিত

শ্রীকৃষ্ণের চরনকমলে হৃদয় অর্পন করেছেন।

শ্রুতিকন্যাস্ততো দক্ষে সহস্রাযুতসংযুতাঃ।
জগন্মুগ্ধীকৃতাকারা হৃদ্বর্ত্তিকৃষ্ণলালসাঃ।। ১৪
অনুবাদ:-তাদের ডানদিকে শ্রুতিকন্যাগন বিরাজ করেন। তাহারা সহস্রযুতসংখ্যক। আকৃতি

দ্বারা জগত্রয়কে মুগ্ধকরেছেন, এবং তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ লালসা বিদ্যমান।

পাতাল খন্ডে ৩৮ অধ্যায়ে ১২০ শ্লোকে

তৎ প্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যারাধিকা কৃষ্ণ বল্লভা।
তৎ কলা কোটি কোট্যাংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ

তস্যাঃ পাদরজঃস্পর্শাৎ কোটিবিষ্ণুঃ প্রজায়তে।।

অনুবাদ:- তাহার প্রিয়তমা রাধিকাই আদ্যাপ্রকৃতি, তিনি কৃষ্ণবল্লভা, সেই রাধিকার কোটি কোটি কলাংশ হতে ত্রিগুনময়ী দূর্গাদি দেবীগনের উৎপত্তি। এই রাধিকার পাদধূলিস্পর্শে কোটি বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়ে থাকে।

পদ্মপুরানে রাধাকুন্ডের মাহাত্ম্য

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুন্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।।

শ্রীমতি রাধারানী যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া রাধাকুন্ডও তেমন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় স্থান।

সমস্ত গোপীদের মধ্যে রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

পদ্মপুরানে ভূমি খন্ডে রাধাষ্টমী ব্রত মাহাত্ম্য, রাধারানীর জন্মলীলা, রাধা দামোদর ব্রত আছে

৮) **অথর্ববেদের গোপালতাপনী শ্রুতি** তে উত্তরতাপনী তে ৯ম মন্ত্রে দুর্ব্বাসা ঋষির কাছে গান্ধর্ব্বী নামে গোপীকে মুখ্য করে গোপীরা প্রশ্ন করল। কি কারনে আমাদের মতো গোপ জাতির রমনীর গর্ভে এই গোপাল জন্মগ্রহন করেছেন।

সা হোবাচ **গান্ধর্ব্বী,** কথং বাহস্মাসু জাতোহসৌ গোপালঃ?

রাধারানীর নাম ই গান্ধার্ব্বিকা বা গান্ধর্ব্বী। কেননা "তাসাং মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী হোবাচ সহৈবৈতাভিরেবং বিচার্য" এই শ্রুতি তে স্পষ্ট যে গোপীদের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ যার নাম গান্ধর্ব্বী।

৯) **স্কন্দপুরানে**

স্কন্দপুরানে বিষ্ণুখন্ডে ভাগবতমাহাত্ম্যে ১ম অধ্যায়ে শান্ডিল্যমুনি বলেছেন রাধা হল নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যলীলা উপভোগ করেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ কে ভক্তরা আত্মারাম বলে।

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।

আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ।। ১/২২

অনুবাদ :- কৃষ্ণের সকল সঙ্গিনীরাই শ্রীরাধিকার সম্প্রসারিত রূপ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অভিন্নরূপ।।

২য় অধ্যায়ে কালীন্দি ও কৃষ্ণ মহিষী সংবাদে

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ।

আত্মারামস্য কৃষ্ণস্য ধ্রুবমাত্মাস্তি রাধিকা।

তস্য দাস্যপ্রভাবেণ তস্যাদাস্য প্রভাবেণ বিরহোহস্মান্ন সংস্পৃশেৎ।। ১১

তস্যা এবাংশবিস্তারাঃ সর্ব্বা কৃষ্ণনায়িকাঃ।

নিত্যসম্ভোগ এবাস্তি তস্যাঃ সাম্মুখ্যযোগতঃ।। ১২

অনুবাদ :-আত্মারাম কৃষ্ণের আত্মা রাধিকা, আমি তার দাসী তাই রাধাদাস্য প্রভাবেই কাতরতা আমাকে স্পর্শ করেনি। কৃষ্ণের যেসব নায়িকা তারা ও রাধিকার অংশবিস্তার বলে

জানবে। রাধিকার সাথে কৃষ্ণের নিত্য সম্ভোগ রাধিকা যোগেই অন্য নায়িকারা কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয়।

স্কন্দ পুরানে প্রভাসখন্ডে দ্বারকা মাহাত্ম্য বা প্রহ্লাদ সংহিতায় ১২ অধ্যায়ে উদ্ধবগমন প্রসঙ্গে রাধা ললিতা বিশাখা সহ আটজন প্রধান গোপীর নাম পাওয়া যায়।

তচ্ছুত্ব বচনং তস্য ললিতা ক্রোধ মূৰ্চ্ছিত।
উদ্ধবং তাম্রনয়না প্রোবাচ রুদতী তদা।। ২৪

ললিতোবাচ।

অসত্যো ভিন্নমর্য্যাদঃ ক্রুরঃ ক্রুরজনপ্রিয়ঃ।
ত্বং মা ক্বথা নঃ পুরতঃ কথাং তস্যাকৃতাত্মনঃ।। ২৫

ধিগধিক পাপসমাচায়ো ধিগধিক বৈ নিষ্ঠুরাশয়ঃ।
হিত্বা যঃ স্ত্রীজনং মূঢ়ো গতো দ্বারাবতীং হরিঃ।। ২৬
অনুবাদ:-উদ্ধবের এই প্রকার কথা শুনে ক্রোধ মূৰ্চ্ছিতা ললিতা দেবী কাঁদতে কাঁদতে আরক্তনেত্রে উদ্ধব কে বললেন তুমি অসত্য ভিন্নমর্যাদ ক্রুর ক্রুরজনপ্রিয়। আমাদের সামনে তুমি আর সেই অকৃতজ্ঞের কথা বলো না। যে মূঢ় অনুরক্ত স্ত্রীজন কে বর্জ্জন করে দ্বারাবতী তে গেছে সেই পাপাচারী নিষ্ঠুরাশয় হরিকে শত ধিক।

শ্যামলোবাচ।

কিং তস্য মন্দভাগ্যস্য অল্পপূণ্যস্য দুৰ্ম্মতেঃ।
মা কুরুধ্বং কথাঃ সাধ্ব্যঃ কথাং কথয়তাপরাম।। ২৭
অনুবাদ:-শ্যামলা বললেন সাধ্বীগন সেই মন্দভাগ্য অল্পপূণ্য দুৰ্ম্মতি হরির কথা আর বলোনা, বরং অন্য কথা বলো।

ধন্যোবাচ।

কেনায়ং হি সমানীতো দূতো দুষ্টজনস্যচ।
যাতু তেন পথা পাপঃ পুনর্নায়াতি যেন চ।। ২৮
অনুবাদ:-ধন্যা বললেন এই দুষ্টজনের দুষ্ট দূতকে কে এখানে আনল? যে পথে গিয়ে আর ফিরে আসতে না পারে এই পাপিষ্ঠ সেই পথে চলে যাক।

বিশাখোবাচ।

ন শীলং ন কুলং যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম।

তস্য স্ত্রীহননে সাধ্ব্যো জ্ঞায়তে জন্ম কৰ্ম্ম চ।।
হীনস্য পুরুষার্থেন তেন সঙ্গো নিরর্থকঃ। ২৯
অনুবাদ:-বিশাখা বললেন যার কুল নেই শীল নেই পাপ কার্য্যে ভয় নেই হে সাধ্বীগন তার জন্ম কৰ্ম্ম কিরূপ তা স্ত্রীবধ কার্য্যেই বোঝা গেছে।
শ্রীরাধোবাচ

ভূতানাং ঘাতনে যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম।
তস্য স্ত্রীহননে সাধ্যঃ শঙ্কা কাপি ন বিদ্যতে।। ৩০
অনুবাদ:-শ্রীরাধা বললেন প্রানীহত্যায় যার পাপ ভয় নেই অবলাজন হননে তার আবার শঙ্কা কিসের?

শৈব্যোবাচ।

সত্যং ব্রুহি মহাভাগ কিং করোতি যদূত্তমঃ।
সঙ্গতো নাগরোস্ত্রীভিরস্মাকং কিং কথাং স্মরেৎ।। ৩১
অনুবাদ:-শৈব্যা বললেন ওহে মহাভাগ সত্যি করে বলো সেই যদুবর কি করছেন? তিনি নাগরীগনের সাথে সঙ্গত হয়ে আমাদের কথা কি স্মরণ করেন?

পদ্মোবাচ।

কদোদ্ধব মহাভাগ নাগরীজনবল্লভঃ।
সমেষ্যতীহ দাশার্হঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।। ৩২
অনুবাদ:-পদ্মা বললেন বলো উদ্ধব কবে সেই নাগরীজনবল্লভ অম্বুজাক্ষ এখানে আগমন করবেন?

ভদ্রোবাচ।

হা কৃষ্ণ হা গোপবর হা গোপীজনবল্লভ।
সমুদ্ধর মহাবাহো গোপীঃ সংসারসাগরাৎ।। ৩৩
অনুবাদ:- ভদ্রা বললেন হা কৃষ্ণ! হা গোপীজনবল্লভ! সংসার সাগর হইতে আমাদের ত্রাণ করো।

১০) **আদিবরাহ পুরাণে** ১৬৪ অধ্যায়ে ২৯ থেকে ৩৪ শ্লোকে
গঙ্গায়াশ্চোত্তরং গত্বা দেবদেবস্য চক্রিণঃ

অরিষ্টেন সমং তত্র মহদ যুদ্ধং প্রবর্ত্তিতম।।

ঘাতয়িত্বা তত স্তস্মিন্নরিষ্টং বৃষরূপিণং।

কোপেন পার্ষ্ণিঘাতেন মহাতীর্থং প্রকল্পিতং।।

স্নাত স্তত্র তদা হৃষ্টো বৃষং হত্বা সগোপকঃ।।

বিপাপমা রাধিকাং প্রাহ কথং ভদ্রে ভবিষ্যতি।।

তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম।

স্বনাম্না বিদিতং কুন্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ।।

রাধাকুন্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শুভং।

অরিষ্টহন রাধাকুন্ড স্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।।
অনুবাদ:- চক্রধারী দেবদেব কৃষ্ণ মানসীগঙ্গা থেকে উত্তরদিকে গমন করলেন। সেখানে অরিষ্টাসুরের সাথে তার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বৃষ রূপী অরিষ্টাসুর কে বধ করে তার

পায়ের গোড়ালির আঘাতে এক মহাতীর্থের সৃষ্টি করলেন। ঐ বৃষ হত্যার পাপ মুক্ত হওয়ার জন্য গোপগনের সাথে আনন্দিত মনে সেখানে স্নান করলেন। তারপর রাধিকা কে জিজ্ঞাসা করলেন হে ভদ্রে এখন কি করতে হবে? তখন রাধা অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণ কে আলিঙ্গন করে অদূরে নিজের নামে একটি কুন্ড রচনা করলেন। তার নাম রাধাকুন্ড। এই কুন্ড সর্ব্বপাপনাশন ও সর্ব্বশুভদায়ক।
বরাহপুরান, হৃষীকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বেনারস চৌখাম্বা সংস্করন পৃ: ৪৫৩
১০) **মৎস্য পুরাণে** দক্ষের প্রতি দেবী বাক্য
রুক্মিনী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে
চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী।।
১১) **আদিবরাহ পুরানে** মথুরাখন্ডে
দীপোৎসবে কার্ত্তিকে চ রাধাকুন্ডে যুধিষ্ঠির।
দৃশ্যতে সকলম বিশ্বম ভৃত্যৈর্বিষ্ণু পরায়ণৈঃ।।
হে যুধিষ্ঠির দীপাবলি উৎসবে বিষ্ণুভক্ত গন রাধাকুন্ডে সমস্ত বিশ্বকে দর্শন করে।
১২) **স্কন্দপুরানে বিষ্ণুখন্ডে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে**
ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নানস্য বিধিবন্মম
দামোদর গৃহানার্ঘ্যং দনুজেন্দ্র নিসূদন।।
নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্ত্তিকে পাপশোষণে।
গৃহানার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে।।
১২) **অন্যান্য উপপুরাণে ও পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে রাধারানীর মাহাত্ম্য।**
নারদ পঞ্চরাত্র ২/৩/৬০
রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা।
ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব নারদ।।
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমন্থনোদভূতা।
মর্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদ শায়িনঃ
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে।
রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী।।
নারদ পঞ্চরাত্র ২/৩/৫১
যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা সা নির্লিপ্তা প্রকৃতে পরা।।

এছাড়া ব্রহ্মান্ডপুরান, ব্রহ্মবৈবর্তপুরান ও গর্গ সংহিতায় রাধারাণীর লীলা ও মাহাত্ম্য বর্ননা রয়েছে। এগুলি উপপুরান ও প্রামানিকতা নিয়ে বিতর্ক আছে তাই এগুলি আর উল্লেখ করলাম না।

গৌতমীয় তন্ত্রে

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।।

নারদ পুরানে রাধাষ্টমী ব্রত করলে ব্রজের দুর্লভ রহস্য জ্ঞাত হয়।

১৩) **প্রাচীন আচার্য্য গন কৃত স্তোত্রে**

শঙ্করাচার্য্য কৃত যমুনাস্তোত্রে
বিধেহি তস্য রাধিকাধবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে রতিমতি
শঙ্করাচার্য্য কৃত কৃষ্ণ স্তোত্রে
বিধেহি গোপিকা
পুষ্টিমার্গীয় সম্প্রদায় আচার্য্য বিঠ্ঠলনাথ কৃত পদ্যে
যদৈব শ্রীরাধে রহসি মিলতি ত্বাং মধূপতি
স্তদৈবাকার্য্যা নিজচরণদাসীতি গদিতা
১৪) ঋক পরিশিষ্ট শ্রুতিতে

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।

বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা।

রাধা দ্বারা মাধব ও মাধব দ্বারা রাধা সর্বতোভাবে দীপ্তিমান।

ঋক পরিশিষ্ট শ্রুতি তে শ্রীসূক্তে ৫ম অষ্টক ৪র্থ অধ্যায় ২২ বর্গ ৪র্থ মন্ত্র।

ঋগ্বেদ৫/৮৮/৯ শ্রীসূক্তে
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম
অনুবাদ:- গন্ধলক্ষণা, দুরাধর্ষা, নিত্যপুষ্টা, গোময়বতী ও সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীদেবী কে আহ্বান করি।

এখানে শ্রীদেবী, যিনি গোপী অর্থে রাধারানী কে বোঝাচ্ছে।
মহাভারতে শ্রী যুধিষ্ঠিরের উক্তি তেও এরকম একটি শ্লোক আছে। অনুশাসন পর্ব, ৮২/১
গবাং পুরীষং বৈ শ্রিয়া জুষ্টম। গোময়ে বাস কারী বিষ্ণু শক্তি শ্রীদেবী
(শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ী অনেকে প্রশ্ন করেন ঋকপরিশিষ্ট শ্রুতি আদৌ কোনো প্রামানিক শ্রুতি কিনা? আশ্চর্য্য প্রশ্ন তাহলে তারা শ্রীসূক্ত পাঠ করেন কেন? সেটাও তো পরিশিষ্ট শ্রুতির সূক্ত।)

১৫) **ঋগ্বেদ** এ

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে।

বিভূতিরস্তু সূনৃতা।।

তিনটি বেদেই এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়।
ঋগ্বেদ ১ম মন্ডল ৩০ সূক্ত ৫ম মন্ত্র, অথর্ববেদে ২০কান্ড ৪৫ সূক্ত ২য় মন্ত্র বা ২০ কান্ড ৫ম অনুবাকের ৮ম সূক্তের ২য় মন্ত্র, সামবেদের উত্তরার্চিক ১৬ অধ্যায়ে তৃতীয় খন্ডে ১১ সূক্ত বা ১৬০০ সাম মন্ত্র।
অন্বয়:- স্তোত্রং= রাধানাংপতে= রাধানাথ গির্বাহো= বাহুতে গিরি ধারন কারী তে= তোমার, বিভূতি= ঐশ্বর্য্য, অস্তু= হোক, সুনৃতা= সত্য বা অক্ষয়,

সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- হে ধনপালক স্তুতিভাজন বীর তোমার এইরূপ স্তোত্র তোমার বিভূতি প্রিয় ও সত্য হোক।
সায়নভাষ্য:- হে ইন্দ্র রাধানাং পতে ধনানাং পালক গির্ব্বাহো গীর্ভরুহ্যমান বীর শৌর্যোপেত। যস্যতে তব স্তোত্রমীদৃশং ভবতি তস্য তব বিভূতিলক্ষ্মী সুনৃতা পরসত্যরূপাস্তু।
এই মন্ত্রের সায়ন যাই অর্থ করুন না কেন রাধানাথ, গিরিগোবর্ধন কে যিনি বাহুতে ধারন করেছেন তোমার এইসকল স্তুতি আমাদের পক্ষে ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধ প্রিয় ও সত্বভাবসম্পন্ন হোক। এই অর্থ ই স্পষ্ট।
কারন ব্যাকরণ মতে যেখানে মুখ্য অর্থ স্পষ্ট সেখানে লক্ষণা বৃত্তি তে রাধা শব্দের অর্থ ধনসম্পত্তি, রাধানাথ শব্দের অর্থ ধনপালক, গির্বাহো শব্দের অর্থ স্তুতিভাজন করার কোনো দরকার নেই। ব্যাকরনের নিয়মে মুখ্য অর্থ স্পষ্ট হলে লক্ষনা বৃত্তির আশ্রয় নেওয়া হয় না।
১৬৫ সামে ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে। পিবা ত্বাতস্য গির্বণঃ
সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:- হে রাধাপতি অর্থাৎ সর্বসিদ্ধিকর ধনের অধিপতি, হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র বলসহায়ে প্রস্তুত এই সোমরস তোমার পানের জন্য।
বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরুতিভিঃ করতাং ন সু রাধসঃ
(ঋগবেদ ১/২৩/০৬)

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্র্যস্য রাধসঃ।

সবিতারং নৃচক্ষসং।

সখায় আ নিষীদত সবিতাস্তাম্যোতু নঃ। দাতা রাধাংসি শুন্তন্তি।।
(ঋগ্বেদ ১/২২/৭-৮)

শ্রীমদভাগবতমে রাধস শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা:-

শুকদেব জী পরমপুরুষ কৃষ্ণের ধ্যান বিষয়ে বলতে গিয়ে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বলছেন যে পরমপুরুষ নিজধামে ব্রহ্মপুরে রাধিকার সহিত ক্রীড়মান। এই শ্লোকে তিনি রাধসা পদ ব্যাবহার করেছেন পরব্রহ্মের শক্তি কে বোঝাতে।
নমো নমস্তেহস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং

বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম।

নিরস্তসাম্যাতিশয়েন **রাধসা**
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ।। ভা ২/৪/১৪
অনুবাদ:- সেই ইষ্টদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রনাম। তিনি ভক্তগনের পালক ও ভক্তিহীন মানুষদের দুর্বিজ্ঞেয়। তার সমান বা তার থেকে অধিক কেউ নেই। তিনি রাধিকার সহিত স্বধামে ব্রহ্মপুরে (মথুরামন্ডলে) রমণ করেন
অন্বয়:- নমঃ নমঃ অস্তু। তে= তোমাকে। সাত্বতাং= ভক্তদের। ঋষভায়= পালক। বিদূরকাষ্ঠায়= দুর্বিজ্ঞেয়। মুহুঃ= কুযোগিনাম =ভক্তিহীনের। নিরস্তসাম্যাতিশয়েন= সম ও অতিশয় বা অধিক নেই যার। রাধসা= রাধিকা। স্বধামনি= মথুরামন্ডলে। ব্রহ্মনি= ব্রহ্মপুরে রংস্যতে= রমন করেন।

সায়ন রাধসঃ পদে ধন সম্পদ এই অর্থ করলেও ব্যাসদেব রাধসঃ পদে পরব্রহ্মের শক্তি কেই বোঝেন। এখন বেদার্থ নির্নয় করতে গিয়ে ব্যাসদেব কি অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন তা মানব না সায়নের কল্পিত ব্যাখ্যা মানব।

কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি তাই তার এক নাম রাধিকা।
যথা চৈ.চ আদি/৪/৯১ এ

কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য।

তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তিবর্য্য।।

তিনি সেবা দ্বারা সর্বভাবে কৃষ্ণের সমস্ত বাঞ্ছা পূরণ করেন তাই জন্যও তার নাম রাধিকা।

জগত কে গোপন করেন তাই তার এক নাম গোপী।

বাক্যের তাৎপর্য্য অনুসারে শব্দের অর্থ হয়। তাই রাধস পদের অর্থ রাধারানী বুঝতে হবে। ধরুন একটি বাক্যে রয়েছে চক্রধারী পদ্মলোচন এর অর্থ নারায়ণ হয়। কিন্তু কেউ এরকম ও অর্থ করতে পারে পদ্মলোচন নামক চাকা হাতে কুমোর।
৮৪১ সামে পৃঃ ১০৩
ভ্রমরগীতে যে কাচিত বলে এক গোপীর কথা বলা আছে তা রাধারানীর কথাই বলা হয়েছে। অগ্নিপুরানে তা বলা হয়েছে শ্রীজীবগোস্বামী উদ্ধৃত প্রীতিসন্দর্ভে ১০৯ অনুচ্ছেদে অগ্নিপুরাণের শ্লোক।

গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবম।

হরিলীলাবিহারাংশ্চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা।।

রাধা তদ্ভাবসংলীনা বাসনায়া বিরামিতা।।
অনুবাদ:- সেখানে সকল গোপীরা উষাকালে কৃষ্ণ এর অনুচর উদ্ধব কে দেখে হরিলীলাবিহার সকল জিজ্ঞাসা করলেন। একমাত্র রাধিকা বাদে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাবে লীন (কৃষ্ণ বিষয়ে নবমীদশা প্রাপ্ত) হয়েছিলেন বলে প্রশ্নাদি বাসনায় বিরতা ছিলেন।
এখানে ও সর্বগোপীদের মধ্যে রাধার প্রেমাধিক্য প্রমান হল।

ভূজদ্বয়বৃতঃ কৃষ্ণো ন কদাচ্চিত চতুর্ভূজো
গোপ্যৈকয়া বৃতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা।। পদ্মপুরাণ ৪৬/৫৫
কৃষ্ণ নিত্য দ্বিভূজ কখনো চতুর্ভূজ নন, তিনি একজন গোপিকার সাথে সর্বদা ক্রীড়া করেন।

তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মণে বিশাখা কে নক্ষত্রগণের অধিপত্নী ও ভুবনের শ্রেষ্ঠা গোপী বলা হয়েছে
"নক্ষত্রাণামধিপত্নী বিশাখে। শ্রেষ্ঠাবিন্দ্রাগ্নী ভূবনস্য গোপৌ"।। (৩/১/১/১১)
বিশাখা নক্ষত্রের ই আরেক নাম রাধা। তার পরের নক্ষত্রের নাম অনুরাধা
অথর্ব্ববেদ ১৯ অধ্যায়ের ৭ম সূক্তের ৩য় মন্ত্র, ১৯ কান্ডের ১ম অনুবাকের ৮ম সূক্তের ৩য় মন্ত্র।
"রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলম"।।
রাধা ও বিশাখা যে একই জনের নাম তা এখানে পাওয়া যায়।

রাধা সূক্ত

তৈত্তীরিয় সংহিতা ৪ কান্ড/৪ প্রপাঠক/১২ মন্ত্র
অবস্যুবাতাঃ বৃহতীর্নু শক্করীরিমং যজ্ঞমবক্তু নো ঘৃতাচীঃ। সুবর্ব্বতী সুদঘা নঃ **পয়স্বতী** দিশাম দেব্যবতু নো **ঘৃতাচী**। ত্বং **গোপাঃ** পুরএতোত পশ্চাদবৃহস্পতে যাম্যাং যুঙগ্ধি বাচম। উর্দ্ধা দিশাং রন্তিরাশৌষধীনাং সম্বৎসরেণ সবিতা নো অহ্নাম। রেবৎসামাতিচ্ছন্দা উ ছন্দোহজাতশত্রিঃ স্যোনা নো অস্তু। স্তোমত্রয়স্ত্রিংশে ভূবনস্য পত্নি বিবস্বস্বাতে অভি নঃ গৃণাহি। ঘৃতবতী সবিতরাধিপত্যৈঃ পয়স্বতী রন্তিরাশা নো অস্তু। ধ্রুবা দিশাম **বিষ্ণুপত্ন**ঘোরাহস্যেশানা সহসে যা মনোতা। বৃহস্পতির্মাতরিশ্বোত বায়ুঃ সন্ধুবানা বাতা অভি নো গৃণন্তু। বিষ্টম্ভো দিবো বরুণঃ পৃথিব্যা অস্যেশানা জগতো **বিষ্ণুপত্নী**।
এই সূক্তটিকে শ্রীবৈষ্ণব রা নীলা সূক্ত বলেন।
প্রথমত সূক্তে কোথাও নীলা দেবীর নাম নেই। বরং পয়স্বতী, ঘৃতবতী, ঘৃতাচী, গোপাঃ ইত্যাদি উল্লেখ থেকে তিনি যে গোপকন্যা তা বোঝা যায়। এবং তাকে ২ জায়গায় বিষ্ণু পত্নী বলা হয়েছে। আগেই বলেছি কৃষ্ণের ই আরেক নাম বিষ্ণু। গোপীগনের পতি বলতে কৃষ্ণ কে বোঝাচ্ছে বুঝতে হবে।
তাই এই সূক্তে রাধারানীর স্তব করা হয়েছে।
সায়নাচার্য্য হাস্যকর ভাবে এই সূক্তে বিষ্ণু পত্নী শব্দের অর্থ করেছেন বিষ্ণু দ্বারা রক্ষিত। তার ফলে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়িয়েছে সেই দিক বিষ্ণু দ্বারা রক্ষিত।

নপ্পিনাই

তামিলবেদ নামে পরিচিত দিব্যপ্রবন্ধম এর ৪৯১ সূক্তের ঋষিকা দেবী অন্ডাল মধুরভাবে ভাবিত হয়ে কয়েকটি সূক্ত লিখেছেন। সেখানে কৃষ্ণের স্ত্রী নপ্পিনাই (রাধিকার তামিল নাম) এর উল্লেখ রয়েছে। নন্দ গোপালন মরুমগ্নলে নপ্পিনাই (নন্দগোপের পুত্রবধূ তুল্য নপ্পিনাই)

শ্রীসম্প্রদায়ী আচার্য্য রা এখন নপ্পিনাই যে রাধারানী তা মানেন না। তারা নীলাদেবী র কথা বলেন। আমরা আগেই দেখিয়েছি নীলাসূক্তে নীলাদেবী বলতে রাধারানীর কথাই বলা হচ্ছে। কারন বৈকুন্ঠের বিষ্ণু পত্নী গন গোপী নন,

তিরুপ্পবাই ২০

উন্দু মদ কলিন্ডন ওডাদ তোল বলিয়ন।

নন্দ গোপালন মরুমগ্গলে নপ্পিনাই।।

কন্দম কমলুম কুললি কউ তিরুবাই।

বন্দেডংগম কোলি অলেত্তন কাণ মাদবি।

প্পন্দল মেল পল্লাল কুয়িল ইনঙ্গল কুবিন কাণ।

পন্দার বিরলি উন মেন্তুনন পের পাউ

শেন্দামরৈ ক্কৈয়াল শীরারবলৈ আলিপ্প।

বন্দু তিরুবাই মগিলন্দেলোর এম্পাবায়।। ৪৯১

ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ:- গোপীরা নপ্পিনাই এর কাছে প্রার্থনা করছেন হে দেবী আপনি যশস্বী নন্দগোপের পুত্রবধূ সমান, যিনি রনহস্তীর মত যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের দমন করেন সেই বিস্তৃর্ন বক্ষস্থল নন্দগোপের পুত্রবধূ। তুমি সুন্দর, সুগন্ধময় কেশবতী, সেই কেশের সুগন্ধ চতুর্দিকে সুবাসিত করে তুলেছে, এই লীলা ছাড়ুন, দরজা খুলুন। নপ্পিনাই তখন বলছেন ভোর হলেই দরজা খুলব। তাই গোপীরা বলছে মাধবীলতায় বসে কোকিল কুহু ডাকছে। সব পাখীরা ডাকছে, তাই ভোর হয়ে গেছে তাই দরজা খুলুন। তাও রাধারানী ঘুমের অভিনয় করে চুপ করে রইলেন। তখন সখীরা কুন্জের লতার ফাঁক দিয়ে দেখলেন রাধারানী ঘুমের ভান করে শুয়ে রয়েছেন তার হাতে পাশা খেলার গুটি ধরা রয়েছে। হয়ত রাতভর পাশাখেলার পর শ্যামকে জিতে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে গুটি হাতে করেই শুয়ে পড়েছেন। তাই সখীরা বলছে হে রাধিকা তোমার গেন্দ ধরা লালিমাপূর্ণ হাতে দরজা খোলো। তোমার হাতের চূড়ির মধূর ধ্বনি শুনে আমরা ধন্য হই। আমরা ভগবানের যশোগান করব।

আচার্য্য রামানুজের এই সূক্তটি খুবই প্রিয় ছিল। একবার আচার্য্য এই সূক্ত মনে মনে গুণগুণ করে গাইতে গাইতে তার গুরুর বাড়িতে গেছেন গুরুপুত্রী এসে যখন দরজা খুলেছে তাকে দেখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তা দেখে গুরুপুত্রী ভয়ে দৌড়ে পিতার কাছে গিয়ে বলল যে সন্ন্যাসী তাকে প্রণাম করছে। গুরু কাঞ্চীপূর্ণ এসে দেখলেন রামানুজ দরজায় দন্ডবত করছেন আর মুখে এই সূক্ত পাঠ করছেন। রামানুজের তিরুপ্পবাই খুব প্রিয় ছিল, তাই তার নাম ছিল তিরুপ্পবাই জিয়ার।

অন্ডাল বা গোদা দেবী র সময়কাল ঐতিহাসিক রা বলেন ৭ম শতাব্দী। এবং এখনো তার রচিত তিরুপ্পবাই মাঘ মাসে শ্রীসম্প্রদায়ের সমস্ত মন্দিরে পাঠ হয়।

আবার ৪৯২ সূক্তে গোপীরা প্রার্থনা করছে হে বিস্তৃত বক্ষস্থল বিশিষ্ট দেব তুমি নপ্পিনাই এর বক্ষে বক্ষ রেখে শয়ণ করে আছ কৃপা করে আমাদের প্রতি অভয়বাণী দান করো। অতএব

নপ্পিনাই ই হল সেই বিশেষ গোপী যিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। অন্য সকল গোপীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তিনিই রাধারানী।
কিন্তু আচার্য্য বেদান্তদেশিক তার রচিত যাদব অভ্যুদয় গ্রন্থে নপ্পিনাই কে নাগ্নজিতি দেবী বলেছেন। শ্রী সম্প্রদায়ের মতে কৃষ্ণ লীলায় শ্রীদেবী রুক্মিনী দেবী রূপে, ভূদেবী সত্যভামা রূপে ও নীলাদেবী নাগ্নজিতি রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি একটি কাহিনী বলেছেন যশোদার ভ্রাতা কুম্ভনের কন্যা রূপে গোপগৃহে নীলাদেবী নপ্পিনাই রূপে জন্মগ্রহন করেন। বালক কৃষ্ণ ৭ টি অবাধ্য ষাঁড় কে বধ করে নাগ্নজিতি বা নপ্পিনাই কে বিবাহ করেন।

এভাবে বহু পুরান ও বেদ প্রমানে রাধারানীর শাস্ত্রীয় প্রামানিকতা সিদ্ধ হলো।
বেদ এ রাধস পদের অর্থ সায়নাচার্য্য যেমন ধন সম্পদ করেছেন তেমন অগ্নি সূক্তে সায়নভাষ্যে দূর্গা শব্দের অর্থ দুর্গম, মুন্ডক উপনিষদে শঙ্কর ভাষ্যে কালী শব্দের অর্থ অগ্নির সপ্তম জিহ্বা ইত্যাদি অর্থ করেছেন। মার্কন্ডেয়পুরান, দেবীভাগবত প্রভৃতি কয়েকটি পুরান ছাড়া দূর্গা কালী প্রভৃতি দেবীদের নাম ও কোথাও পাওয়া যায়না। তাহলে যারা রাধারানী কে কল্পিত দেবী মনে করেন কোন শাস্ত্র প্রমানে দূর্গা কালী প্রভৃতি দেবীদের স্বীকার করেন।